সেনসেক্স : ৮১,৯০৪.৭০ (+৩৫৫.৯৭)
নিফটি : ২৫,১১৪.০০ (+১০৮.৫০)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

২৭ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 13 September 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 117

সাদা চোখে সাদা কথায়

নৈরাজ্যে বিপ্লব হয় না, শুধু ক্ষোভেও নয়

গৌতম সরকার

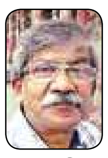

কিশোরকুমারের গাওয়া গানটা মনে আছে? ... পুতুল নাচের পুতুল হয়ে/ নেচেই শুধু গেলি/ মনকে শুধা নাচার ফলে/ জীবনে কী পেলি...।

নেপালের দিকে তাকালে গানটার অর্থ নতুন করে কানে বাজে। বাংলাদেশও তারুণ্যের বিদ্রোহ দেখেছে। কিন্তু নেপালে নবযৌবনের জোয়ার নতুন মাত্রা পেল জেন জেড শব্দের ঝনঝনানিতে। কাঠমান্ডুর উদ্বেল চেহারাটা দেখে ভারতে, এই বাংলায় কত আকুতি শোনা গেল, এখানে কবে? এখানে কবে?

শুধু মতবিরোধ নয়, কোন্দল চরমে। বিপ্লবের কান্ডারিরা এখন যেন নৈরাজ্যের সেনাপতি।

এরপর বারোর পাতায়

‘শান্তিদূত’ সুশীলা

কাঠমান্ডু এখন ধ্বংসস্তূপ। এমন আবহেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সুশীলা কার্কি। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌড়েল। শুক্রবার রাতে শীতল নিবাসে।

কাঠমান্ডু, ১২ সেপ্টেম্বর : রক্তস্নান সেরে শান্তির পথে এক পা এগোল বুদ্ধের দেশ। কেপি শর্মা ওলির উত্তরসূরি হিসাবে শুক্রবার রাতে নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিলেন সুশীলা কার্কি। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর জেন জেড-এর বৃহত্তম গোষ্ঠীর পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকা সুশীলার নামেই বৃহস্পতিবার রাতে সিলমোহর পড়ে। শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ কাঠমান্ডুর রাষ্ট্রপতি ভবন শীতল নিবাসে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌড়েল।

রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শপথ নেওয়ার পরই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্যাবিনেট ঘোষণা করা হবে। জেন জেড আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে, প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সংসদ ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হতে পারে। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব কিরণ পোখরেল জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সুপারিশ মেনেই রাষ্ট্রপতি পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন।

সূত্রের খবর, এর আগে রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌড়েল, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইউএমএল-এর নেতা ওলি, মাওয়িস্ট সেন্টারের চিফ পুষ্পকুমার দাহাল (প্রচণ্ড) এবং নেপালি কংগ্রেসের নেতা শেরবাহাদুর দেউবার সঙ্গে বৈঠকে বসেন সুশীলা। সেখানেই তিনি জানিয়ে দেন, প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলে দুর্নীতির তদন্ত এবং গণ আন্দোলন প্রতিরোধে পুলিশের নির্মমতায় ২০ জনেরও বেশি আন্দোলনকারীর মৃত্যুর তদন্ত চান তিনি। এব্যাপারে তাঁর হাত-পা বেঁধে দিলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে আগ্রহী নন। সুশীলার শর্তে দেশের রাজনৈতিক নেতারা খুব একটা সায় দেননি। কিন্তু কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ এবং জেন জেড-এর বৃহত্তম গোষ্ঠী তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী চাওয়ায় তাঁদের আপত্তি আর ধোপে টেকেনি।

বুধবার পর্যন্ত জেন জেড-এর পছন্দমতো পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এগিয়ে ছিলেন ৭৩ বছর বয়সি সুশীলাই। তারপরে অবশ্য পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পদে নাম উঠে আসে কুলমান ঘিসিংয়ের। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার কুলমান নেপাল ইলেক্ট্রিক অথরিটির দায়িত্ব নিয়ে দেশের ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের সমাধান করেছিলেন। দেশকে আলোর পথে ফেরাতে জেন জেড-এর একটি গোষ্ঠীর পছন্দ ছিলেন তিনিই।

সুশীলা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যেই তিনি দেশে সাধারণ নির্বাচন করার পক্ষপাতী।

এরপর বারোর পাতায়

অশান্ত মণিপুরে আজ মোদি

নয়াদিল্লি ও ইম্ফল, ১২ সেপ্টেম্বর : হিংসার আগুনে জ্বলছিল মণিপুর। ২০২৩ সালের মে মাস থেকে এখনও পর্যন্ত সংঘর্ষের জেরে মৃত্যু হয়েছে ২৬০ জনের। বেসরকারি হিসেবে সংখ্যাটা অনেক বেশি। সেই হিংসা শুরুর পাক্কা ২ বছর ৪ মাসের ব্যবধান শেষে শনিবার অশান্ত মণিপুরে পা রাখতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে কুকি ও মেইতেইরা খুব একটা উৎসাহী নয়। বরং মানুষ যে কেন্দ্রের আচরণে সন্তুষ্ট নয়,

এরপর বারোর পাতায়

জমির জন্য পিসিকে খুন

ভাইপোর যাবজ্জীবন, সহযোগীরও জেল

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১২ সেপ্টেম্বর : সম্পত্তির লোভে পিসিকে খুন করেছিল ভাইপো। এরপর প্রমাণ লোপাটের জন্য স্থানীয় এক তরুণের সাহায্যে পিসির দেহ মাটিতে পুঁতেও দিয়েছিল। কিন্তু গ্রামের কয়েকজনকে সে কথা জানাতেই ধরা পড়ে গিয়েছিল শিবা হেমব্রম। গ্রামবাসীরাই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। ছয় বছর পর তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ শোনালেন মালদা জেলা পঞ্চম দায়রা আদালতের বিচারক মনোদ্বীপ দাশগুপ্ত। খুনের প্রমাণ লোপাটের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য বর্মা হেমব্রমের বিরুদ্ধে সাত বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সরকারি আইনজীবী হুমায়ুন মিয়াঁ বলেন, '১৬ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে বিচারক শুক্রবার শিবাকে খুন ও প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে এবং বর্মাকে প্রমাণ লোপাটে সাহায্যের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। খুনের মামলায় শিবার যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রমাণ লোপাটের জন্য শিবা ও বর্মাকে সাত বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।'

২০১৯-এর ১৮ অগাস্ট খুন হন হবিবপুর থানার গোপালপুর এলাকার নীলমণি হেমব্রম (৬০)। তাঁকে মাথায় বাঁশের আঘাত করে খুন করে তাঁর ভাইপো শিবা। ওই রাতেই ভ্যানে করে মৃতদেহ এলাকারই একটি খাঁড়ির পাশে নিয়ে গিয়ে পুঁতে দেয় দুজনে। কিন্তু তা গোপন রাখতে না পেরে ঘটনা শিবা জানিয়ে দেয় স্থানীয় প্রেমা চৌধুরীকে। পরদিন সকালে প্রেমার বাড়িতে গিয়ে ঘটনার কথা জানতে পারেন নীলমণির প্রতিবেশী মোনা মার্ডি। ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীরা শিবাকে আটকে রেখে থানায় খবর দেন। ১৯ অগাস্ট দুপুরে হবিবপুর থানায় নীলমণিকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার করা হয় প্রমাণ লোপাটে সাহায্য করা বর্মাকেও। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে পিসির জমির দিকে তার নজর ছিল দীর্ঘদিন ধরে। পিসি মারা গেলে জমিটি তার হয়ে যাবে বলে ধারণা ছিল শিবার। সেকারণে পিসিকে খুন ভাইপোর।

প্রমাণ লোপাট

- সম্পত্তির লোভে পিসিকে বাঁশ দিয়ে মাথায় মেরে খুন ভাইপোর
- প্রমাণ লোপাটে পরিচিতর সহযোগিতায় খাঁড়ির পাশে দেহ পুঁতে দিয়েছিল ভাইপো
- ১৬ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে দুজনের বিরুদ্ধে শুক্রবার শাস্তি ঘোষণা আদালতের

Recruitment Notice

Memo No. 4936 Dated: 11/9/25

Online Applicants are invited from intending candidates on contractual basis for the post of Lab Technician (NPNCD), Medical Officer (RKSK), Medical Officer (Blood Service), Dental Hygienist (NOHP), Dental Technician (NOHP), NRC Attendant (Only Female), Counsellor (RKSK) (RMNCH+A), Senior Tuberculosis Laboratory Supervisor(STLS) (NTEP), Senior Treatment Supervisor (STS) (NTEP), Laboratory Technician (NTEP) and Tuberculosis Health Visitor (TBHV) (NTEP) under District Health & Family Welfare Samiti, Cooch Behar. For details please visit www.coochbehar.nic.in & www.wbhealth.gov.in

হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফানডামেন্টাল রিসার্চ
জাতীয় অলিম্পিয়াড কার্যক্রম ২০২৫-২০২৬
জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা জুনিয়ার সায়েন্স

সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যারা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের ভারতীয় পদার্থবিদ্যা শিক্ষক সমিতির (আইএপিটি) তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রমের অনুরূপ ন্যাশনাল স্ট্যানডার্ড এক্সামিনেশনে (এনএসই) (বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য) উপস্থিত হতে হবে। যেটি ২০২৫ সালের ২২শে এবং ২৩শে নভেম্বর সংঘটিত হবে।

এনএসই-তে যোগ্যতা অর্জন করা এই কার্যক্রমের অনুরূপ ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করার প্রথম ধাপ রূপে গণ্য করা হবে।

নিবন্ধিকরণের জন্য ঃ-
এনএসই : https://www.iapt.org.in (২১শে অগাস্ট থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৫)

আরও বিশদ বিবরণের জন্য :- https://olympiads.hbcse.tifr.res.in https://www.iapt.org.in-এ পরিদর্শন করুন।

CBC 48143/12/0008/2526

পুজোর মুখে বন্ধ টয়ট্রেন পরিষেবা

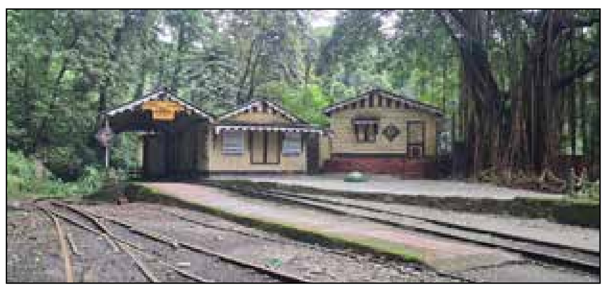
টয়ট্রেন বন্ধ, শুনসান রংটং স্টেশন। ছবি : সূত্রধর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : ফের পাহাড়ে ধস। পুজোর মুখে বন্ধ হয়ে গেল নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং রুটের টয়ট্রেন পরিষেবা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে ট্রেন চালাতে আরও অন্তত তিনদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। তাই শুক্রবার থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে। ধস সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে অগ্রিম বুকিং। টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে রেল। লাইন মেরামত করে ১৫ তারিখ ট্রায়াল রানের কথা। সফল হলেই ১৬ তারিখ থেকে ফের পাহাড়ের গা বেয়ে খেলনাগাড়ি ছুটতে শুরু করবে। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'ধসের কারণে ট্রেন বাতিল করা হল। সব ঠিক থাকলে ১৬ তারিখ থেকে ফের চালানো হবে।'

বর্ষায় পাহাড়ে ধস নামা নতুন বিষয় নয়। চলতি বছর পুজো-পর্যটনে গুরুত্ব দিয়ে পর্যটকদের চাহিদা মাথায় রেখে নতুন তিনটি জয়রাইড চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএইচআর। পুজো খানিকটা এগিয়ে এসেছে এবার। অন্যদিকে, এখনও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। লাগাতার বৃষ্টির জেরে বৃহস্পতিবার রাতে রংটং থেকে তিনধারিয়ার মাঝে একাধিক জায়গায় ধস নামে। টয়ট্রেনের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধস সরিয়ে লাইন মেরামত করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করতে সময় লাগবে। ওই সময়কালে পরিষেবা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

উৎসবের দিনগুলোতে এধরনের সমস্যা তৈরি হলে পরিস্থিতি সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, বুকিংয়ের ব্যাপক চাপ থাকে সেসময়। তাই আগাম সতর্কতা হিসেবে বিশেষ দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএইচআর। দলটি ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় থাকবে। ধসে লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হলে যত দ্রুত সম্ভব লাইন মেরামতের জন্য তারা কাজ করবে। দুর্গাপুজোর পর দীপাবলি, বড়দিন এবং বর্ষবরণেও বিশেষ দলকে কাজে লাগানো হবে।

শিশু বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : বাংলা ও সিকিমের শিশু বিশেষজ্ঞদের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন 'উত্তরকন ৩.০' অনুষ্ঠিত হল নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে। আইএপি শিলিগুড়ি এবং বেঙ্গল সোসাইটি অফ পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজির সহযোগিতায় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সিকিম এবং আশপাশের জেলাগুলির প্রায় ৪০ জন চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন শিশু বিশেষজ্ঞ, শিশু নেফ্রোলজিস্ট, শিশু সার্জন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজিস্টদের মতামত, গ্রুপ আলোচনা করা হয়।

সুমন্ত্রকুমার রাউত, আইরিনি দে ও নূপুর বৈজালের নির্দেশনায় এবং শ্রীময়ী কুণ্ডু, মঞ্জরি থাপা, বিডি সিং এবং মণীশ মাধবের সহায়তায় উত্তরকন ৩.০ জ্ঞান আদানপ্রদান, নেটওয়ার্কিং এবং পেশাদারি সংস্থার জগতে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

e-Tender Notice
Matiali Panchayat Samiti
Matiali:: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/11/BDO/MATIALI/2025-26 Last date of online bid submission: 26-09-2025 upto 12:00 hours . For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in

Sd/-
The Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

বিজ্ঞপ্তি

১২.০৯.২৫

আমার মক্কেল, জনাব শেখ বাবলু, মণীশ হোটেল হেভেনস প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর। যিনি ইকো হাটস এর কাছ থেকে একটি সম্পত্তি কিনতে চলছেন। সম্পত্তিটি জলপাইগুড়ি জেলা, মেটেলি থানার মঙ্গলবাড়ি মৌজায় অবস্থিত। যেটির জে.এল নং - ১৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৪, প্লট নং - ১২৩৬ এবং ১২৩৮, সম্পত্তিটির আয়তন যথাক্রমে ৬১ এবং ৬৫ ডেসিমেল। এই সম্পত্তি সম্পর্কিত কারও কোনও দাবি থাকলে, এই নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

গাজি ফারুক হোসেন
অ্যাডভোকেট, কলকাতা
- উচ্চ আদালত
৯৮৩০৮৮৪৭৪৯/৯৮৩০৬৮১৯৪৬

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৯৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৮৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৮৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ক্যানসার চিকিৎসায় নয়া দিগন্ত রুবির

নিউজ ব্যুরো, ১২ সেপ্টেম্বর : রুবি জেনারেল হাসপাতাল তিন দশক ধরে স্বাস্থ্য পরিষেবায় এক উল্লেখযোগ্য নাম। পূর্ব ভারতে প্রথমবার ভ্যারিয়ান টরবিম লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর (ভার্সন ৩.০) রেডিওথেরাপি মেশিন এবং উন্নত ইক্লিপ্স ভার্সন ১৮ প্ল্যানিং সিস্টেম কয়েকমাস আগে চালু করেছে রুবি ক্যানসার সেন্টার। এবার সেখানে কলকাতার প্রথম ডিজিটাল পেট সিটি স্ক্যানারের উদ্বোধন করা হল। যেখানে পাঁচ মিনিটে স্ক্যান করা যাবে। ২.৯ মিমি টিউমারও শনাক্ত করা যাবে। হাসপাতালের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর কমল কে দত্ত বলেন, 'এই প্রযুক্তিতে সাধারণ ক্যানসার স্ক্রিনিং যেমন প্যাপ স্মিয়ার, ম্যামোগ্রাম, লো ডোজ সিটি চেস্ট স্ক্যান, কোলোনোস্কোপি ও পিএসএ টেস্টের মাধ্যমে ক্যানসার চিহ্নিত করা সম্ভব।'

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের রাজমহল (আরজেএল), নাথনগর (এনএটি) এবং নিমতিতা (এনআইএলই) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।

অকশন ক্যাটালগ নং: পার্কিং-১০-২৫

ক্রমিক নং., লট নং, স্টেশন নিম্নরূপঃ **(১)**, পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-এমএক্স-৭০-২৫-৪, রাজমহল **(২)**, পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২, নাথনগর **(৩)**, পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক্স-৫৪-২৩-১, নিমতিতা **(৪)**, পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিডি-৭৪-২৫-১, রাজমহল। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ০৩.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। সম্ভাব্য বিডদাতাদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-169/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভারত সরকার
GOVERNMENT OF INDIA
আয়কর বিভাগ, প্রধান আয়কর কমিশনারের কার্যালয়, শিলিগুড়ি
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, SILIGURI,
আয়কর ভবন, পরিবহণ নগর, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১০, পশ্চিমবঙ্গ
AAYAKAR BHAWAN, PARIBAHAN NAGAR, MATIGARA, SILIGURI-734010, WEST BENGAL, E-mail: siliguri.pcit@income tax.gov.in

জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
PUBLIC NOTICE

শ্রী দীপক নাগাসিয়া, এমটিএস, যিনি প্রধান আয়কর কমিশনার, শিলিগুড়ি কার্যালয়ে ২০২০ সালের জুলাই মাস থেকে কোনও প্রকার অনুমোদন ছাড়া অনুপস্থিত রয়েছেন। যাকে বারংবার কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কাজে যোগ দেননি।

Shri Deepak Nagasia, MTS, posted at the office of the Principal Commissioner of Income Tax, Siliguri, has been absent without authorization since July, 2020. Despite repeated show-cause notices, he has not resumed duty.

তাকে এখন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ১২(২) এর অন্তর্গত সিসিএস (ছুটি) এর ১৯৭২ সালের নিয়ম অনুসারে, তিনি যে ইস্তফা দেননি তার কারণ দর্শানোর জন্য তার একটি উত্তরপত্র নিম্নে স্বাক্ষরিত কর্তৃপক্ষের কাছে ২২.০৯.২০২৫ তারিখ বা তার পূর্বে জমা দিতে হবে, অন্যথা কোনও প্রকার অতিরিক্ত নোটিশ না দিয়ে কর্তৃপক্ষ পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নেবে।

He is hereby directed to explain why he should not be deemed to have resigned from service under Rule 12(2) of the CCS (Leave) Rules, 1972. His reply must reach the undersigned on or before 22.09.2025, failing which further action will be taken without any further notice.

Sd/-
প্রধান আয়কর কমিশনারের কার্যালয়, শিলিগুড়ি
Pr. Commissioner of Income Tax, Siliguri

নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি
ভারত সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা
২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য পি এম শ্রী স্কুল জওহর নবোদয় বিদ্যালয় দক্ষিণ দিনাজপুরে
নবম ও একাদশ শ্রেণিতে খালি আসন ভর্তির বিজ্ঞপ্তি
Lateral Entry Selection Test (LEST) তারিখ - ০৭.০২.২০২৬

বিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য
- ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সহ - শিক্ষামূলক এবং সম্পূর্ণ আবাসিক।
- ত্রিভাষিক-বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি পাঠ্যক্রম।
- গ্রামীণ এলাকার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্নতমানের আধুনিক শিক্ষা।
- ২০২৫ সিবিএসই বোর্ড পরীক্ষায় ১০০% ফলাফল।
- ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা হস্টেল।
- থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, ইউনিফর্ম, পাঠ্যপুস্তক, স্টেশনারি ইত্যাদি সহ বিনামূল্যে শিক্ষা।
- ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশের জন্য সহ- পাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপ, সংগীত ও কলা, খেলাধুলা, স্কাউটস অ্যান্ড গাইড, এনসিসি, এনএসএস, স্কুলব্যান্ড এবং যোগ ইত্যাদির উপর বিশেষ মনোযোগ।
- ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল প্যানেল ও WIFI সংযুক্ত সমস্ত শ্রেণি কক্ষ।

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সরকারি/সরকার স্বীকৃত/সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে অষ্টম ও দশম শ্রেণিতে পাঠরত এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীরা LEST প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে।

ভর্তির ক্ষেত্রে SC, ST ও PWD ছাত্র-ছাত্রীরা প্রযোজ্য সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

OBC র ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকাভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

নবম শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রীর বয়সসীমা হতে হবে	একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রীর বয়সসীমা হতে হবে
০১.০৫.২০১১-৩১.০৭.২০১৩ (উভয় তারিখ অন্তর্ভুক্ত) অনলাইনে ফর্মফিলাপ লিংক - https://cbseitms.nic.in/2025/nvsix_9	০১.০৬.২০০৯-৩১.০৭.২০১১ (উভয় তারিখ অন্তর্ভুক্ত) অনলাইনে ফর্মফিলাপ লিংক - https://cbseitms.nic.in/2025/nvsxi_11

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অফলাইনে ভর্তির ফর্মফিলাপের জন্য কার্যদিবসে সকাল ১০টা হতে বিকেল ০৫টা অবধি বিদ্যালয় অফিসে যোগাযোগ করুন-আবেদনের শেষ তারিখ - ২৩.০৯.২০২৫ (বিকেল ০৫টা পর্যন্ত)

হেল্প ডেস্ক নম্বর
9002152916/9126824411/8918213488

হারানো-প্রাপ্তি

আমি শান্তি রঞ্জন সরকার, ঠিকানা- উত্তর চেচাখাতা, পো: আলিপুরদুয়ার জং, জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার কন্যা সোনালী সরকার-এর SC সার্টিফিকেট (No- 1232/APD-1) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 9609931806. (C/117081)

স্মরণে

রাধেশ্যাম বণিক, আজ ২৪তম প্রয়াণ দিন, অশ্রুনয়নে ভারাক্রান্ত মনে, তোমার স্মরণে শত শত প্রণাম। তুমি আছো আমাদের হৃদয় মাঝে, তোমার প্রেরণাই আমাদের চলার শক্তি, আশীর্বাদ রেখো। বণিক পরিবার, রবীন্দ্রনগর, শিলি (C/118247)

সংশোধন

১২/৯/২০২৫ তারিখ উত্তরবঙ্গ সংবাদে ২য় পাতায় তুফানগঞ্জ পৌরসভার কোটেশন নোটিশ এর শেষ লাইনে ভুলবশত & web portal http://wbetenders.gov.in ছাপা হয়েছে তা বাতিল করা হল। চেয়ারম্যান। (D/S)

অ্যাফিডেভিট

গত 11.09.25 Apd EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Majidul Islam থেকে Majidul Hak হল। (C/117082)

I, Nirmalendu Sen, residing at Station Road, Jalpaiguri, declare that Trisa Sen and Trisha Sen refer to the same person-my daughter. As per affidavit dated 25-06-2025 before the Judicial Magistrate, 1st Class, Jalpaiguri, her name shall be read as Trisha Sen. (C/118240)

আমি Smt. Mousomi Ganguly, পিতা প্রদীপ গাঙ্গুলী দক্ষিণ চকোয়াখেতি আলিপুর দুয়ার, গত 11.9.25 তারিখে আলিপুর দুয়ার এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 9518/25] বলে Mousomi Ganguly, Mousoimi Ganguli ও Mausumi Ganguli একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (S/C)

আমি Rajiv Kumar Chakraborty আমার ভোটার কার্ডে আমার নাম ভুল থাকায়, গত 11/09/25 তারিখে শিলিগুড়ি E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Rajib Chakraborty থেকে Rajiv Kumar Chakraborty নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118243)

আমি Biswajit Sarkar, পিতা: বলরাম সরকার গ্রাম: গৌরাঙ্গগছ, পো: মোলানি থানা: চোপড়া, জেলা: উ:দি: পুর। আমার আধার ও ভোটার কার্ডে নাম আছে Biswajit Sarkar কিন্তু ভুলবশত ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম রয়েছে Bishwajit Sarkar। আমি গত ১১/০৯/২০২৫ তারিখে ইসলামপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে ঘোষণা করি দুটি নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তির। (C/118246)

আমি Babul Bahadur Chhetri, F/O Raj Chhetri, ক্রান্তিহাট, PS ক্রান্তি, জলপাইগুড়ি, আমার ছেলের ADMIT CARD এ আমার নাম ভুল থাকায় গত 09-09-2025 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M, 1st Class কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Babul Bahadur Chhetri ও Bablu Chhetri এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/117978)

আমার ভোটার আই কার্ড নং DWP2283984 আমার স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 14.09.21, E.M., সদর, কোচবিহার কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার স্বামী Mamin Miya এবং Jamin Miyan এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হলো। সব বিষয়ে আমার স্বামী Mamin Miya নামে প্রতিষ্ঠিত হতে হলফনামা পেশ করলাম। পুটিমারী ফুলেশ্বরী, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/118107)

বিক্রয়

জলপাইগুড়ি ৭৩ মোড়, সতীশ লাহিড়ী স্কুলের দ্বিতীয় গেটের পাশে ২৫ কাঠা বাড়ি/হোটেল/রিসোর্ট উপযুক্ত জমি বিক্রয়। ৯৭৭৫৮১৩৫৯৪. (D/S)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য ছেলে/মেয়ে চাই। বেতন : 10000-14000 টাকা। থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। M: 8116589466. (C117980)

Teachers Vacancy [Fluency in English is mandatory] English: BA (Hon)+MA+B.Ed Social Studies : BA (Hon)+MA+B.Ed Computer : BCA/B.Sc (IT)/MCA+B.Ed Starting Salary- 14,000+ Accommodation Free. Apply within 15 days. Hessed English School Baniagaon, Samuktala, Alipurduar- 736206 Phone No.- 7063787068 hessedenglishschool@gmail.com, Open - Mon - Fri, 9 A.M. - 3 P.M. (C/118228)

URGENT REQUIREMENT

Immediate requirements of PGT/TGT-Chemistry, Computer, Mathematics, English, Lady Counsellor and Receptionist for a CBSE School in Islampur, U/D. Submit your resume in greenvalleyisp@gmail.com or in W/P 9679469375, 8670527177, 9064952280. (S/N)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার ID কার্ড নং: DWP2823656 নাম ভুল থাকায় গত 11-09-25, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Rahima Bibi এবং Rahima Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম Rahima Bibi হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হলফনামা প্রদান করলাম। দুধেরকুঠি দেওয়ানবস, কোতোয়ালি, কোচবিহার। পিন- 736170, প:ব:। (C/118103)

আমি Bijoy Harijan, পিতা Biji Harijan, দক্ষিণ বালুচর, থানা- ইংরেজ বাজার, মালদা আমার আধার কার্ডে যার নং 376558644815 আমার নাম Bijoy Harijan আছে। কিন্তু PNB ব্যাঙ্কে আমার নাম ভুল থাকায় (যার A/C নং 0233013854493) গত 20/08/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bijoy Dome থেকে Bijoy Harijan করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118244)

আজ টিভিতে

কেশরি-টু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ ডাল বাটি চুরমা চচ্চড়ি, দুপুর ১.১৫ লাভেরিয়া, বিকেল ৪.১৫ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধে ৭.৩০ জামাই ৪২০, রাত ১০.১৫ হাঙ্গামা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ অগ্নি পরীক্ষা, দুপুর ১২.৩০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৩.৪৫ প্রেমী, সন্ধে ৭.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, রাত ১০.৩০ বন্দিনী
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ সুলতান, দুপুর ১২.০০ লোফার, বিকেল ৪.৩০ রূপবান, রাত ১১.০০ পরিণীতা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বউরানি, সন্ধে ৭.৩০ মঙ্গলদীপ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাগ পঞ্চমী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রথম ভালোবাসা
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১২ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, দুপুর ১.২৩ কৃশ, বিকেল ৪.৫০ অব তুমহারে হাওয়ালে ওয়াতন সাথিয়োঁ, রাত ৮.০০ ইন্ডিয়ান, ১১.০০ গুমনাম
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩৯ নাইট ড্রাইভ, দুপুর ১.৫৩ দবং-থ্রি, বিকেল ৪.৫২ কসম পয়দা করনেওয়ালে কি, সন্ধে ৭.৩০ জঙ্গ, রাত ১০.০৯ ছত্রপতি
স্টার মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ আলাদিন, বিকেল ৫.৪৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, সন্ধে ৭.১৫ ডক্টর স্ট্রেঞ্জ, রাত ৯.০০ পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান : দ্য কার্স অফ দ্য ব্ল্যাক পার্ল, ১১.১৫ গডজিলা : কিং অফ দ্য মনস্টার্স

আলাদিন দুপুর ১২.৩০ স্টার মুভিজ

জামাই ৪২০ সন্ধে ৭.৩০ জলসা মুভিজ

আ গেম অফ লেপার্ড থ্রোনস রাত ৯.০৩ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানের বিদেশে চাকরির সুযোগের খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃষ : নিজের চেষ্টায় ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হবেন। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। মিথুন : শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় অতি সত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বেহিসেবি খরচে রাশ টানার চেষ্টা করুন। কর্কট : কোনও কাজের দায়িত্ব নিয়ে সময়মতো শেষ করতে না পেরে অনুশোচনা হতে পারে। সংসারে আর্থিক সমস্যা মিটবে। সিংহ : পারিবারিক সমস্যায় বাড়ি পরিবর্তন করতে হতে পারে। অপরিচিত কোনও ব্যক্তি থেকে সাবধান। কন্যা : যেচে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে কথা শুনতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বজায় থাকবে। তুলা : বহুদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। বাইরের মশলাদার খাবার থেকে পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি। বৃশ্চিক : প্রেমে ছোটখাটো সমস্যা লেগে থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা নামী সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন। আর্থিক সমস্যা কাটবে। ধনু : পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব বাড়বে। মকর : পুরোনো কোনও সমস্যা নিয়ে পরিবারে অশান্তি। কোনও বন্ধুর দ্বারা আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হলেও বদলির সম্ভাবনা আছে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিশেষ সাফল্যে গর্বিত হবেন। মীন : মানসিক চাপ এড়াতে ধর্মকর্মে মন দিন। নতুন বাড়ি-গাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২২ ভাদ্র, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৭ ভাদ, সংবৎ ৬ আশ্বিন বদি, ২০ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৬, অঃ ৫।৪২। শনিবার, ষষ্ঠী দিবা ১১।১৩। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ২।৫০। হর্ষণযোগ দিবা ৩।৫৪। বণিজকরণ দিবা ১১।১৩ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১০।২ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ২।৫০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ১১।১৩ গতে চতুষ্পাদদোষ, দিবা ২।৫০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১১।১৩ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি- ৬।৫৮ মধ্যে ও ১।৬ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৪।১০ গতে ৫।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।১০ মধ্যে ও ৩।৫৮ গতে ৫।২৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ২।৫০ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৩।৫৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ১১।২ গতে ১।১৫ মধ্যে মিথুনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ) বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট এবং সপ্তমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২৯ গতে ১২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৪ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

শচীনের স্কিল, কোহলির খিদে গিলের অনুপ্রেরণা ›› ১৩

এআই ভিডিওয় চর্চায় হীরাবেন
নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর মা প্রয়াত হীরাবেন মোদির আদলে তৈরি এআই ভিডিওকে কেন্দ্র করে চর্চা বিহারে। প্রদেশ কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেল থেকে শেয়ার হওয়া ভিডিওটি নিয়ে তর্জাও শুরু। ›› ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২৬°	৩২°	২৬°	৩২°	২৬°	৩১°	২৬°

রাধাকৃষ্ণানের শপথে হাজির ধনকর ›› ১১

২৭ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 13 September 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 117

বিসর্জনের আবহে পুজো মায়া টকিজ মাঠে

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১২ সেপ্টেম্বর : প্রায় ৫ দশকের পথচলা কি তাহলে এবারই শেষ হচ্ছে? এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে মায়া টকিজ হল্ট দুর্গাপুজো কমিটির সদস্যদের মনে। মায়া টকিজ ভবনের সামনের মাঠে প্রতিবছর সেই পুজোর আয়োজন করা হয়। এবার সেখানে সুইমিং পুল তৈরির কাজ শুরু হবে। তাহলে পুজোর কী হবে? হয়তো অন্য জায়গা খুঁজতে হবে। উদ্যোক্তারা সেব্যাপারে এখনও অবধি খুব একটা নিশ্চিত নন।

সেখানে সুইমিং পুল বানাবার সিদ্ধান্ত অবশ্য অনেক দিনের পুরোনো। কিন্তু সুইমিং পুল হলে যে পুজোর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে, সেকথা বোধহয় এতদিন কেউ তলিয়ে ভেবে দেখেননি। বৃহস্পতিবার থেকে মায়া টকিজ ভবন ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। একদিকে হাতুড়ির আঘাতে ভেঙে পড়ছে পুরোনো কাঠামো, আর সেইসঙ্গে মনখারাপ ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে এলাকায়। সেই ভবনের পাশেই প্রায় ৫৩ বছর ধরে দুর্গাপুজোর আয়োজন করছে মায়া টকিজ হল্ট দুর্গাপুজো কমিটি। এবছর মণ্ডপ হচ্ছে বটে, কিন্তু সকলেই বুঝছেন, এটাই শেষবার এই মাঠে দেবী দুর্গার আরাধনা। সুইমিং পুলের শিলান্যাস করার সময় থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল পুজো নিয়ে। পুজো কমিটির সম্পাদক সুজন রায় বললেন, 'আমরা সত্যিই অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলাম। তাই মণ্ডপের কাজ অনেক দেরিতে শুরু হয়েছে। এবছর তো হচ্ছে, কিন্তু আগামী বছর এখানে আর সম্ভব হবে না। বিকল্প জায়গা খুঁজতেই হবে।'

প্রাথমিকভাবে পুজো কমিটি সুকান্ত মঞ্চ সংলগ্ন একটি মাঠকে সম্ভাব্য নতুন ঠিকানা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মাঠটি হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঝামাঝি অবস্থিত। তবে সেখানেই পুজো করা যাবে কি না, তা নির্ভর করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসনের অনুমতির ওপর।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিশিষ্ট নাট্যকর্মী পরিতোষ সাহা ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত। তাঁর গলায় ঝরে পড়ল বিষণ্ণতা, 'আগামী বছর অন্য কোথাও পুজো হলে হবে। কিন্তু মায়া টকিজ মাঠের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে কতটা গভীর, সেটা বোঝানো কঠিন।'

এরপর বারোর পাতায়

আলো আঁধারিতে সাজছেন মৃন্ময়ী। শিল্পীর ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

সেপটিক ট্যাংকে পড়ে মৃত্যু শিশুর

খেলতে খেলতে দুর্ঘটনার কবলে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১২ সেপ্টেম্বর : নির্মীয়মাণ সেপটিক ট্যাংকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক শিশুর। শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার নর্থ পয়েন্ট সংলগ্ন মাঝেরডাবরি চা বাগানের দমনপুর ডিভিশনে। বছর তিনেকের সেই শিশুর নাম মিথ ওরাওঁ। খেলতে খেলতে সে ওই সেপটিক ট্যাংকে পড়ে যায়। পরে তার দেহ খুঁজে পেতে সহযোগিতা করে মিথেরই বন্ধু আরেক শিশু।

মিথের বাবা, মা, ঠাকুমা, ঠাকুরদা সবাই চা বাগানে কাজ করেন। এদিন সকালেও সকলে কাজ করতে চলে গিয়েছিলেন। মিথ নামের ওই শিশুটি তখন এক আত্মীয়ের কাছে ছিল। সেই আত্মীয়ের বাড়ি তাদের বাড়ি লাগোয়া। সেখানে সমবয়সি প্রতিবেশী আরেক শিশুর সঙ্গে খেলা করছিল মিথ। আর সেই সময় অসতর্কতাবশত এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে।

মিথের ঠাকুমা রমা ওরাওঁ বলেন, 'প্রতিদিন মিথকে এক আত্মীয়ার কাছে রেখে কাজে যাই আমরা। একটিমাত্র নাতি। সে যে এইভাবে চলে যাবে, তা মেনে নিতে পারছি না।'

পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, শিশুটির বাবা রাজ ওরাওঁ, ঠাকুমা রমা ওরাওঁ সহ মা ও ঠাকুরদা চা বাগানে কাজে যাওয়ার সময় শিশুটিকে ওই বয়স্ক আত্মীয়ার কাছে রেখে যান প্রতিদিনই। মিথ ছাড়াও আরও কয়েকজন শিশু একসঙ্গেই সেখানে খেলাধুলো করে। এদিন যখন সেই দুর্ঘটনা ঘটে তখন ওই আত্মীয়া ধরে নির্মীয়মাণ সেপটিক ট্যাংকের কাছে নিয়ে যায়। ট্যাংকটি অন্যদিন টিনের টুকরো দিয়ে ঢাকা থাকে। তবে এদিন ঢাকনাটি সরে গিয়েছিল। সেই ফাঁক দিয়েই মিথ পড়ে গিয়েছে বলে অনুমান। ট্যাংকের ভেতর কয়েক ফুট গভীরে জল জমে ছিল। শিশুটির কথামতো বড়রা সেপটিক ট্যাংকে

মৃত মিথ ওরাওঁয়ের বাড়ির সামনে প্রতিবেশীদের ভিড়। দমনপুরে।

আরেকটি শিশুকে সামলাচ্ছিলেন। আর মিথ প্রতিবেশী আরেক শিশুর সঙ্গে বাড়ির উঠোনে খেলছিল। একসময় দুজনে বাড়ির পিছনে সেপটিক ট্যাংকের কাছে চলে যায়। তখনই দুর্ঘটনা ঘটে। কিছুক্ষণ পরে প্রতিবেশী শিশুটিকে একা খেলতে দেখা যায়। কিন্তু মিথকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন প্রতিবেশী বড়রা খোঁজখবর শুরু করেন। মিথের সঙ্গী ওই শিশুটি তার বাবাকে হাত উঁকি দিতেই মিথকে জলে ভাসতে দেখা যায়। তড়িঘড়ি তাকে তোলার পর পরিবারের লোকজনকে ডাকা হয়। তারপর তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রেশমা ওরাওঁ বলেন, 'ঘটনার সময় বাড়ির লোকজন কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

এরপর বারোর পাতায়

চোরাপথে সীমান্ত পেরোতে গিয়ে দালালদের কুনজরে

ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচল কিশোরী

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : চোরাপথে সীমান্ত পার হতে গিয়ে দালালদের ধর্ষণের শিকার হওয়া থেকে কোনওমতে বাঁচল এক কিশোরী। চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালিয়ে সংলগ্ন একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে সে। ওই বাড়ির মালিক তাকে আশ্রয় দিলেও বিএসএফ এবং পুলিশকে খবর দেন। বিএসএফ এসে কিশোরীকে মানিকগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। ওই কিশোরী জানিয়েছে, তার পরিবার সহ ১০ জনকে সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল দালালদের। পুলিশ জানিয়েছে, কিশোরীর সঙ্গীদের এবং দুই দালালের খোঁজ চলছে। বৃহস্পতিবার রাতে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি জেলার নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন লালবাজারপাড়া এলাকায়।

ওই কিশোরী জানায়, তাদের পরিবার বহু বছর ধরে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে বসবাস করত। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় তার দিদা অসুস্থ। তাকে দেখতে যাওয়ার জন্য তার মা-বাবা সহ আরও কয়েকজন দালাল মারফত অবৈধভাবে বাংলাদেশে

এরপর বারোর পাতায়

মহিলার হাড় নিয়ে ভিড় বাসে, ধৃত ২

তন্ত্রসাধনার জন্য পাচার

জয়গাঁ, ১২ সেপ্টেম্বর : ভুটানে পাচারের তালিকায় নয়া সংযোজন মানুষের হাড়। বৃহস্পতিবার রাতে মানুষের হাড় সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে জয়গাঁ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রাকেশ প্রসাদ ও বিশালকুমার শাহ। তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার হাড় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে সেই হাড় নিয়ে আসা হয়েছিল জয়গাঁয়। তবে ভুটানে পাচারের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। গোপন সূত্রে খবর পায় পুলিশ। জয়গাঁর জিএসটি মোড় এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালীন এক যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে সেই ব্যাগ ভর্তি হাড় সহ দুজনকে আটক করে পুলিশ। এই পাচারচক্রে আরও কেউ জড়িয়ে রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পর্দা ফাঁস

- ধৃতরা উত্তরপ্রদেশ থেকে ট্রেনে চেপে বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছান
- তারপর শিলিগুড়ি থেকে জয়গাঁর বাস ধরেন
- তাঁদের সঙ্গে ব্যাগের মধ্যে মহিলার হাড় ছিল
- পুলিশের কাছে খবর ছিল, বন্যপ্রাণীর হাড় পাচার করা হচ্ছে
- তাই জিএসটি মোড়ে তারা নাকা চেকিং শুরু করে
- বাস থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই পর্দা ফাঁস

ঘটনার তদন্তে নেমে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। কেন ভুটানে সেই হাড় পাচার করা হচ্ছিল? প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান করা হচ্ছে, প্রতিবেশী দেশে তন্ত্রবিদ্যায় হাড় ব্যবহার করা হয়। তবে যে-সে হাড় হলে হবে না। হতে হবে মহিলার হাড়। সেদেশে তাই এমন হাড়ের দর ও কদর দুই-ই রয়েছে। একেকটি হাড়ের দাম পড়ে প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত রাকেশ জয়গাঁর বাসিন্দা। আর বিশাল হাসিমারার বাসিন্দা। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে আসল সত্য। ভুটানে তান্ত্রিক মতে পুজো করতে প্রয়োজন হয় মহিলার হাড়। বাজেয়াপ্ত করা হাড়গুলিও মহিলার বলে জানা গিয়েছে। ব্যাগে ক'টি হাড় রয়েছে তা অবশ্য জানায়নি পুলিশ। জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'আমরা তদন্ত করছি। আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না দেখা হচ্ছে।' শুক্রবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, ধৃতরা উত্তরপ্রদেশ থেকে ট্রেনে চেপে বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছান। তারপর শিলিগুড়ি থেকে জয়গাঁর বাস ধরেন। তাঁদের সঙ্গে ব্যাগের মধ্যে হাড় থাকলেও কারও কিছু সন্দেহ হয়নি। এদিকে, পুলিশের কাছে খবর ছিল ব্যাগ ভর্তি করে বন্যপ্রাণীর হাড় পাচার করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী জিএসটি মোড়ে তারা নাকা চেকিং শুরু করে। বাসটি থামিয়ে তল্লাশি চালাতে ব্যাগ সহ দুজনকে প্রথমে আটক করে পুলিশ। অনেক রাত অবধি চলে জিজ্ঞাসাবাদ। শুক্রবার ভোরে তাঁরা স্বীকার করেন ব্যাগে রয়েছে মানব হাড়। সেগুলি তাঁরা কোনও সমাধিস্থল থেকে কবর খুঁড়ে পেয়েছেন। পুরোনো হাড় বলেই হয়তো তা থেকে কোনও গন্ধ বের হয়নি।

ধৃতদের মধ্যে রাকেশের বাড়ি জয়গাঁ শহরের দাড়াগাঁও এলাকায়। এলাকায় গিয়ে লোকজনের সঙ্গে

এরপর বারোর পাতায়

মা আসছেন

১৫

দিন পর

নেপালে সংকটে উত্তরের শ্রমিকরা

নেপাল সীমান্তে মেচি সেতুতে আলিপুরদুয়ারের পরিযায়ী শ্রমিকরা।

কার্তিক দাস ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

খড়িবাড়ি ও তুফানগঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : কখনও ভিনরাজ্য, কখনও বিদেশ। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোগান্তির আর শেষ নেই। নেপালে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার আঁচে দগ্ধ হচ্ছেন সেই এরাজ্যের পরিযায়ীরাই। সেদেশের বিভিন্ন জায়গায় বর্তমানে আটকে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের পরিযায়ীরা। তাঁদের মধ্যে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বাসিন্দার সংখ্যা অনেক। কেউ দেশে ফিরতে পারছেন না নথি সংক্রান্ত সমস্যার জন্য। কেউ আবার গাড়ি পাচ্ছেন না বলে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমশ্রী অনুদানের টাকা পাওয়ার চক্করে অলিপুরদুয়ারের প্রায় ১৫০ জন পরিযায়ী আপাতত আটকে নেপালে। ধুলাবাড়ির একটি প্লাইউড কারখানায় কাজ করতেন তাঁরা। শ্রমশ্রীর টাকা পাওয়ার জন্য নেপালে কাজ করার প্রমাণ দিতে হবে। সেই শ্রম কার্ড বানানোর জন্য শ্রমিকরা সেই কারখানা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁদের আধার ও ভোটার কার্ড জমা দিয়েছিলেন নেপালের শ্রম দপ্তরের সরকারি অফিসে। তারপর সেই নথি আর ফেরত পাননি। পাবেন কী করে? অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্য নেপালে শুক্রবারও কার্ফিউ জারি রয়েছে। থমথমে নেপাল থেকে বাড়ি ফিরতে মরিয়া আতঙ্কিত পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে এখন নেই ভারতীয় পরিচয়পত্র। এদিন খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে এদেশে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন কয়েকজন।

এরপর বারোর পাতায়

সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

টেনিস বলে সোনার বিস্কুট

শুভদীপ চক্রবর্তী

৪১ লক্ষ টাকার চারটি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করল বিএসএফ।

চৌধুরীহাট, ১২ সেপ্টেম্বর : ফের দিনহাটা সীমান্তে টেনিস বল থেকে সোনার বিস্কুট উদ্ধার করল বিএসএফ। ১২ দিন আগে সীমান্ত এলাকায় ২১টি টেনিস বল থেকে ৪৩টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেছিল বিএসএফের ১৩৮ নম্বর ব্যাটালিয়ন। এবার দিনহাটার সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম থেকে বিএসএফ বাজেয়াপ্ত করল প্রায় ৪১ লক্ষ টাকার চারটি সোনার বিস্কুট। গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের বিএসএফের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, একটি টেনিস বল থেকে সোনার বিস্কুটগুলি উদ্ধার হয়েছে। সীমান্তে এই ঘটনার পরে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।

দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাটের জায়গির বালাবাড়ি এলাকা থেকে একটি টেনিস বল বাজেয়াপ্ত করে বিএসএফ। তার ভেতরে চারটি সোনার বিস্কুট ছিল, যার ওজন ৩৬৪.৭৫০ গ্রাম। বাজারমূল্য প্রায় ৪১ লক্ষ টাকা। ১২ দিন আগে চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে যে ৪৩টি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, তার মূল্য ছিল প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। তবে সীমান্ত এলাকা থেকে কখনও আমেরিকান ডলার, কখনও বিপুল পরিমাণ সোনা আবার কখনও মাদক উদ্ধার হওয়ায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিএসএফের ১৩৮ নম্বর ব্যাটালিয়ানের অধীনে সীমান্ত এলাকায় গত বুধবার কড়া নজরদারি চলাকালীন পাচারকারীরা টেনিস বলে করে ওপার থেকে এপারে সোনা পাচারের চেষ্টা করে। বিএসএফের সন্দেহ হতেই নজরদারি বাড়ানো হয়। এলাকার একটি ডোবার থেকে জলসেচ করে একটি টেনিস বল বাজেয়াপ্ত হয়। আর সেই বল তল্লাশি করতেই তার ভেতর থেকে চারটি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত হয়। তারপরে শুক্রবার সকালে বিএসএফের তরফ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সীমান্তে সোনা বাজেয়াপ্তর বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হয়।

দীর্ঘদিন ধরেই কোচবিহারকে করিডর করে আন্তর্জাতিক সোনা পাচারচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। সীমান্ত দিয়ে শুধু সোনা পাচারই নয়, কখনও সীমান্ত দিয়ে গোরু পাচার ও নানারকম মাদকদ্রব্য পাচার হয়ে থাকে। বিএসএফের অবশ্য নজরদারি যথেষ্ট থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব আটক করতে সক্ষম হচ্ছেন জওয়ানরা। ইতিমধ্যেই উদ্ধার হওয়ার সোনার বিস্কুটগুলিকে বিএসএফের তরফ থেকে কাস্টমস আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

যা ঘটেছে

- দিনহাটা-২ ব্লকে চৌধুরীহাটের জায়গির বালাবাড়ি এলাকা থেকে একটি টেনিস বল বাজেয়াপ্ত করে বিএসএফ
- টেনিস বলের ভিতরে ছিল ৪টি সোনার বিস্কুট
- ১২ দিন আগে সীমান্ত এলাকায় ২১টি টেনিস বল থেকে ৪৩টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেছিল বিএসএফের ১৩৮ নম্বর ব্যাটালিয়ন

কোচবিহারকে করিডর করে চলছে আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাজ্য স্তরের পাচারচক্র। কখনও সোনা, কখনও বিদেশি মুদ্রা কিংবা গোরু এমনকি মাদক সহ বিভিন্ন সামগ্রী আন্তর্জাতিক স্তরে পাচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে কোচবিহারকে। এর আগেও চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিকরি সীমান্ত থেকে গত ১ জানুয়ারি ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮০০ মার্কিন ডলার ও ১ লক্ষ বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার হয়েছিল। সেই সময়ও পাচারকারীদের ধরা যায়নি।

সীমান্ত ভুলে মাতৃ আরাধনায় গোলাপাড়া

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে যেন এক অদ্ভুত পৃথিবী। মেখলিগঞ্জ শহর থেকে আট কিলোমিটার দূরের গোলাপাড়া গ্রামে ঢুকলে বোঝা যায়, সীমান্ত মানে শুধু ভৌগোলিক বিভাজন নয়, মানুষের বেঁচে থাকার গল্পও। সানিয়াজান নদীর সেতুর দুই পাশে টানা কাঁটাতার। তার ভিতর দিয়ে প্রবেশপথ। সেতু পার হলে ছোট্ট এক বৃত্তাকার গ্রামের চারদিকে কাঁটাতারের বাঁধন। ওপারে বাংলাদেশ, এপারে ভারত। দিনের আলোয় শান্ত। রাত নামলে গম্ভীর নির্জনতা।

একসময় শরৎকাল মানে এখানে নিস্তব্ধতা ছিল। পুজোর কোলাহল, মেলার রঙিন আলো অন্য গ্রামের গল্প ছিল। কিন্তু আট বছর আগে গ্রামের মানুষের উদ্যোগে

এল এল পুজো এল

এখানে দুর্গাপুজো শুরু হয়। এবছর সেই পুজো অষ্টম বর্ষে পৌঁছেছে। সরকারি অনুদান না মিললেও গ্রামবাসীর মনোবল কমেনি। পঞ্চায়েত সদস্য রঞ্জন রায়ের কথায়, 'এই পুজো একতার প্রতীক। আমরা একসঙ্গে আছি বলেই সীমান্তের এই গ্রাম মাতৃ আরাধনায় মেতে উঠেছে।'

এখন গ্রামে উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। পুজো কমিটির সম্পাদক বিকাশ রায় বলেন, 'অষ্টম বর্ষে সবকিছু নতুন করে সাজাচ্ছি। বাজেট প্রায় দুই লক্ষ টাকা। আমাদের চাঁদা তোলা শেষ।' কাঁটাতারের নিয়ম কিছুটা হলেও পুজোর ক'টা দিন শিথিল হয়। সাধারণত রাত নামলে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পুজোর সময় বিএসএফ সেই অনুমতি দেয়। তাই আলো ঝলমলে গোলাপাড়ার প্যান্ডেল দেখতে দূরদূরান্তের মানুষ ছুটে আসেন।

স্থানীয় গৃহবধূ মনলতা রায়ের বক্তব্য, 'আগে পুজোর সময় গ্রামটা নির্জন দ্বীপের মতো মনে হত। এখন ক'টা দিন আনন্দ উৎসবে মন ভরে যায়।'

বর্ষণমুখর সকালে রুজির টানে। শুক্রবার মাথাভাঙ্গা শহরের শীতলকুচি রোডে। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

আবেগ ছোঁয়ার চেষ্টা উদয়নের

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১২ সেপ্টেম্বর : গত নির্বাচনগুলিতে শহরবাসীর ভোট না পাওয়ার আক্ষেপ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর কথায় ফের প্রকাশ পেল। শুক্রবার দিনহাটার পাঁচমাথার মোড়ে একটি বিধানসভাভিত্তিক সভা হয়। সেখানে উদয়ন বলেন, 'তৃণমূল শুধু ভোটের সময় বিপদে-আপদে দাঁড়ায় না। তার প্রমাণ শহরের একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ।' এভাবে এদিন বাঙালি বিদ্বেষ, এসআইআর সহ একাধিক ইস্যুকে সামনে রেখে সভা থেকে উদয়ন শহরবাসীর আবেগ ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন।

পূর্ব ঘোষণামতো এদিন দিনহাটা পাঁচমাথার মোড়ে বাঙালি বিদ্বেষ সহ ভোট চুরির মতো বিষয়কে সামনে রেখে তৃণমূল দিনহাটা বিধানসভাভিত্তিক সভার ডাক দেয়। এদিন সেখানে উদয়ন ছাড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী, ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী ও শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিন বক্তাদের অধিকাংশ বিজেপির বাঙালি বিদ্বেষ নিয়ে কথা বলেন। উদয়নের বক্তব্যের নিশানায় অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছিলেন। তাঁর কথায়, 'আগে মোদি ভোট কারচুপি করতেন। এখন সরাসরি ভোট চুরি করছেন। তিনি একজন বাঙালি বিদ্বেষী। সেজন্য বিজেপ শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিরা আক্রান্ত হচ্ছেন। আসলে আমরা ভোটে বিশ্বাসী নই। তাই শহরে একের পর এক নির্বাচনে হেরেও উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখেছি। এবার শহরবাসী ভেবে দেখবেন তাঁরা কাকে চায়।'

তবে উদয়ন যে কৌশলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে শহরবাসীর কাছে মানবিক আবেদন রাখলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যদিও বিজেপি কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদক অজয় রায়ের কটাক্ষ, মন্ত্রী উদয়নের গ্রহণযোগ্যতা নেই। সেকারণে তিনি বারবার শহরে পরাজিত হন। তাঁর কথায়, 'শহরবাসী কাকে বেছে নেবেন এটা ওঁকে ঠিক করে দিতে হবে না। কারণ শহরবাসী অনেক বিচক্ষণ। তার প্রমাণ তৃণমূল একাধিকবার পেয়েছে।'

এদিকে, এদিনের সভাকে কেন্দ্র করে জেলা সিপিএম নেতৃত্ব প্রশ্ন তুলেছে। তাদের দাবি, গত ১ সেপ্টেম্বর মহকুমা শাসকের করণের একটি নোটিশে উচ্চগ্রামে মাইক বাজানো নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়। তারপরে কীভাবে এদিন উচ্চগ্রামে মাইক বাজানো হল? পালটা যুক্তি দিয়ে উদয়নের বক্তব্য, 'এবারের পরীক্ষায় মাইক ব্যবহার নিয়ে কোনও নোটিশ আমরা পাইনি। তাছাড়া এদিন যেখানে সভা হয়েছে সেটি ব্যবসায়িক এলাকা। এখানে জনবসতি নেই বললেই চলে। সুতরাং কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।' এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক বিজয় গিরিকে ফোন ও মেসেজ করা হলেও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

রাতে অপরিচিত মহিলার বাড়িতে থাকার আবদার

শামুকতলা, ১২ সেপ্টেম্বর : রাতবিরেতে এ যেন এক আজব আবদার। শামুকতলা থানার গারোখুটা গ্রামে একা থাকা এক মহিলার বাড়িতে রাতে থাকতে চেয়ে জেদ ধরেন এক অপরিচিত ব্যক্তি। আর এতেই বৃহস্পতিবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। ওই বাড়ির মালিক এক আদিবাসী মহিলা। তিনি স্বাভাবিকভাবেই ওই অপরিচিত লোকটিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু কোনওভাবেই তিনি ওই মহিলার কথা মানতে চাননি। অবশেষে আসরে নামে শামুকতলা থানার পুলিশ। রাতে থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে ধরে থানায় নিয়ে আসে।

গারোখুটা

পরে অবশ্য ওই ব্যক্তি পুলিশের জেরায় জানিয়েছেন, প্রায় ১০ বছর আগে নাকি তিনি ওই বাড়িতে কাজ করতেন। কিন্তু এখন যে মহিলা বাড়িতে রয়েছেন, তিনি তাঁকে চেনেন না। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে এবিষয়ে বলেন, 'বাড়ির মহিলাটি নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় থানায় ফোন করেছিলেন। আমরা বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা নাগাদ গ্রামে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসি। তবে এই নিয়ে ওই মহিলা আর কোনও লিখিত অভিযোগ করতে রাজি হননি। তাই ব্যক্তিগত জামিনে ওই ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

ছেলেকে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার বাবা

কালচিনি, ১২ সেপ্টেম্বর : কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানের ভাদুলাইনের বাসিন্দা দিওয়াস কাচ্ছপের ছুরির আঘাতে মৃত্যুর ঘটনায় দিওয়াসের বাবা মঙ্গল কাচ্ছপকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার সকালে কালচিনি থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। বৃহস্পতিবার ঘটনার পরই অভিযুক্ত বাবাকে আটক করা হয়েছিল। শুক্রবার মৃত তরুণের দাদা সুরজ কাচ্ছপ থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই মঙ্গলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত তাঁর ছেলেকে খুনের অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে।

অভিযুক্ত জানিয়েছেন, ছেলের সঙ্গে বচসা বাধলে রাগের বশে ঘরে রাখা ছুরি দিয়ে তিনি ছেলেকে গুঁতো মেরেছিলেন। তবে ছুরিটা ছেলের বুকে ঢুকে যায়।

এই নিয়ে কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা জানিয়েছেন, ধৃতকে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার কোর্টে তোলা হয়েছে। অভিযুক্তকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। খুনের অস্ত্রটি অভিযুক্তের সঙ্গে কথা বলে উদ্ধার করা হবে।

উদ্ধার ২ নাবালক

ঘোকসাডাঙ্গা, ১২ সেপ্টেম্বর : বাড়িতে বাবার বকুনি খেয়ে রাগ করে আরেক ভাইকে নিয়ে বাড়ি থেকে অসম চলে যায় দুই নাবালক। শুক্রবার নিখোঁজ দুই নাবালককে উদ্ধার করে চাইল্ডলাইনের হাতে তুলে দিল ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ।

মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটাকামারি এলাকার কালীপদ রায়ের তেরো বছরের ছেলে অঙ্কুশ। তাকে তার বাবা বকুনি দেন। এরপর সে তার মাসতুতো এগারো বছরের ভাই চম্পক ভৌমিককে সঙ্গে নিয়ে বুধবার বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। দুই পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়স্বজন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিয়েও কোনও সন্ধান পাননি। বৃহস্পতিবার গোটা ঘটনা জানিয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পরই বিভিন্ন থানায় যোগাযোগ শুরু করে। এরপর শুক্রবার, দুই নাবালকের মধ্যে একজনকে নিউ কোচবিহার রেলস্টেশন থেকে ও অপরজনকে নীলকুঠি-বাবুরহাট এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। তারা পুলিশকে জানায় যে, তারা রাগ করে প্রথমে ঘোকসাডাঙ্গা রেলস্টেশনে আসে। সেখান থেকে তারা নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে যায়। সেখান থেকে তারা তিনসুকিয়া যাবে বলে ট্রেনে উঠলেও আবার সেই রাতেই ট্রেনে করে নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে ফিরে আসে। তাদের এভাবে রেলস্টেশনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে রেল পুলিশ সহ অনেকের সন্দেহ হওয়ায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তারই মাঝে একজন সেখান থেকে পালিয়ে যায়। একজনকে আটক করে খবর দেওয়া হয় ঘোকসাডাঙ্গা থানায়। খবর পেয়ে এই কেসের তদন্তকারী অফিসার এএসআই সুদীপ্ত রায় নিউ কোচবিহার স্টেশনে গিয়ে অঙ্কুশকে উদ্ধার করেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চম্পককে নীলকুঠি-বাবুরহাট এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়।

> অসম যাওয়ার পর ভয় লাগছিল। আবার সেই রাতেই আমরা নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে ফিরে আসি।
>
> **অঙ্কুশ রায়**

অঙ্কুশ জানায়, বাবা বকায় সে রাগ করে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। অঙ্কুশ বলে, 'অসম যাওয়ার পর ভয় লাগছিল। আবার সেই রাতেই আমরা নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে ফিরে আসি।'

এ ব্যাপারে পুলিশ জানিয়েছে, এদিন নিয়ম মেনে উদ্ধার হওয়া অঙ্কুশ ও চম্পককে চাইল্ডলাইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অঙ্কুশ ও চম্পককে খুঁজে পাওয়ায় খুশি দুই পরিবারই।

চাঁদা আদায়ে জুলুম, আটক

শামুকতলা, ১২ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে খাপসাডাঙ্গায় একটি মুরগির গাড়ি আটকে কীর্তনের জন্য মোটা টাকার চাঁদা আদায়ে জুলুমবাজি করেন দুই ব্যক্তি। মুরগির গাড়ির চালক বিনোদ দাস এই জুলুমবাজির জন্য শামুকতলা থানায় অভিযোগ জানান। এদিন গভীর রাতে পুলিশ শামুকতলা থানার খাপসাডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালিয়ে একজনকে ধরে থানায় নিয়ে আসে। অপরজন পালিয়ে যান। তবে ওই গাড়ির চালক লিখিত অভিযোগ জানাতে রাজি হননি। তাই কাউকে গ্রেপ্তারও করা হয়নি।

বিনোদ বলেন, 'আমার গাড়ি আটকে তিন হাজার টাকা চাঁদা চাওয়া হয়। আমি দিতে রাজি না হলে আমার গাড়ি আটকে দেয়। এরপরই আমি পুলিশকে খবর দিই। কিন্তু চাঁদা আদায়কারী আর এই ধরনের কাজ করবে না বলে আমাকে জানান এবং আমি যাতে লিখিত অভিযোগ না জানাই তার জন্য কান্নাকাটি শুরু করেন। তাই আমি আর লিখিত অভিযোগ করিনি।'

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানিয়েছেন, চাঁদার জুলুমবাজি কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না। প্রত্যেকটা পুজো কমিটিকে এব্যাপারে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরে কোথাও চাঁদার জুলুমবাজি হলে সেই পুজো কমিটির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। তাদের সরকারি অনুদানও বন্ধ হতে পারে। এদিন ধৃত চাঁদা আদায়কারী আর এভাবে চাঁদা তুলবেন না বলে হলফনামা দেওয়ার পর তাঁকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

পুজো সামনে আসতে না আসতেই বিভিন্ন কারণে বেড়ে চলেছে চাঁদা আদায়কারীদের দৌরাত্ম্য। এবিষয়ে অভিযোগ পেলেই কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী।

ইভটিজিং

ঘোকসাডাঙ্গা, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার পরীক্ষা দিয়ে আসা এক ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে এক তরুণকে আটক করল ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ঘোকসাডাঙ্গা বিকেডি গার্লস স্কুলের ওই ছাত্রীকে স্কুলের আসার পথে উত্ত্যক্ত করে এক তরুণ। এর আগেও ওই তরুণ উত্ত্যক্ত করেছে বলে অভিযোগ। পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে নিয়ম মেনে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বক্সায় বেচারাম

আলিপুরদুয়ার, ১২ সেপ্টেম্বর : শনিবার বক্সাদুয়ারে সরকারি অনুষ্ঠানে আসবেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রথমে সান্তালাবাড়িতে মন্ত্রী প্লাস্টিকমুক্ত অভিযানে শামিল হবেন। সেখানে বক্সা পাহাড়ের চাষবাস, চাষিদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন তিনি। পরে মন্ত্রী বক্সা ফোর্ট পর্যন্ত যেতে পারেন বলে জানানো হয়েছে।

সাধারণ সভা

মেখলিগঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর : মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি শহরে শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সভা হয়। এদিন মেখলিগঞ্জ কথা ও গান সাংস্কৃতিক ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী।

পরনের সুতোয় সুবাস

শুধুই কি আর শিউলি ও ধূপধুনোর সুবাস মেখে পুজো আসে? আগমনীর বাতাস তো নতুন পোশাকেরও গন্ধ মাখা। হাটে কিংবা বড় দোকানে শত শত শাড়ির ভিড়ে পছন্দেরটা বেছে নেওয়ার আনন্দ ও গন্ধ একরকম। আবার শপিং মলের সুদৃশ্য ট্রায়াল রুমে শখের জামা বা কুর্তি পরে দেখার সময় অনেক ধরনের গন্ধ নাকে ধাক্কা মারে। আজকাল অনলাইন কেনাকাটার ধাক্কায় নতুন পোশাকের গন্ধ কি আর তেমনভাবে ভিন্ন অনুভূতি জাগায়? তিন লেখকের উপলব্ধি সাজানো রইল।

প্রচ্ছদ কাহিনী রণজিৎ দেব, অনিন্দিতা গুপ্ত রায় ও অগ্রদীপ দত্ত
ছোটগল্প সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
ট্রাভেল ব্লগ শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী
কবিতা বিপুল আচার্য, গণেশচন্দ্র রায়, প্রশান্ত দেবনাথ, সুলগ্না বাগচী, উজ্জ্বল আচার্য, বিভা দাস ও আশিস সরকার

নতুন রেল সেবার প্রবর্তন

রেল নং. ২৬৩০২/২৬৩০১ দানাপুর-যোগবানী-দানাপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন) এবং রেল নং. ১৫৭০১/১৫৭০২ কাটিহার-শিলিগুড়ি জংশন-কাটিহার এক্সপ্রেস (দৈনিক) এর নিয়মিত সেবা প্রবর্তন করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং

আগামী ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) এ আনুমানিক ১৫.৩০ ঘণ্টায় রেল নং. ০২৬৩১ ফরবেসগঞ্জ-দানাপুর বন্দে ভারত উদ্বোধনী বিশেষ, যোগবানী রেলওয়ে স্টেশন থেকে আগামী ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) এ আনুমানিক ১৫.৩০ ঘণ্টায় রেল নং. ০৬৬০২ যোগবানী-ইরোড অমৃত ভারত উদ্বোধনী বিশেষ (ওয়ান ওয়ে) এবং আরারিয়া কোর্ট রেলওয়ে স্টেশন থেকে আগামী ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) এ আনুমানিক ১৫.৩০ ঘণ্টায় রেল নং. ০৫৭০১ আরারিয়া কোর্ট-শিলিগুড়ি জংশন উদ্বোধনী বিশেষ রেলের শুভারম্ভ করা হবে। এই উদ্বোধনী বিশেষ এবং নিয়মিত রেলসেবা সমূহের সময়সূচী এবং স্টপেজ নিম্ন অনুসারে দেওয়া হল:

উদ্বোধনী চলাচল

০২৬৩১ ফরবেসগঞ্জ-দানাপুর বন্দে ভারত উদ্বোধনী বিশেষ		উদ্বোধনী চলাচলের তারিখ: ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) ফরবেসগঞ্জ থেকে
স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
ফরবেসগঞ্জ	—	১৫.৩০
আরারিয়া কোর্ট	১৫.৫৫	১৫.৫৭
পূর্ণিয়া জংশন (রিভারসেল)	১৬.৫০	১৭.০০
সহরসা (রিভারসেল)	১৮.২০	১৮.৩০
দানাপুর	২৩.৪০	—

গঠন: বন্দে ভারত রেক = ৮ কার।
অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহ: বনমাখি, দৌরাম মাধেপুরা, খগড়িয়া, সলৌনা, হাসানপুর রোড, সমস্তিপুর, মুজাফফরপুর এবং হাজীপুর।

নিয়মিত সেবা

রেল নং. ২৬৩০২ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস দানাপুর থেকে ১৭-০৯-২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া (মঙ্গলবার ছাড়া)
রেল নং. ২৬৩০১ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যোগবানী থেকে ১৮-০৯-২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া (বুধবার ছাড়া)

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	১৭.১০	দানাপুর	১১.৩০	—
২১.০০	২১.০২	খগড়িয়া	০৭.১৩	০৭.১৫
২৩.৪০	২৩.৫০	পূর্ণিয়া জংশন (রিভারসেল)	০৪.৫০	০৫.০০
০০.১৮	০০.২০	আরারিয়া কোর্ট	০৪.০০	০৪.০২
০০.৪৮	০০.৫০	ফরবেসগঞ্জ	০৩.৩৫	০৩.৩৭
০১.২০	—	যোগবানী	—	০৩.২৫

গঠন: গঠন: বন্দে ভারত রেক = ৮ কার।।
অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহ: হাজীপুর, মুজাফফরপুর, সমস্তীপুর, হাসানপুর রোড, সলৌনা, সহরসা (রিভারসেল), দৌরাম মাধেপুরা, বানমাখি।

উদ্বোধনী চলাচল

০৬৬০২ যোগবানী - ইরোড অমৃত ভারত উদ্বোধনী বিশেষ			
স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
যোগবানী	—	১৫.৩০	১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার)
ফরবেসগঞ্জ	১৫.৪৪	১৫.৪৬	
আরারিয়া কোর্ট	১৬.০৯	১৬.১১	
পূর্ণিয়া	১৬.৪৫	১৬.৪৭	
কাটিহার	১৭.৪০	১৭.৫০	
বারাউনি	২১.৩০	২১.৪০	
বক্সার	০২.৩১	০২.৩৩	১৬-০৯-২০২৫ (মঙ্গলবার)
জব্বলপুর	১৭.৪৫	১৭.৫৫	
ইরোড	০৭.২০	—	১৮-০৯-২০২৫ (বৃহস্পতিবার)

গঠন: শ্লীপার শ্রেণী- (আট), দ্বিতীয় শ্রেণী (নন এসি) - (এগারোটি), হট বাফেট কার (একটি), এলএসএলআরডি (দুটি) = ২২ টি কোচ।
অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহ: নবগাছিয়া, মানসি, খগড়িয়া, বেগুসরায়, শাহপুর পাটোরী, হাজীপুর, সোনপুর, পাটলিপুত্র, দানাপুর, আরা, রঘুনাথপুর, পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়, চুনার, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগরাজ চিউকি, জাসরা, দাভৌরা, মানিকপুর, সাতনা, মাইহার, কাটনি, গদারওয়ারা, পিপারিয়া, ইটার্সি, জুন্নারপুর, ঘোরাডোংরি, বেতুল, নাগপুর, সেবাগ্রাম, চন্দ্রপুর, বালহারশাহ, মঞ্চেরিয়াল, ওয়ারাংগল, খাম্মাম, বিজয়ওয়াড়া, ওংগোল, গুদুর, নায়ুদুপেটা, পেরাম্বুর, আরাক্কোনাম, কটপাডি, জোলারপেট্টাই জং., সালেম।

উদ্বোধনী চলাচল

০৫৭০১ আরারিয়া কোর্ট- শিলিগুড়ি জংশন উদ্বোধনী বিশেষ		উদ্বোধনী চলাচলের তারিখ: ১৫-০৯-২০২৫ (সোমবার) আরারিয়া কোর্ট থেকে
স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
আরারিয়া কোর্ট	—	১৫.৩০
রহমতপুর	১৫.৩৮	১৫.৪০
বাঁসবাড়ি হল্ট	১৫.৪৯	১৫.৫০
খাওয়াসপুর	১৫.৫৮	১৬.০০
লক্ষ্মীপুর	১৬.১০	১৬.১২
বরধা হল্ট	১৬.২৪	১৬.২৫
কালিয়াগঞ্জ	১৬.৩৫	১৬.৩৭
তেরাগাছ	১৬.৪৮	১৬.৪৯
বিবিগঞ্জ	১৬.৫৮	১৭.০০
তুলসিয়া হল্ট	১৭.১০	১৭.১১
পাওয়াখালি	১৭.২৫	১৭.২৭
কাদোগাঁও হল্ট	১৭.৩৮	১৭.৩৯
ভোগডর হাল্ট	১৭.৫০	১৭.৫১
ঠাকুরগঞ্জ	১৮.০৫	১৮.০৭
গলগলিয়া	১৮.২৪	১৮.২৫
নক্সালবাড়ি	১৮.৪৮	১৮.৫০
বাগডোগরা	১৯.১০	১৯.১২
শিলিগুড়ি জংশন	১৯.৪৫	—

গঠন: দ্বিতীয় শ্রেণী (নন এসি) - (আট), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনেরেটর কার (একটি), এলএসএলআরডি- (একটি) = ১০ এলএইচবি কোচ

নিয়মিত সেবা

রেল নং. ১৫৭০১ কাটিহার থেকে ১৭-০৯-২০২৫ তারিখে (দৈনিক)
রেল নং. ১৫৭০২ শিলিগুড়ি জংশন থেকে ১৬-০৯-২০২৫ তারিখে (দৈনিক)

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	০৫.০০	কাটিহার জংশন	১৮.০৫	—
০৫.২৫	০৫.২৭	পূর্ণিয়া জংশন	১৭.০০	১৭.০২
০৫.৩৫	০৫.৩৭	কাসবা	১৬.৪৬	১৬.৪৮
০৫.৪৮	০৫.৫০	জালালগড়	১৬.৩৩	১৬.৩৫
০৬.১০	০৬.১২	আরারিয়া কোর্ট	১৬.১২	১৬.১৪
০৬.১৮	০৬.২০	রহমতপুর	১৬.০২	১৬.০৪
০৬.২৯	০৬.৩০	বাঁসবাড়ি হল্ট	১৫.৫২	১৫.৫৩
০৬.৩৮	০৬.৪০	খাওয়াসপুর	১৫.৪২	১৫.৪৪
০৬.৫০	০৬.৫২	লক্ষ্মীপুর	১৫.৩০	১৫.৩২
০৭.০৩	০৭.০৪	বরধা হল্ট	১৫.১৮	১৫.১৯
০৭.১৩	০৭.১৫	কালিয়াগঞ্জ	১৫.০৬	১৫.০৮
০৭.২৫	০৭.২৬	তেরাগাছি	১৪.৫৫	১৪.৫৬
০৭.৩৫	০৭.৩৭	বিবিগঞ্জ	১৪.৪৪	১৪.৪৬
০৭.৪৬	০৭.৪৭	তুলসিয়া হল্ট	১৪.৩৩	১৪.৩৪
০৭.৫৮	০৮.০০	পাওয়াখালি	১৪.১৮	১৪.২০
০৮.০৯	০৮.১০	কাদোগাঁও হল্ট	১৪.০৮	১৪.০৯
০৮.১৯	০৮.২০	ভোগডর হল্ট	১৩.৫৮	১৩.৫৯
০৮.২৬	০৮.২৮	ঠাকুরগঞ্জ	১৩.৫০	১৩.৫২
০৮.৪০	০৮.৪১	গলগলিয়া	১৩.৩৭	১৩.৩৮
০৯.০০	০৯.০২	নক্সালবাড়ি	১৩.১৪	১৩.১৬
০৯.২০	০৯.২২	বাগডোগরা	১২.৫৯	১৩.০১
১০.১৫	—	শিলিগুড়ি জংশন	—	১২.৪৫

গঠন: দ্বিতীয় শ্রেণী (নন এসি) - (আট), ব্রেক লাগেজ কাম জেনেরেটর কার (একটি), এলএসএলআরডি (একটি) = ১০ টি এলএইচবি কোচ।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

পুজো এসেছে আবার আমিই শোস্টপার
শোস্টপার কালেকশন
₹149 থেকে শুরু
STYLE BAAZAR
পুজোর সেরা সাজ
PRIORITY
₹299-এ
ডাফেল ব্যাগ
₹2499 শপিং করলেই
MRP 1499
cello 14 pcs
₹399-এ
ডিনার সেট
₹4999 শপিং করলেই
MRP 1899
65 cm
₹499-এ
হার্ড ট্রলি
₹7999 শপিং করলেই
MRP 6999
65 cm
₹199-এ
হার্ড ট্রলি
₹9999 শপিং করলেই
MRP 6999
Brands Available
FOR MEN
square up CASUAL WEAR
WALSEY
KIRTLE
FOR LADIES
Awaya ETHNIC WEAR
Miss 19 CLOTHING
MISS DESI
FOR KIDS
Miss12
dozo
FOR HOME
HOME FOCUS
CELEBRATING 250 STORES
মেনস্‌ওয়্যার | লেডিসওয়্যার | কিডস্‌ওয়্যার | হোমনিডস | বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244
*শর্তাবলী প্রযোজ্য। ছবি আসল প্রোডাক্টের থেকে আলাদা হতে পারে।
5% EXTRA CASHBACK
SBI card
#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Cashback: ₹750 per card account; Validity: 15 Aug - 02 Oct 2025. T&C Apply.
আজ শুভ উদ্বোধন মালদা-এ সুকান্ত মোড়ে (দ্বিতীয় স্টোর) | শীঘ্রই আসছি বাখরাহাট-এ | আমরা এখন গুসকরাতে (গ্রহরাজ মন্দিরের বিপরীতে)
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার | ইসলামপুর | কালিয়াচক | কোচবিহার | গাজোল | চাঁচল | জলপাইগুড়ি | তুফানগঞ্জ | দিনহাটা | ধূপগুড়ী | পাকুয়াহাট | বালুরঘাট | মালবাজার | মালদা | রায়গঞ্জ (দেহশ্রী মোড় · বিধাননগর মোড়) | রতুয়া
শিলিগুড়ী দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা | আরামবাগ | ইলামবাজার | উলুবেড়িয়া | এগরা | করিমপুর | কৃষ্ণনগর | কাটোয়া | কাঁথি | কাঁচরাপাড়া | কাকদ্বীপ | কলকাতা (অ্যাক্রিস মল · গড়িয়াহাট · বাগুইআটি · বেহালা ·
মেটিয়াবুরুজ · মেট্রো সিনেমা হল · লিন্ডসে স্ট্রিট · ঠাকুরপুকুর · হাতিবাগান) | খড়গপুর | চাকদহ | চুঁচুড়া | ডানকুনি | ডোমকল | দুর্গাপুর | ধুলিয়ান | নলহাটী | নৈহাটী | পান্ডুয়া | বোলপুর | বহরমপুর | বাঁকুড়া | ব্যারাকপুর
বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে · কুলপি রোড, শিবানী পীঠ) | বসিরহাট | বনগাঁও | বাগনান | বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার · পারকাস রোড মোড়) | বেলুড় (রঙ্গোলি মল) | বরানগর | মেমারী | মালঞ্চ | রঘুনাথগঞ্জ
রামপুরহাট | রানাঘাট | রামরাজাতলা | শ্রীরামপুর | সোদপুর | সালকিয়া | সিঙ্গুর | সাঁতরাগাছি | সিউড়ী | হাবড়া | হাওড়া ময়দান (545, জি. টি. রোড, হিন্দ অ্যাপার্টমেন্ট মার্কেটের পাশে · 545/1, জি. টি. রোড)

বোনাস নিয়ে তোলপাড় চা বলয়

নাগরাকাটা ও বানারহাট, ১২ সেপ্টেম্বর : এ যেন সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। সাততাড়াতাড়ি রাজ্য সরকার বোনাস নিয়ে অ্যাডভাইজারি দেওয়ার পর আশা করা হয়েছিল চা বাগানে বোনাস নিয়ে এবছর হয়তো আর কোনওরকম জটিলতা তৈরি হবে না। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিয়ে পুজোর দিনক্ষণ এগিয়ে আসতে না আসতেই আবার অসন্তোষের কালো মেঘ ঢাকছে চা বলয়কে। কোথাও টানা পথ অবরোধ। কোথাও আবার কাজকর্ম ফেলে কয়েক ঘণ্টার গেট মিটিং। রয়েছে কাজে যোগ না দিয়ে প্রতিবাদে শামিল হওয়ার ঘটনাও। কম হারে বোনাস দিতে চাওয়ার ইস্যুকে কেন্দ্র করে শ্রমিক বিক্ষোভে শুক্রবার উত্তাল হয়ে উঠল ডুয়ার্সের নানা বাগান।

৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দিতে ইচ্ছুক বানারহাটের চামুর্চি চা বাগানের পরিচালকরা বৃহস্পতিবার রাতে বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। শুক্রবার সেখানে কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। এরপরই ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা পায়ে হেঁটে চামুর্চি-আমবাড়ি মোড়ে এসে ভারত-ভুটান সার্ক রোড টানা ৮ ঘণ্টা ধরে অবরোধ করে রাখেন। ওই একই হারে বোনাস দিতে চাওয়াকে কেন্দ্র করে নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চা বাগানের শ্রমিকরা ঘণ্টা তিনেক গেট মিটিংয়ে শামিল হন। প্রতি ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের দাবি, অ্যাডভাইজারি মেনে ২০ শতাংশ হারেই বোনাস দিতে হবে।

অন্যদিকে, বকেয়া মজুরিকে কেন্দ্র করে বানারহাটের রেড ব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগর চা বাগানের শ্রমিকরাও এদিন লাগোয়া জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখেন। সকাল

৮টা থেকে চলা ওই অবরোধ দুপুর ৩টে নাগাদ তুলে নেওয়া হয়। এর জেরে জাতীয় সড়কে আটকে পড়ে অজস্র যানবাহন। স্পেনের বার্সিলোনার একটি পর্যটক পরিবারও অবরোধের কারণে সমস্যায় পড়ে। তারা আবার হাসিমুখে অবরোধকারীদের সঙ্গে রাস্তায় বসে পড়ে।

শ্রম দপ্তর জানিয়েছে, ১৩ সেপ্টেম্বর চামুর্চির পরিচালকদের নিয়ে আলাদা করে ও ১৬ সেপ্টেম্বর শ্রমিক-মালিক সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে। অন্যদিকে, রেডব্যাংক নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। বানারহাটের বিডিও নিরঞ্জন বর্মন বলেন, 'রেডব্যাংক চা বাগানে শনিবার থেকে ত্রাণ হিসেবে চাল দেওয়া হবে।'

পুজোর মুখে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চামুর্চি চা বাগানে দুর্দশায় পড়েছে ১০৭৪টি পরিবার। মালিকপক্ষের সংগঠন আইটিপিএ-র উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বাগান বন্ধের পিছনে সেই বোনাস ইস্যুর কথাই বলেছেন। এদিকে, রেডব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগরের পরিচালকরা বৃহস্পতিবার রাতে চলে গিয়েছেন। এদিন সকাল থেকে দুটি বাগানের শ্রমিকরাই ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বসে পড়েন। বানারহাটের বিডিও ও ধূপগুড়ির এসডিপিও গিয়ালসন লেপচা এসে তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন।

অন্যদিকে, কেন্দ্রের ভারী শিল্পমন্ত্রকের অধীনস্থ অ্যান্ড্রিউ ইউলের বানারহাট চা বাগানের শ্রমিকরা এদিন এক কিস্তিতে ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে এদিন কাজেই যাননি। প্রায় আধ ঘণ্টা সার্ক রোড অবরোধ করে তাঁরা ফিরে যান। বোনাসে ছাড় চেয়ে এদিন ফের শ্রম দপ্তরকে চিঠি দিয়েছে মালবাজারের সাইলি চা বাগান। বীরপাড়ার দলমোড় চা বাগান কর্তৃপক্ষ ১০ শতাংশ বোনাস দিতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে মুখ্যসচিবকে। সেখানে তো ২০২২ সালের বোনাসও বকেয়া আছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সমান্তরালে।। রাজাভাতখাওয়ায় ছবিটি তুলেছেন শুভঙ্কর সান্যাল।

সাপের ছোবলে মৃত্যু

কালচিনি, ১২ সেপ্টেম্বর : বিষধর সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক কিশোরীর। মৃতের নাম বন্ধনা মুন্ডা (১২)। বাড়ি কালচিনির গাঙ্গুটিয়া চা বাগানে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাড়িতে সাপ ছোবল মারে ওই কিশোরীকে। তড়িঘড়ি তাঁকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে কালচিনি থানার পুলিশ কিশোরীর দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

আহত ৩

মাথাভাঙ্গা, ১২ সেপ্টেম্বর : দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় জখম তিনজন। শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় পঞ্চায়েতের বেলতলায় মাথাভাঙ্গা-কোচবিহার রাজ্য সড়কে একটি ট্রাক ও টোটোর সংঘর্ষে দুজন জখম হয়েছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত টোটো ও ট্রাককে আটক করেছে পুলিশ। অপরদিকে, মাথাভাঙ্গা-চ্যাংরাবান্ধা ১৬ রাজ্য সড়কের মাথাভাঙ্গা কলেজ সংলগ্ন এলাকায় একটি টোটো একটি বাইককে ধাক্কা মারলে বাইকচালক গুরুতর জখম হন।

ভিজিট

আলিপুরদুয়ার, ১২ সেপ্টেম্বর : মাঝেরডাবরি চা বাগানের ২৪ জন স্কুল পড়ুয়াকে ডুয়ার্সকন্যা সহ প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে এক্সপোজার ভিজিটে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া সহ প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়।

মহাকাল মন্দিরে মেলার আয়োজন

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১২ সেপ্টেম্বর : আগামী রবিবার ভাদ্র মাসের শেষ রবিবার। আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলার কাছে দক্ষিণ মহাকালগুড়ি গ্রামের মহাকাল মন্দিরে ভাদ্র মাসের শেষ রবিবার বাৎসরিক পুজো অনুষ্ঠিত হয়। কোচ রাজবংশের স্মৃতি বিজড়িত এই মন্দিরের বাৎসরিক পুজো উপলক্ষ্যে ভক্তদের ঢল নামে। পুজো উপলক্ষ্যে একটি মেলাও বসে। এই পুজোর প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। পুজো কমিটির পাশাপাশি পুজো এবং মেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে শামুকতলা থানার পুলিশ তৎপর হয়েছে। মন্দির চত্বরজুড়ে লাগানো হয়েছে অনেক সিসিটিভি ক্যামেরা।

স্থানীয়রা জানান, এই মন্দির ভীষণ জাগ্রত। এই মন্দির তৈরির পিছনের গল্পও খুব চমকপ্রদ। শোনা যায় প্রায় দেড়শো বছর আগে এই এলাকার জোতদার ছিলেন বঙ্কনাথ রায়। বঙ্কনাথ একদিন স্বপ্নে দেবাদিদেবের আদেশ পান বলে শোনা যায়। তারপর তিনি জঙ্গল কেটে এই শিবলিঙ্গের সন্ধান পান। তখন থেকেই ভাদ্র মাসের শেষ রবিবার এই মন্দিরের বাৎসরিক পুজোর আয়োজন হয়।

ভাদ্র মাসের শেষ রবিবার অসম, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, মালদা, কলকাতা থেকে প্রচুর মানুষ এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। সারা বছর ভক্তদের আনাগোনা থাকলেও মূলত প্রতি বছর ভদ্র মাসের শেষ রবিবার সকাল থেকে ভক্তদের ঢল নামে।

এই মন্দির নিয়ে আরও একটি গল্প লোকমুখে প্রচলিত আছে। শোনা যায় কোচবিহারের তৎকালীন রাজা মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ একবার এই মন্দির থেকে শিবলিঙ্গটি তুলে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। বহু চেষ্টার পরেও তিনি শিবলিঙ্গটি তুলে নিয়ে যেতে পারেননি। তারপর মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ এই মন্দিরে পুজো দেন এবং পুষ্পপত্র, পিতলের খড়ম, তলোয়ার এই মন্দিরে উৎসর্গ করে যান। আজও

কোচবিহারের তৎকালীন মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের দেওয়া খড়ম ও তলোয়ার।

মন্দিরে রাজার সামগ্রীগুলো সযত্নে রাখা আছে। রায় পরিবারের অন্যতম সদস্য এবং মন্দির কমিটির সম্পাদক খোকন রায় বলেন, 'প্রায় দেড়শো বছর ধরে ভাদ্র মাসের শেষ রবিবার এই পুজো হয়। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসজুড়ে মহাকালধামের শিবের মাথায় জল ঢালতে ভিনরাজ্য থেকেও ভক্তরা ছুটে আসেন। এই মেলায় প্রায় দেড় থেকে দুই লক্ষ মানুষ আসেন।'

রাস্তা সংস্কারে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগ

কাঠগড়ায় ঠিকাদার

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১২ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটার চরতোর্ষা নদী থেকে ফের বালি পাচারের অভিযোগ উঠল মহাসড়ক নির্মাণকারী ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের দাবি, দুইদিন ধরে নদীতে আর্থমুভার নামিয়ে বালি তোলা হচ্ছে। সেইসব বালি ডাম্পারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ২৯ জুলাই একইভাবে বালি পাচার আটকে দিয়েছিলেন স্থানীয়রা। সেসময় প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এলে বালি তোলার কোনও অনুমতি দেখাতে পারেনি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। কারণ চরতোর্ষা নদীতে রয়্যালটির অনুমোদন কখনোই ছিল না। আর বর্ষাকাল এখনও চলছে। তাই এবারও বিনা অনুমতিতেই বালি তোলা হচ্ছে বলে স্থানীয়দের দাবি। সকাল এবং রাতের দিকেই নদীর বালি লুট হচ্ছে। শুক্রবার সকালেও নদীর বুকে দুটি আর্থমুভার দেখা যায়। অন্যদিকে, মহাসড়ক নির্মাণকারী সংস্থার এই কার্যকলাপ খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের (এনএইচএআই) কনসালট্যান্ট সঞ্জীব হাজরার কথায়, 'আগেও ওখানে একবার সমস্যা হয়েছিল। অনুমতি ছাড়া নির্মাণকারী সংস্থা আবার কেন ওই নদী থেকে বালি তুলছে, সেটা দেখা হবে।' ফালাকাটার কোনও

চরতোর্ষা নদী থেকে আর্থমুভার দিয়ে বালি তোলা হচ্ছে। শুক্রবার সকালে।

নদীতেই রয়্যালটির অনুমতি নেই। তাই অবৈধ বালি-পাথর পাচার রুখতে লাগাতার অভিযান চালায় ফালাকাটা থানার পুলিশ। চরতোর্ষা নদীতে তাহলে এভাবে বালি তোলা হচ্ছে কী করে, প্রশ্ন করলে ফালাকাটার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'কোনও অনুমতি নেই। তবে বিএলএলআরও ভালো বলতে পারবেন।' এদিকে বিএলএলআরও দোলমা তামাংয়ের কথায়, 'আমি ছুটিতে বাইরে আছি। পরে অফিসে যোগ দিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

এই বালি তোলা নিয়ে স্থানীয়দের নানা কারণে আপত্তি রয়েছে। নদীর পূর্বপ্রান্তে গ্রামটি অবস্থিত। নদী ঘেঁষেই জনবসতি। আর নদীর পশ্চিমপ্রান্তে রয়েছে একটি শ্মশানঘাট এবং মাটির বাঁধ। বাসিন্দা অজয় দাস জানালেন, এই নদীতে কখনোই রয়্যালটি দেওয়া হয় না। স্থানীয়রা কেউ বালি তুললে প্রশাসন পদক্ষেপ করে। অথচ দুইদিন ধরে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ দেদারে বালি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় কুমোদ দাসের আশঙ্কা, 'এভাবে নদীর বুকে যন্ত্র নামিয়ে বালি তুললে আগামীতে দু'পাশে বড় ভাঙন হতে পারে।'

অন্যদিকে, মহাসড়ক নির্মাণকারী সংস্থার এক প্রতিনিধি অবশ্য অন্য কথা বললেন। তিনি জানান, রাস্তার অনেক জায়গায় খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। এখন শিলতোর্ষা নদীতে জল বেশি। তাই কিছু বালি-বজরি তুলে রাস্তার গর্ত ভরাট করা হচ্ছিল।

বালি 'হাপিস'

- দুইদিন ধরে সকাল এবং রাতের দিকে চরতোর্ষা থেকে তোলা হচ্ছে বালি
- স্থানীয়রা কখনও বালি তুললে কড়া পদক্ষেপ করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ
- এনএইচএআইয়ের মহাসড়ক নির্মাণকারী সংস্থা একই কাজ করলে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, অভিযোগ

যদিও মহাসড়ক নির্মাণকারী সংস্থার এই যুক্তি মানতে নারাজ স্থানীয়রা। এলাকার তরুণ অনন্ত দাসের কথায়, 'এদিনও সাইনবোর্ড এলাকায় রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্তে জল জমে ছিল। কৃষক বাজার মোড়, দোলং মোড় এলাকাতেও খানাখন্দ যেরকম ছিল, সেরকমই আছে। এই নদীর বালি খানাখন্দে ফেলাই হয়নি।'

নির্মাণকারী সংস্থা চরতোর্ষার বালি-বজরি হয় বিক্রি করতে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, না হলে মহাসড়কের মূল রাস্তার কাজে লাগাচ্ছে বলেই স্থানীয়দের দাবি। তবে এরপর ফের এভাবে বালি তোলা হলে বড় আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিলেন তাঁরা।

স্মারকলিপি

কালচিনি ও কুমারগ্রাম, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার নানা স্থানীয় সমস্যার সমাধানের দাবি করে সিপিএমের কালচিনি এরিয়া কমিটির তরফে কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দলের কালচিনি এরিয়া কমিটির সম্পাদক আবুল কাশেম সরকার বলেন, '১২ দফা দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে ১০০ দিনের কাজ চালু করা, চা বাগানের শ্রমিকদের নাম আবাস যোজনার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি।'

অন্যদিকে, সিপিএমের খেতমজুর, গ্রামীণ শ্রমিক ও কৃষকদের মতো একাধিক শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শুক্রবার ১৫ দফা দাবিতে কুমারগ্রামের বিডিও-র হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। এলাকার শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষায় বিডিও অফিসের সামনে কেন্দ্রীয় অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে ১০০ দিনের কাজ চালু, বারবিশা থেকে সংকোশ পর্যন্ত বেহাল রাস্তার সংস্কার, ব্লকের সব গ্রামীণ রাস্তাগুলোর মেরামত, নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার ইত্যাদি।

বিক্ষোভ মিছিল সিপিএম নেতা-কর্মীদের। শুক্রবার।

বিডিও অফিসে সিপিএমের বিক্ষোভ

সোনাপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : একগুচ্ছ স্থানীয় সমস্যা সমাধানের দাবিতে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও অফিসের সামনে মিছিল করে বিক্ষোভ দেখান সিপিএমের সংশ্লিষ্ট ব্লক কমিটির সদস্যরা। ব্লকের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে কী কী সমস্যা রয়েছে, তার তালিকা করে বিডিও অফিসে তাঁরা একটি স্মারকলিপি জমা দেন। মাইক বাজিয়ে বিক্ষোভের জেরে এদিন বিডিও অফিসের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটেছে বলে পালটা অভিযোগ। আলিপুরদুয়ার-১'এর বিডিও জয়ন্ত রায় বলেন, 'সমস্যার কথা শুনেছি। দাবিগুলো খতিয়ে দেখা হবে।'

বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাগরা গ্যাস গোডাউন মোড় থেকে গরম বস্তি পর্যন্ত রাস্তাটির বেহাল দশা। সোনাপুর বিকে হাইস্কুল সংলগ্ন সেতুটিও জীর্ণ। শিলবাড়িহাট বন্যাত্রাণ শিবিরেরও একই অবস্থা। এছাড়াও মেজবিলের ঝিল এবং বীরপাড়ার রত্নেশ্বর ঝিল সংস্কার করা দরকার। এই সমস্ত উন্নয়নের দাবিতে গত এক সপ্তাহ ধরেই বিডিও অফিসে বিক্ষোভের প্রস্তুতি চলছিল সিপিএম শিবিরে।

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। আর ওই নির্বাচনে ভালো ফলের আশায় এখন থেকেই অনুন্নয়নকে হাতিয়ার করে ময়দানে নামতে চাইছে সিপিএম। জোর দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় ইস্যুগুলোর ওপরে। সিপিএমের জেলা নেতৃত্ব সূত্রে খবর, দুর্গাপুজোর আগে প্রত্যেকটি বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হবে। আর দুর্গাপুজোর পর শুধু ডুয়ার্সকন্যা নয়, বিভিন্ন দপ্তরের জেলা কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাবেন দলের নেতা-কর্মীরা।

দলের জেলা সম্পাদক কিশোর দাস বলেন, 'জেলার বিভিন্ন এলাকার

> জেলার বিভিন্ন এলাকার মানুষের নানা সমস্যা রয়েছে। সেই ইস্যুগুলো নিয়ে আমাদের আন্দোলন চলছে। কয়েকদিন আগে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে আন্দোলন হয়েছে। এখন ব্লক স্তরে আন্দোলন হচ্ছে।
>
> **কিশোর দাস**
> সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক

মানুষের নানা সমস্যা রয়েছে। সেই ইস্যুগুলো নিয়ে আমাদের আন্দোলন চলছে। কয়েকদিন আগে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে আন্দোলন হয়েছে। এখন ব্লক স্তরে আন্দোলন হচ্ছে।'

তাঁর সংযোজন, 'আদালতের নির্দেশমতো একশো দিনের কাজ শুরু করতে হবে। কৃষকদের ফসলের সঠিক দাম দিতে হবে। বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের দাবিতেও আমরা রাস্তায় নামছি।'

জমি জটিলতার নিষ্পত্তি

আলিপুরদুয়ার, ১২ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সম্প্রতি আয়োজিত হয়েছিল এক বিশেষ শিবির। পুরসভা, জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে হওয়া এই শিবিরে বহু মানুষ তাঁদের জমির খতিয়ান সংশোধন ও পাট্টা নিষ্পত্তির কাজ করিয়েছেন। দীর্ঘদিনের জটিলতা থেকে মুক্তি পেয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি তৈরি হলেও এখনও খতিয়ান হাতে পাননি অনেকে। এই প্রেক্ষিতে শুক্রবার জেলা শাসকের অফিসে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উপস্থিত আধিকারিকরা জানান, পুজো মিটে গেলেই সংশোধিত খতিয়ান বিলি শুরু হবে। এতে বহু মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'শিবিরে অনেকেই জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন। আমাদের লক্ষ্য, দ্রুত মানুষের হাতে খতিয়ান পৌঁছে দেওয়া। পুজোর পরপরই বিলির কাজ শুরু হবে।' এক প্রবীণ নাগরিক পরিমল দত্তের কথায়, 'আমরা বহু বছর ধরে জমির কাগজ সংশোধনের জন্য এই দপ্তর থেকে সেই দপ্তরের চৌকাঠ ঘুরেছি। অবশেষে সমাধান হতে দেখে মনে হচ্ছে বড় বোঝা নেমে গেল।'

নতুন কার্যালয়

সোনাপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বীরপাড়া এলাকায় শুক্রবার কালজানি সেতুর পাশে তৃণমূলের নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। এদিন ওই কার্যালয় উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পীযূষকান্তি রায়।

কর্মীসভা

সোনাপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : ২০ সেপ্টেম্বর কোচবিহারে বিশাল জনসভার আয়োজন করেছে বংশীবদনপন্থী গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। সেই জনসভা সফল করতে শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে-১ ব্লকের উত্তর সিমলাবাড়ি এলাকায় জেলা কর্মীসভা করা হল ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে।

দিল্লির পর্যটনমেলায় বক্সার প্রচার

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ সেপ্টেম্বর : বক্সার পর্যটন এবার পৌঁছাল দিল্লিতে। বৃহস্পতিবার থেকে দিল্লিতে চলা পর্যটনমেলা বিএলটিএম-এ অংশ নিয়েছেন বক্সা পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কয়েক বছর ধরে এই পর্যটনমেলা চললেও বক্সা পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসায়ীদের এবছরই প্রথম অংশ নেওয়ার সুযোগ হল। বক্সা ফোর্ট এলাকার দুজন এবং চুনাভাটির দুজন বুধবার দিল্লি পৌঁছান। পর্যটনমেলায় নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে বলে জানালেন তাঁরা।

বক্সা ফোর্ট এলাকার বাসিন্দা তেন্দু ডুকপা বলেন, 'বিএলটিএম-এ আমার স্টল দিয়েছি। সেখানে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন এলাকার লোকেরা এসে আমাদের এলাকা সম্পর্কে জানতে চাইছেন। বক্সার হোমস্টে ট্যুরিজমের প্রচার করা হয় সেখানে।' শনিবার পর্যন্ত নিউ দিল্লির দ্বারকাতে ওই পর্যটনমেলা চলবে।

পর্যটনমেলায় আবার ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালের প্রচার করা হচ্ছে। গতবছর থেকে বক্সায়

বিএলটিএম-এ স্টলে বক্সার ব্যবসায়ীরা। শুক্রবার।

ওই উৎসব শুরু হয়েছে। চলতি বছর ১৫, ১৬ এবং ১৭ নভেম্বর বক্সা পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় ওই উৎসব করা হবে। সেই উৎসবে যেন পর্যটকরা শামিল হন, সেই আহ্বান জানানো হয়েছে।

পর্যটন সংস্থা এসিটি'র আহ্বায়ক ওসান লেপচার কথায়, ''বিএলটিএম'-এ পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধরনের লোক এসেছেন। বক্সার গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনের প্রচারের ক্ষেত্রে এটা বড় ভূমিকা নেবে বলেই আশা করছি।'' বিএলটিএম-এ বিভিন্ন ধরনের স্টল দেওয়া হয়েছে। বক্সা পাহাড়ের ব্যবসায়ীরা গ্রামীণ পর্যটন প্রচারের স্টল পেয়েছেন। সেখানে বক্সার পাহাড়ের বিভিন্ন ছবির পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে ডুকপা

> বিএলটিএম-এ আমার স্টল দিয়েছি। সেখানে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন এলাকার লোকেরা এসে আমাদের এলাকা সম্পর্কে জানতে চাইছেন। বক্সার হোমস্টে ট্যুরিজমের প্রচার করা হয় সেখানে।
>
> **তেন্দু ডুকপা**
> এলাকার বাসিন্দা

জনজাতির ব্যবহার করা কয়েকটি কাঠের ও বাঁশের জিনিসপত্র। পোশাক এবং খাবারদাবারও পাবেন মেলায় আসা দর্শনার্থীরা।

পর্যটকদের জন্য পুজোর প্রস্তুতি

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১২ সেপ্টেম্বর : পুজোর সময় শিসামারায় আসার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে শুধু জঙ্গল ঘুরে বাড়ি ফেরাতে সন্তুষ্ট নন অনেকে। চাই পুজোর আমেজও। তাই ভোগ খাওয়া থেকে স্থানীয় লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান উপভোগ করার ব্যবস্থা করেছেন পুজো উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

জলদাপাড়া বাজারের মন্দিরে এবারের পুজোর ৫৮তম বর্ষ। পর্যটকদের কথা ভেবে পুজো কমিটিও সেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। পুজো কমিটির সম্পাদক তাপসকুমার সেনের কথায়, 'পুজোর দিনগুলিতে পর্যটকরা আসেন। তাই অষ্টমী, নবমী, দশমীর সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। লোকসংস্কৃতির নানা দিক তুলে ধরা হবে। এসব দেখে পর্যটকরা যাতে খুশি হন, আমরা সেটাই চাই।'

মাদারিহাটের প্রবেশদ্বার দিয়ে পুজোয় জলদাপাড়া ভ্রমণ করেছেন অনেকে। কিন্তু জলদাপাড়ার ভেতরে শিসামারা নামের জায়গাটা কোথায়? কোন গেট দিয়ে যেতে হবে? পর্যটন ব্যবসায়ীদের কাছে সব শুনে পুজোর জন্য শিসামারায় আসার পরিকল্পনা করেছেন বিমা কোম্পানিতে কর্মরত কলকাতার বাসিন্দা যাদব রায়। স্থানীয় পর্যটক ব্যবসায়ীরা বলছেন, অনেকেই এখন খুঁজে খুঁজে শিসামারায় রিসর্ট বুক করছেন। তবে এক্ষেত্রে স্থানীয় পুজো দেখার বায়নাও রয়েছে পর্যটকদের। সেজন্য জলদাপাড়া বাজারে পর্যটকদের কথা ভেবেই পুজোর আয়োজন চলছে। ফোনে যাদব বলেন, 'মাদারিহাটের গেট দিয়ে জলদাপাড়া দেখেছি। তবে এবার শিসামারায় যাব। সেখানে পুজোয় অঞ্জলি দিয়ে ভোগের প্রসাদ খাব।'

গত কয়েক বছরে জলদাপাড়ায় শিসামারা কেন্দ্রিক পর্যটনের প্রসার ঘটেছে। জলদাপাড়া বনাঞ্চলের ভেতর হয়ে উত্তর-দক্ষিণে বইছে শিসামারা নদী। আর ওই নদীর পশ্চিম প্রান্তে শালকুমারহাট জনবসতি। সেই

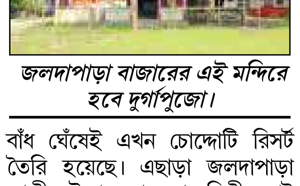

জলদাপাড়া বাজারের এই মন্দিরে হবে দুর্গাপুজো।

বাঁধ ঘেঁষেই এখন চোদ্দোটি রিসর্ট তৈরি হয়েছে। এছাড়া জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের দ্বিতীয় গেট রয়েছে শালকুমারহাটেই। শিসামারার রিসর্টগুলি থেকে ওই গেট দিয়েও জঙ্গল ভ্রমণ সম্ভব।গ্রামের মাঝামাঝিতে জলদাপাড়া বাজার। সেই বাজারের মন্দিরেই সব থেকে পুরোনো দুর্গাপুজো হয়। সেখানে প্রতিবার পর্যটকরা আসেন। জলদাপাড়া রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঠুন সরকারের কথায়, 'রিসর্টের আশপাশে পুজো আছে কি না সেসব জিজ্ঞাসা করে নিয়েছেন পর্যটকরা। তাই আমরাও স্থানীয় পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। প্রয়োজনে ভোগের চাল কমিটিকে আমাদের তরফে দিয়ে দেওয়া হবে। যাতে পর্যটকরা ভোগপ্রসাদ খেয়ে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারেন।'

ওই পুজো কমিটির সঙ্গে যুক্ত শালকুমার ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায়। তাঁর কথায়, 'পর্যটকরা পুজো দেখতে এসে ভোগপ্রসাদ খান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও দেখেন।'

বলো দুগ্গা মাইকি

ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ে পাঠ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ সেপ্টেম্বর : ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা কীভাবে চলে? কোন আলো কীসের ইঙ্গিত দেয়? এবার সেসব জানা যাবে একসঙ্গে। না প্রশাসনের তরফে ট্রাফিক সংক্রান্ত কোনও শিবিরে নয়। এইসবই ফুটে উঠবে আলোর তোরণে। সৌজন্যে তপসিখাতা দুর্গাপুজো কমিটি। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের এই দুর্গাপুজো কমিটি এবার তাদের বাজেটের অনেকটা অংশই আলোকসজ্জায় খরচ করতে চলেছে। রাস্তার উপর বড় বড় আলোর তোরণ লাগানো হবে। ইতিমধ্যেই বাঁশ লাগানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মূলত দুটো বড় তোরণ থাকবে। সঙ্গে থাকবে ছোট ছোট আরও কয়েকটি তোরণ। পুজোর

মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে তপসিখাতায়।

উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, এবার গ্রামের পুজোতেই শহরের মতো আলো দেখা যাবে।

পুজো কমিটির সম্পাদক জিমুত রায়ের কথায়, 'তপসিখাতা বাজারে এটাই বড় পুজো। আশপাশের প্রচুর মানুষ পুজো দেখতে আসেন। তাঁরা শহরে খুব একটা যেতে পারেন না। তাই আমরা আমাদের পুজোটাকে ভালো করে আয়োজন করার চেষ্টা করছি।' এবার এই পুজোর ৭৬তম বর্ষ। পুজোর বাজেট প্রায় আট লক্ষ টাকা।একদিকে যেমন আলোকসজ্জায় আধুনিকত্ব আনা হচ্ছে তেমনই বড় পুজোমণ্ডপও তৈরি হচ্ছে। কোনও থিম নয় বরং কাল্পনিক এক মন্দিরের আদলে তপসিখাতা হাইস্কুলের মাঠে মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে। বাঁশের কাঠামোর কাজ প্রায় শেষ। বর্তমানে কাঠের ও বেতের কাজ শুরু হয়েছে। তারপর কাপড় দিয়ে সাজানোর কাজ শুরু হবে।

পুজোমণ্ডপ বা আলোর তোরণের আয়োজন চলার সঙ্গে সঙ্গেই নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন চলছে। পুজোর তিনদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকবে। স্থানীয় শিল্পীরা সেই আয়োজনে অংশ নেবেন। আবার অনেক বহিরাগত শিল্পীও বিভিন্ন অনুষ্ঠান করবেন। পুজো কমিটির সদস্যদের তরফে জানা গেল, এই পুজো ঘিরে গ্রামবাসীদের উন্মাদনা এতটাই যে, চাঁদার সঙ্গে পুজোর জন্য অনেকেই চাল ও সবজিও দেন। সেই চাল ও সবজি দিয়ে অষ্টমীর ভোগ তৈরি হয়। পুজোর পর মাঠে বসে একসঙ্গে প্রসাদ খাওয়া চলে বিকেল পর্যন্ত। প্রতিবারের সেই একই ছবি এবারও দেখা যাবে বলে আশাবাদী এলাকার বাসিন্দারা।

খুব যত্নে আঁকি... *কুমোরটুলিতে শুক্রবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।*

ফের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন যাদবপুরে

ছাত্রীমৃত্যুর পর জারি একগুচ্ছ নির্দেশিকা

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ফের একটি মৃত্যুর পর টনক নড়ল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের। শনিবারই নির্দেশিকা জারি করে প্রাতঃভ্রমণ ও সান্ধ্যকালীন ভ্রমণের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জনসাধারণের অবাধ চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আনা হয়েছে। সন্ধে ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ঢুকতে গেলে পরিচয়পত্র দেখানো আবশ্যক। কোনও মাদক জাতীয় দ্রব্য নিয়ে প্রবেশ ও অনৈতিক কার্যকলাপ করা যাবে না। দু-চাকা ও চার চাকা গাড়ির প্রবেশের ক্ষেত্রেও বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে হবে।

ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া অনামিকা মণ্ডলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। তাঁর মৃত্যুতে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সমস্ত জায়গায় যে পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী নেই, তা শুক্রবার স্বীকার করেছেন সহ উপাচার্য অমিতাভ দত্ত। ৪ নম্বর গেট থেকে ঢুকেই ডানদিকে কলা বিভাগের উলটোদিকের ঝিল থেকে পড়ুয়াকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল সিল করে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে এদিন পৌঁছোন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। কেন্দ্রীয় টাস্ক ফোর্সও আসে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। ওই পড়ুয়ার পরিবার এখনও পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেনি।

বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ৪ নম্বর গেটের কাছে গৌরদাস বাউল ও তাঁর দলকে নিয়ে 'ড্রামা ক্লাব' একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন পড়ুয়া ও প্রাক্তনীরা। নিমতার বাসিন্দা অনামিকার মৃত্যুতে এদিন সহ উপাচার্য জানান, রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠানের অনুমতি ছিল না। এক্ষেত্রে কত রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলেছে তার পর্যাপ্ত তথ্য নেই। ঘটনা অনুষ্ঠান চলাকালীন ঘটেছে কি না তাও তিনি জানেন না। তবে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। অতিরিক্ত মাদক সেবনের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সময় তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ। তবে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জলে ডুবে মৃত্যুর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। শরীরে কোনও মাদক দ্রব্য ছিল কিনা, তা জানতে ভিসেরা পরীক্ষা করা হবে। পড়ুয়াদের একাংশ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

২০২৩ সালে র‍্যাগিং কাণ্ডে মৃত পড়ুয়ার বাবাও এদিন এই ঘটনায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে বিবৃতি জারি করে সিসিটিভি ও ক্যাম্পাসের অন্দরে পুলিশি নিরাপত্তার দাবি করেছেন।

কাজে দেরি নয়

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবারই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নবান্নে অর্থ দপ্তর 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে সারতে জরুরি সার্কুলার জারি করেছে। নবান্নের খবর, পুজোর সময় নিজের নিজের এলাকায় নজর রাখার পাশাপাশি বিধায়কদের আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানের শিবিরগুলির সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে খোঁজখবর রাখতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশ অমান্য

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : মেয়ো রোডে প্রাক্তন সেনা আধিকারিকদের সভায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি নেতারা উপস্থিত থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বিরোধী দলনেতা আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন, এই অভিযোগে বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল রাজ্য।

মেয়াদ শেষ

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : সোমবারই কার্যকাল শেষ হতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের। ওইদিন তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানাবে আইনজীবীদের সংগঠনগুলি। মাদ্রাজ হাইকোর্টে ২০২১ সালের অক্টোবরে কলকাতা হাইকোর্টে বদলি হয়ে এসেছিলেন তিনি। প্রথমে অস্থায়ী, তারপর স্থায়ী প্রধান বিচারপতি পদে বসানো হয়েছিল তাঁকে।

কমিশনের নয়া ফরমান

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ২০০২-এর সঙ্গে ২০২৪-এর সর্বশেষ ভোটার তালিকা মিলিয়ে সাধারণ ভোটারদের তালিকা প্রস্তুত করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিল মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর। ১৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যে এসআইআর-এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসছেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। দু-দিনের সফরে ইআরওদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি তালিকা সংশোধন খতিয়ে দেখতে কয়েকটি জেলাতেও যেতে পারেন তিনি।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল এদিন বলেন, 'আগামী ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে এই তালিকা যাতে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায়, তার চেষ্টা চলছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ব্যাপারে সমস্ত ইআরও (ডিএম) দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' রাজ্যে ২০০২-এর ভোটার তালিকাকে মাপকাঠি ধরে এসআইআর হবে। ইতিমধ্যেই সেই কথা জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। ওই ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম নেই তাঁদের নাগরিকত্বের প্রমাণস্বরূপ কোন নথি দরকার, তা নিয়ে বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মূলত এই বিভ্রান্তি দূর করতেই কমিশনের এই উদ্যোগ। এই প্রসঙ্গে সিইও বলেন, 'কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের শুধু ওই ভোটার তালিকার ছবি বা নথি সঙ্গে রাখলেই হবে। কিন্তু এই নথিও গরিব প্রান্তিক মানুষের পক্ষে জোগাড় করা কঠিন হতে পারে। সেইজন্য কমিশন নিজেই এই দুটি ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, সেই ভোটারদের আলাদা করে চিহ্নিত করে ওয়েবসাইট মারফত তাঁদের জানিয়ে দিতে চায়। যাতে এসআইআর শুরু হলে নতুন করে তাঁদের কোনও তথ্যতালাশ করতে হবে না।'

১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে দেশের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের এসআইআর সংক্রান্ত প্রস্তুতি বৈঠকে বিহারের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক জানিয়েছেন, রাজনৈতিক নেতারা এসআইআর নিয়ে গেলো গেলো রব তুললেও বিহারের মানুষ এমনকি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এসআইআরকে স্বাগত জানিয়েছেন। গরিব মানুষের কাছে নথি না থাকার ফলে তাঁদের বেনাগরিক হয়ে পড়া নিয়ে যে আশঙ্কার কথা বলা হয়েছিল, বিহারের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দাবি, তা সঠিক নয়। কমিশন দেখেছে, নথি না থাকা ভোটারের সংখ্যা শহর এবং নগরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যেই বেশি।

খাদান ধসে মৃত ৬

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১২ সেপ্টেম্বর : বীরভূম জেলার নলহাটি থানা এলাকার বাহাদুরপুর গ্রামের পাথর শিল্পাঞ্চলের পাথর খাদানে ধসে মৃত্যু হল ছয় শ্রমিকের, আহত আরও চারজন। তাদের বীরভূমের রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ এবং বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতরা হলেন রথীন দফাদার, লালবাবু শেখ, সামিউল মোল্লা, হযরত আলি, রথু মণ্ডল, জিয়াউল শেখ। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এর আগেও রামপুরহাট, নলহাটি, মুরারই এলাকার পাথর খাদানের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে জেলা শাসকের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তারপরেও এই ঘটনা কী করে ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে পাথর ফাটানোর জন্য ড্রিল মেশিন দিয়ে খাদানের দেওয়ালে গর্ত করছিলেন কয়েকজন শ্রমিক। সেই গর্তে বিস্ফোরক ভরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাথর ফাটানো হয়। যেখানে ড্রিল করা হচ্ছিল তার নীচেই কাজ করছিলেন আরও কিছু শ্রমিক। ড্রিল করার সময়েই পাথরে ধস নামে। সেই পাথরে আঘাত লেগে জখম হন দশজন শ্রমিক, তাঁদের মধ্যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে।

ওখানকার অধিকাংশ পাথর খাদনে অবৈধ বলেন জানা গিয়েছে। যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করেন তাঁদেরও নির্দিষ্ট পোশাক দেওয়া হয় না। রাস্তার দু-ধারে মরণফাঁদের মতো খাদানগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রায়ই সেখানে পথচলতি মানুষ পড়ে গিয়ে মারা যান। কিন্তু এতকিছুর পরেও বিষয়টি নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। কেউ মারা গেলে শাসকদলের নেতারা মৃতদেহ কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। মৃত শ্রমিকের পরিবারও টাকা নিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখেন, ফলে পাথর শিল্পাঞ্চলে দুর্ঘটনা জলভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মৃতের আত্মীয় কল্যাণ মণ্ডল বলেন, 'সব অবৈধ খাদান। পুলিশ, প্রশাসনের মদতে এই সমস্তটা চলছে। অবিলম্বে অবৈধ খাদান বন্ধ করতে হবে।'

বিষয়টিতে সুর চড়িয়েছেন বিরোধীরাও। সিপিএম জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জীব মল্লিকের কথায়, 'এই দুর্ঘটনার জন্য প্রশাসন এবং শাসকদল দায়ী। কারণ, তাদের মদতেই দিনের পর দিন এই সমস্ত অবৈধ পাথর খাদান রমরমিয়ে চলছে। মাঝে খাদান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন জেলা শাসক। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি। ফলে ছয়টি প্রাণ অকালে চলে গেল।' এলাকার বিধায়ক রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং বলেন, 'খবর পেয়ে হাসপাতালে এলাম। তবে কীভাবে হয়েছে বলতে পারব না।'

মেট্রোয় বন্ধুর ছুরির আঘাতে খুন ছাত্র

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে বচসার জেরে ছুরির আঘাতে খুন হল একাদশ শ্রেণির এক ছাত্র। এই ঘটনার পর কলকাতা মেট্রোয় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ঘটনায় নিহত মনোজিৎ যাদব বরানগরের বাসিন্দা। সে বাগবাজার হাইস্কুলের ছাত্র। এদিন ৬-৭ জন বন্ধু দক্ষিণেশ্বর মেট্রোর টিকিট কাউন্টারে যায়।

সেখানেই তাদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এরপরই এক ছাত্র মনোজিৎকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। বাকি ছাত্ররা তাকে উদ্ধার করে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। কিন্তু মূল অভিযুক্ত এখনও পলাতক। ঘটনার সময় স্টেশন ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন না। খবর পেয়েই তিনি এবং আরপিএফ-এর এক ইনস্পেকটর ঘটনাস্থলে যান। ওই এলাকা ঘিরে রেখেছে আরপিএফ। স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

মেট্রো স্টেশনে এই ঘটনায় যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্টেশনে ঢুকলে ব্যাগ সহ প্রত্যেকের শরীরের পরীক্ষা পর্যন্ত করার নিয়ম। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের মতো ব্যস্ত স্টেশনে এক ছাত্র ছুরি নিয়ে প্রবেশ করল এবং অপর ছাত্রকে আঘাত করা সত্ত্বেও আরপিএফ-এর নজরে কেন এল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও এই নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেট্রো কর্তৃপক্ষ কোনও বিবৃতি দেয়নি।

বঙ্গ সফরে রাহুল-প্রিয়াংকা

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় আসছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াংকা গান্ধি। প্রদেশ কংগ্রেসকে নতুনভাবে গুছিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে এআইসিসি। জোট নয়, বরং সংগঠনে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক সেরেছেন কেসি বেণুগোপাল সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। শুক্রবারও ৩৩টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের সঙ্গে হাইকমান্ডের বৈঠক হয়েছে। সেখানে ছিলেন প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, গোলাম আহমেদ মীর, দীপা দাশমুন্সি, প্রদীপ ভট্টাচার্য সহ শীর্ষ নেতৃত্ব।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা উপাসানা তামাং - কে 18.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 34L 62838 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি আমার এবং আমার পরিবারের জন্য মনে মনে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু আমি জানতাম না যে কীভাবে তা বাস্তবে পরিপূর্ণ করতে পারবো। তারপর আসে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি, যারা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করায় ফলে আমি সেই স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার উপায় পেয়েছি। আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১৭ সংখ্যা, শনিবার, ২৭ ভাদ্র ১৪৩২

সাংবিধানিক চেতনা

শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল- উপমহাদেশের তিন দেশে গণ অভ্যুত্থানের চেহারায় যতই পার্থক্য থাকুক, চরিত্রটা মোটামুটি একরকম। স্বৈরাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকের পরিবর্তন। অনাচার বন্ধের লক্ষ্যে সরকারকে গদিচ্যুত করা। ভারতের তিনদিকে তিন দেশে গত তিন বছরে জনগণের হাত ধরে এই রাজনৈতিক পালাবদল উপমহাদেশের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায়নি।

তবে গণ অভ্যুত্থানের পর এখনও পর্যন্ত শুধু শ্রীলঙ্কাতে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এসেছে। মাহিন্দা রাজাপাক্ষের সরকারের অবসানের পর দ্বীপরাষ্ট্রে ক্ষমতায় এসেছে দিশানায়েকের নেতৃত্বে বামপন্থী সরকার। এখনও পর্যন্ত সেই সরকারের কাজকর্ম নিয়ে শ্রীলঙ্কার জনসাধারণের বিশেষ কোনও অভিযোগ সামনে আসেনি। বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়েছেন। মুহাম্মদ ইউনূসের অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এলেও রাজনৈতিক অস্থিরতা কমেনি।

নেপালেও গণ অভ্যুত্থানের কারণে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি পদত্যাগ করেছেন। তাঁর সরকারের পতন ঘটেছে। সেখানে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসতে চলেছে। তবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি না কুলমান ঘিসিং কিংবা অন্য কারও হাতে শেষমেশ ক্ষমতা যাবে কি না, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তিন প্রতিবেশী দেশে কমবেশি একইরকমের গণ অভ্যুত্থান ঘটায় ভারতে অনুরূপ ঘটতে পারে বলে চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, কেন্দ্রে হোক বা রাজ্যে, শাসকের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ ঊর্ধ্বমুখী।

বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, রুজিরুটির সমস্যা, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে খরচ বৃদ্ধির মতো সমস্যা সারা দেশকে গ্রাস করেছে। এর সঙ্গে আছে ভোট চুরি, নির্বাচন কমিশনের মতো স্বশাসিত সংস্থার সঙ্গে বিজেপির গোপন আঁতাতের অভিযোগ। বিরোধীরা কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানার অভিযোগ তুলছে। দেশের নাগরিককেই নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য কাঠগড়ায় তোলায় ক্ষোভ যথেষ্ট।

আবার পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগে দুর্নীতি, শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে তিতিবিরক্ত সাধারণ মানুষ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, অভয়া-তামান্না খুনের মতো ঘটনায় অসন্তোষ যথেষ্ট। সরকারি সিদ্ধান্তের জাঁতাকলে মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেলে ক্ষোভ-অসন্তোষের আগুনে বিদ্রোহের রূপ নেওয়ার বহু উদাহরণ ইতিহাসে আছে। তবে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ বা নেপালের সঙ্গে ভারতের বড় পার্থক্য হল রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ। এদেশে মানুষের হাতে সবথেকে বড় অস্ত্রটি হল ভোটাধিকার।

ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র আছে। এর নেপথ্যেও সংবিধান। বিআর আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে সংবিধান রচনা হয়েছিল তার প্রতিটি অনুচ্ছেদে ভারতের হাজার বছরের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের প্রতিফলন। প্রতিটি পরতে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা। ভারতের সংবিধান তাই প্রত্যেক ভারতীয়র রক্ষাকবচও। শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভালোভাবেই জানে, জনসাধারণ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের ভাগ্য বদলে দিতে পারে।

আজ যে শাসক, জনতার ভোটে কাল তাকে হয়তো বিরোধী আসনে বসতে হতে পারে। আজ যাকে বিরোধী বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হচ্ছে, আগামীদিনে যে তার হাতে ক্ষমতার রাশ উঠবে না- একথা হলফ করে ভারতের মতো সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে বলা অসম্ভব। এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনা উপমহাদেশের পড়শি রাষ্ট্রগুলিতে অতীতেও ছিল না। আগামীদিনে থাকবে এমন নিশ্চয়তাও নেই। ভারতে প্রতিবাদ, আন্দোলন অতীতে হয়েছে। আগামীদিনেও হবে। সেই আন্দোলনের ফলে কখনো-কখনো সরকারের পতনও হয়েছে ঠিকই। তবে সবটাই হয়েছে গণতান্ত্রিক কাঠামো ও পদ্ধতি মেনে।

মহাত্মা গান্ধির দেশে সত্যাগ্রহ, অহিংস শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলনের মাধ্যমে যে সরকারকে পিছু হটানো সম্ভব, সেটা কৃষকদের লাগাতার আন্দোলনের চাপে তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘটনায় প্রমাণিত। যতদিন ভারতে সংবিধান, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও চেতনা অক্ষত এবং অটুট রয়েছে, ততদিন এদেশে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উথালপাথাল পরিবর্তন ঘটানো কঠিন। অসম্ভবও বটে। ভারতীয় জনতার সার্বিক মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের চেতনা সেক্ষেত্রে রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অমৃতধারা

নিজে শান্ত না হইলে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না। মানুষ শান্তিই খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু কী কৌশলে যে উহাকে লাভ করিতে হয় তাহা জানে না। ভালো মন্দ, জয় পরাজয় লইয়া থাকিলে কামনা বাসনা দুর হয় না এবং চিত্তের উদ্বেগ ও দৈন্য অপসারিত হয় না। ইহার ফলে চিরদিন হাহাকার ও ছুটাছুটি করিয়াই আমাদিগকে বেড়াইতে হয়। কেমন করিয়া প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়, কেমন করিয়া জন্মজন্মান্তরের জ্বালা জুড়াইতে পারা যায়-এই প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। কিন্তু কয়জন ইহার মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন? তিনি বলেন- নিত্য বস্তু বা স্বভাবের সঙ্গে না করিলে দুঃখের হাত হইতে এড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি একেবারে বিসর্জন করিতে না পারিলে শান্তিলাভ করা অসম্ভব।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

শান্তি? ওরে শান্তি কোথায় পাবি?

জনবিক্ষোভ শুধু উপমহাদেশে হচ্ছে না। বিক্ষোভ-প্রতিবাদ আজ পৃথিবীজুড়ে। জনতা সর্বত্র ক্ষুব্ধ।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ছোট করে ছাঁটা চুলগুলো একবারেসাদা।ছোটখাটো চেহারা। মধ্যবয়সিনী। তো তিনি যখন ‘ব্রেক ডিসি’ স্লোগান লেখা টি-শার্ট পরে হাজার হাজার মানুষের সামনে কথা বলছেন আমেরিকার রাজধানীতে, উচ্চারণ শুনলে বাঙালি মনেই হবে না।

অবাক হবেন না, তিনি বাঙালিনীই। কেয়া চ্যাটার্জি নাম। ওয়াশিংটনের নিরাপত্তার দায়িত্ব ট্রাম্প প্রশাসন স্থানীয় পুলিশের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ায় ক্ষুব্ধ সেখানকার নানা ভাষী মানুষ। ইংরেজি, স্প্যানিশে নানারকম স্লোগান লিখে আনা হাজার হাজার প্রতিবাদী মানুষকে শপথ নেওয়ালেন কেয়া। এক একটা করে বাক্য তিনি বলছেন। তা শুনে উচ্চারণ করছে জনতা। তিনবার বলা হল, ‘উই হ্যাভ নাথিং টু লুস বাট আওয়ার চেইনস।’ কার্ল মার্কস-এঙ্গেলসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বহুচর্চিত শেষ লাইনটা।

বাংলার শিকল ভাঙার গান মনে পড়বে, মনে পড়বে অমর লাইন। শিকল ছাড়া আমাদের হারানোর কিছু নেই।

এই ধরনের কথা বলতে বলতেই আমেরিকার রাজধানীর রাস্তায় দু’দিন আগে নেমেছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। ট্রাম্প যে রেস্তোরাঁয় খাচ্ছেন, সেখানে পর্যন্ত ঢুকে স্লোগান দিয়েছেন জনা কয়েক মহিলা। প্যালেস্তাইন নিয়ে, ভেনিজুয়েলা নিয়ে।

নেপালে ক্ষিপ্ত জনতার তাড়া খেয়ে ক্যানালের জলে ঝাঁপ দিচ্ছেন উপপ্রধানমন্ত্রী, হেলিকপ্টারে বাড়ির ক’জনকে নিয়ে দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে পালাচ্ছেন আর এক ক্ষমতাবান নেতা। এসব দৃশ্য দেখে অনেকেরই সাফ দেশগুলোর চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি মনে পড়ছে।

বাস্তব কিন্তু তা বলছে না। বাস্তব বলে, ইউরোপ-আমেরিকা সহ সব মহাদেশেই মানুষের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলছে। পৃথিবী মোটেই সুখী নেই। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির এক কবিতার লাইন সামান্য পালটে বলা যায়, ‘শান্তি? ওরে শান্তি কোথায় আছে, শান্তি কোথায় পাবি?’ মুক্তিও নেই, শান্তিও নেই।

বিক্ষোভের কারণগুলো এক এক জায়গায় এক এক রকম। আবার ইন্দোনেশিয়া থেকে স্লোভাকিয়া, আর্জেন্টিনা থেকে উগান্ডা, ভারত থেকে থাইল্যান্ড-- অনেক দেশেই প্রতিবাদের একটা কারণ সরকারের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি। এবং সেই প্রতিবাদের এক এক স্টাইল।

সেদিন জার্মানিতে উগ্র দক্ষিণপন্থী পার্টি এএফডি নেতা এলিস উইডেলের ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন এক টিভি সাংবাদিক। এক পার্কে খোলা মঞ্চে। হঠাৎই দেখা গেল সেখানে একটি বাস পার্ক করা। সামান্য দূরে ওই পার্টির বিরোধী সমর্থকরা গান করছিলেন, স্লোগান দিচ্ছিলেন। এবং সেই গান বাসের মাইক্রোফোন মারফত ছড়িয়ে পড়ছিল গোটা পার্কে। উইডেল প্রকাশ্যে বলেন, তিনি লেসবিয়ান। তাঁর সঙ্গিনী শ্রীলঙ্কা জাত সারা বসার্ড। সারাকে দত্তক নিয়েছিলেন এক সুইস দম্পতি।

নেত্রী ভদ্রমহিলা ইন্টারভিউ দেবেন কী, তাঁর কোনও কথাই আর টিভিতে শোনাই যাচ্ছিল না ভালো করে। ইন্টারভিউ শুরু হয়ে গিয়েছে, ফলে আর থামানো যায়নি। ওই অবস্থায় শোনাতে হয়েছে। কিন্তু এলিসের অধিকাংশ কথাই মানুষ শুনতে পারেনি। শুনেছে গান ও স্লোগান।

প্রতিবাদ, বিক্ষোভ সত্যিই কত রকম হয়, আজ তা বিশ্ব টের পাচ্ছে।

লন্ডনে এই সপ্তাহে যে বিক্ষোভগুলো হতে চলেছে, তা বিষয় বৈচিত্র্যে চোখ টানবে। ক্ষুধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে মিছিল। নার্সদের পক্ষে বিক্ষোভ। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তরুণদের পদযাত্রা। গ্রেট ব্রিটেনে ফ্রি স্পিচের দাবিতে মিছিল। এত বিষয় বৈচিত্র্য ভারতের কোন শহর দেখাবে?

নেপালে যখন লন্ডভন্ড করে দেওয়া হচ্ছে পার্লামেন্ট, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হোটেলে, ঠিক তখনই প্যারিসের রাস্তায় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলে হাজার হাজার মানুষ।

শুধু প্যারিস বলাটা ভুল, গোটা ফ্রান্স জুড়েই চলল প্রতিবাদ। বিক্ষোভকারীরা হাইওয়ে আটকে দিয়েছিল, পুড়িয়ে দিয়েছিল ব্যারিকেড। জলকামান দিয়ে তাদের থামিয়েছে ৮০ হাজার পুলিশ। এখানে প্রতিবাদ ছিল প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর নানা নীতি নিয়ে। ম্যাক্রোঁ তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নতুন প্রধানমন্ত্রী করায় আরও রাগ মানুষের। প্রতিবাদের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘ব্রেক দ্য ব্যারিয়ার’।

ফ্রান্সে তো বিক্ষোভ লেগেই রয়েছে, কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের পক্ষে ইদানীং সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ ইউরোপ দেখেছে সার্বিয়ায়। ওখানে আবার সরকার এবং সরকার বিরোধী জনতার মধ্যে সংঘর্ষ লাগছে বারবার। বিভিন্ন শহরে। এ পক্ষ ও পক্ষকে আক্রমণ করছে বাজি, পাথর, কাচ দিয়ে।

লন্ডনের গার্ডিয়ান কাগজে এ নিয়ে সরকার বিরোধী কড়া সম্পাদকীয় বেরোনোর পর সার্বিয়ান প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভুচিচ নিজে চিঠি লিখেছেন সেই কাগজে। এমনটা সচরাচর হয় না। সচরাচর কেন, কোনও দিনও এরকম শুনিনি যে, বিদেশি প্রেসিডেন্ট অন্য দেশের কাগজে প্রতিবাদে চিঠি পাঠাচ্ছেন। প্রেসিডেন্টের যুক্তি, গত ৯ মাস ধরে তেইশ হাজার বেআইনি মিছিল বেরিয়েছে সার্বিয়ায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশকে আক্রমণ করা হচ্ছে। তবু পুলিশ নাকি কিছু করেনি। বাস্তব বলছে ছবিটা অন্য।

অ্যান্টিট্যুরিজম প্রোটেস্ট— এই শব্দটা কি আগে শুনেছেন? পর্যটকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখাতে গিয়ে গত এপ্রিলে মাদ্রিদ, বার্সেলোনা সহ স্পেনের ৪০টি শহরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে জনতা। তাঁদের বক্তব্য, পর্যটকরা আসায় গণহারে দাম বেড়ে যাচ্ছে। বাড়িঘর ও রোজকার খরচ বৃদ্ধি, পরিবেশের দুর্দশা নিয়েই তাদের বেশি ক্ষোভ। এই ক্ষোভ শেষপর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ইতালি বা পর্তুগালে। এমনকি মেক্সিকোতেও। ট্যুরিজম প্রোটেস্ট নিয়ে একটা কথা চালু হয়েছে এখন। সেটা এই কারণেই।

ভেনিস শহরের এক তরুণী শিক্ষক মার্তা সত্তরোভার গল্প বলা যাক। তাঁর ইন্টারভিউ পড়েছিলাম ক’দিন আগে। অ্যামাজনের মালিক জেফ বেজোস যখন বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন ভেনিসে। মার্তা ভেনিসকে বাঁচানোর জন্য নানাভাবে প্রতিবাদ করেন। তাঁর প্রতিবাদেই ভেনিসের বিখ্যাত লেগুনে ঢুকতে পারেনি বড় বড় জাহাজ। কোটিপতি বিদেশিরা রাজকীয় টেন্ট ব্যবহার করতে পারেননি। এই মার্তাই প্রশ্ন তোলেন বেজোসের রাজকীয় বিয়েতে কীভাবে ক্ষতি হচ্ছে ভেনিসের পরিবেশের। ১১ বছর আগে ভেনিসেই বিখ্যাত অভিনেতা জর্জ ক্লুনির বিয়ে নিয়ে হইচই হয় খুব। তখন মানুষ ছিল ক্লুনির পক্ষে। এবার বেজোস ছিলেন ভিলেন। মার্তার প্রতিবাদ সংগঠনের ফলে।

অনেকের মনে থাকতে পারে, গত দু’বছরে ইউরোপের কতগুলো জায়গায় কৃষকরা ট্র্যাক্টর নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন। ফ্রান্সকে ছেড়ে দিন, এখন সেটা বিক্ষোভেরই দেশ। ফরাসিদের পাশাপাশি জার্মানি, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, স্পেন, ইতালি ও নেদারল্যান্ডস-- সব দেশের কৃষকরাই ছিলেন বিক্ষোভে।

ইউক্রেন যে ইউক্রেন, যুদ্ধে বিধ্বস্ত সেখানে পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ সম্প্রতি যোগ দেন মিছিলে। জেলেনস্কি ক্ষমতায় আসার পর এত বড় ধরনের বিক্ষোভ এই প্রথম। যা মনে করিয়ে দিচ্ছিল ইউক্রেনের ‘অরেঞ্জ প্রোটেস্ট’কে। এখানেও কিন্তু দুর্নীতির প্রসঙ্গ জড়িয়ে। ওদেশে দুর্নীতি আটকানোর জন্য দুটো স্বাধীন সংস্থা ছিল। জেলেনস্কি সরকার করছিল কী, তাদের সরকারি আওতায় এনে ফেলেছিল। তাতেই খেপে যায় মানুষ। শেষপর্যন্ত জনগণের চাপে সিদ্ধান্ত পালটাতে হয়েছে জেলেনস্কিকে।

নেপালে ‘নেপো কিড’দের বিরুদ্ধে খেপে উঠেছিল জনতা। ইন্দোনেশিয়ায় খেপে ওঠার কারণ ‘কোরাপ্ট এলিট’রা। দুর্নীতিতে ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিল মানুষ। এর মধ্যে সরকার পার্লামেন্ট সদস্যদের মাইনে বিশাল করে দেয়। যা ইন্দোনেশিয়ার ন্যূনতম মাইনের তুলনায় ১০ গুণ। প্রতিবাদে বিক্ষোভে নেমেছিল মানুষ। তার মধ্যে পুলিশের গুলিতে একজন মারা যাওয়ায় খেপে যায় জনতা।

আফ্রিকা? সেখানে এখন সবচেয়ে বড় বিক্ষোভের নাম কেনিয়া। গতবার সেখানে প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল সরকার কর বাড়ানোয়। এই জুন থেকে প্রতিবাদ এভারেস্টে ব্লগার আলবার্ট ওজওয়াংয়ের নিহত হওয়ার ঘটনায়। অধিকাংশেরই ধারণা, সরকারই মেরে ফেলেছে তাঁকে।

ওদিকে আবার মোজাম্বিকে চলছে নির্বাচনে কারচুপি নিয়ে প্রতিবাদ। অ্যাঙ্গোলায় বেকারত্ব, পেট্রোলের দাম বাড়ানো। কঙ্গোতে পূর্বদিকে অশান্তির আগুন। ইথিওপিয়ায় সংবিধান পালটানো, উগান্ডায় দুর্নীতি নিয়ে মানুষ সোচ্চার।

লাতিন আমেরিকায় আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, পেরু— কোথায় মানুষ খুশি? বিক্ষোভ তো সর্বত্র। ইস্যু হয়তো আলাদা। কোথাও রাজনৈতিক অস্থিরতা, কোথাও আর্থিক অস্থিরতা। কোথাও নির্বাচনে কারচুপি, কোথাও সামাজিক পরিবর্তন বা ক্রাইম নিয়ে লোকের রাগ তীব্র।

ব্রাজিলে সব বিতর্কের কেন্দ্রে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বলসোনারো। দুর্নীতির দায়ে, অভ্যুত্থান চেষ্টার দায়ে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে জেলে পাঠিয়েছে। ঝামেলা চলছে বলসোনারো বিরোধী ও ভক্তদের। আর একটা ইস্যু মানবাধিকারের। বলা হচ্ছে, গত দু’বছরে মেরে ফেলা হয়েছে ৩০৬০ জন মহিলা ও কিশোরীকে।

পেলের দেশে যখন এসব নিয়ে উত্তেজনা, তখন মারাদোনার দেশে মার্চ থেকে চলছে তুলকালাম। পেনশন কম বলে পথে নেমেছেন প্রবীণরা, ফুটবল ক্লাবগুলোর ম্যাচে লাগাতার ঝামেলা চলছে পুলিশের সঙ্গে। এখন প্রেসিডেন্ট মিলেইয়ের বোন এবং কিছু ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগ। একটা বিল নিয়ে রাস্তায় অশান্তিতে পুলিশ গুলি পর্যন্ত চালিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন নিয়েও চলছে তুমুল গণ্ডগোল।

যা বুঝছি, তাতে চিন-উত্তর কোরিয়া-রাশিয়া-আরব রাষ্ট্রগুলোর মতো কিছু দেশ, যেখানে ঘরের আসল খবর কিছুতেই বাইরে যায় না, সে সব দেশ ছাড়া সব জায়গাতেই কিছু না কিছু বিক্ষোভ চলছে এখন। দক্ষিণ কোরিয়াতে মাস পাঁচেক আগে রাস্তায় জনস্রোত নেমেছিল প্রেসিডেন্টকে আদালত ইমপিচ করার পর। এখন চলছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। হুন্ডাইয়ের তিনশো শ্রমিককে আমেরিকায় আটকে দেওয়ায়।

বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম প্রতিবাদ কী? স্পষ্ট ধারণা দেওয়া কঠিন। খ্রিস্টপূর্ব ১১৭০ সালে মিশরে তখন কবর তৈরির কাজ চলছিল। সেই সময় এক শ্রমিক অর্থ না পেয়ে কাজ বন্ধ করে দেন। তারও আগে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইহুদিদের বিপ্লব ঘটেছে। ১৩৮১ সালে আবার ইংল্যান্ড দেখেছিল কৃষকদের বিদ্রোহ।

সেই সময়ের পৃথিবী কিন্তু আজকের মতো এত জটিল ছিল না। এত প্রতিবাদীও ছিল কি? মনে তো হয় না!

আজ

১৯৭৩

নেপালি বংশোদ্ভূত ভারতীয় অভিনেত্রী মহিমা চৌধুরীর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৯

বাংলা গানের বিশিষ্ট শিল্পী ইমন চক্রবর্তী আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

আলোচিত

অনেকের ধারণা, প্যালেস্তাইনে নৃশংস গণহত্যার বিরুদ্ধে বলা মানে আমার দেশের শাসকদলের বিরোধিতা করা। কিন্তু আমি তো কেবল হাজার শিশু ও নির্দোষদের হত্যার বিরোধিতা করেছি। আমার আশপাশের অনেকের মানসিকতায় এই হিংস্রতা প্রকাশ পায়। আমি কেবল সেই মানসিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি।

- অনুপর্ণা রায়

ভাইরাল/১

বাংলা ছেড়ে সদ্য গিয়েছেন বেঙ্গালুরু। হাতে গুনে দিনতিনেক হয়েছে কি না, সন্দেহ! এরমধ্যে এক্স ডটকমে কন্নড় শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করে ভাইরাল রাজরাজেশ্বরী নগরের কলেজ পড়ুয়া এক তরুণ।

ভাইরাল/২

জ্বলছে নেপাল। শিরোনামে সাগরমাথার দেশ। তবে এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির ভবিষ্যদ্বাণী নাকি আগেই করেছিলেন লাকি বিস্ট নামে এক প্রাক্তন ভারতীয় গোয়েন্দাকর্মী! গত ডিসেম্বরের এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘দিনকয়েকের মধ্যে পতন হবে ওলি সরকারের।’

জনমন জনমত

ব্যক্তি আক্রোশের ওপর পরিবেশিত গান বেশিদিন টেকে না

‘হুলি গানের হজম’ নাকি ‘শহুরে খেউড় গান’-এর আগমন? সাধারণত যাত্রাপালায় একটা ‘বিবেক’ নামক এক চরিত্র থাকে। সেই চরিত্রের মাধ্যমে গানের আকারে তখনকার সামাজিক ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এখনও অবশ্য কোথাও কোথাও গ্রামেগঞ্জে ‘খেউড় গান’-এর প্রচলন আছে, তবে তা লুপ্ত হওয়ার পথে।

বর্তমানে সংস্কৃতির নামে ‘শহুরে খেউড় গান’-এর আগমন এবং তা শুনে বর্তমান তরুণ সমাজকে উল্লসিত হতে দেখে আশ্চর্য লাগে। অপরকে ব্যক্তিগতভাবে বা সমাজের বর্তমান ঘটনাকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ ও খোঁচা দিয়ে গানের আকারে পরিবেশন করা অবশ্যই বাংলা গানের ঐতিহ্য ও মর্যাদাবিরোধী। এটা কোনও সংস্কৃতি মননের কাজ করে না। ব্যক্তি আক্রোশের উপর একটা পুরো গান পরিবেশিত হবে এবং তার গ্রহণযোগ্যতা বেশিদিন স্থায়ী হবে না বলেই আমার ধারণা। বর্তমান তরুণ সমাজ একটা অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। তার মানে এই নয় যে ‘হুলি গান হজম’ করে বাঁচতে হবে। গঠনমূলক চিন্তাভাবনা করতে হবে। তাহলেই ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে।

সুদীপ্ত লাহিড়ী, শিলিগুড়ি।

প্রযুক্তি নির্ভরশীলতায় হারাচ্ছে মেধা

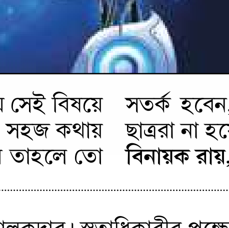

কয়েকদিন আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবরটা পড়েছিলাম যে, ছাত্ররা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেনশির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। অথচ ওদের এই বয়সটা কল্পনার বয়স, মুখস্থ করা বা নকল করার নয়। বাংলা রচনা কিংবা অঙ্কের কোনও সমাধান এআই সবই লিখতে পারে ঠিকভাবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, তাহলে সেই ছাত্রটি কোথায় গেল যে সেই বিষয়ে ডুবে প্রশ্নের পর প্রশ্নের তির ছুড়বে? সহজ কথায় এআই যদি সবই সমাধান করে দেয় তাহলে তো ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের বিকাশ হবে না, যা ভবিষ্যতের জন্য ভয়ংকর। কেউ কোনও বিষয় বুঝতে না পারলে এআইয়ের সাহায্যে বিষয়টা বুঝে নিতে পারে ঠিকই, কিন্তু যদি পড়াশোনার সব কাজ এআই করে তাহলে মানসিক পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। আশা করছি, তাদের অভিভাবকরা এ বিষয়ে সতর্ক হবেন, না হলে গোটা সমাজের ভবিষ্যৎ ছাত্ররা না হয়ে এআই হবে।

বিনায়ক রায়, আমগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্বজনপোষণের অভিধানে নেপো-কিডস

নেপালের জেন জেড-এর ব্যবহৃত ‘নেপো-কিডস’ আসলে ‘নেপো-বেবি’ শব্দবন্ধের এক নতুন রূপ বা সংস্করণ।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

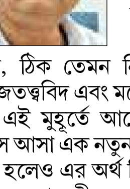

অগ্নিগর্ভ নেপালের আন্দোলনকারীদের একটা বড় অংশ যে নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের অন্যতম হাতিয়ার সমাজমাধ্যম। যে মাধ্যমকে ব্যবহার করে তারা নিজস্ব চিন্তাভাবনার পরিধিকে একদিকে যেমন প্রসারিত করে, ঠিক তেমন নিজস্ব ভাবনাকে পরিশীলিত করে। তাই সমাজতত্ত্ববিদ এবং মনোবিদরা তাদের জেন জেড নাম দিয়েছেন।

এই মুহূর্তে আন্দোলনরত জেন জেড-এর স্লোগান থেকে ভেসে আসা এক নতুন শব্দবন্ধ ‘নেপো-কিডস।’ শব্দটি নতুন বলে মনে হলেও এর অর্থ কিন্তু অজানা নয়। বরং খুব বেশি চেনা। এর প্রভাব সমাজজীবনে কতটা গভীরে এবং এর প্রভাবে সাধারণ মানুষ কতটা দিশেহারা, তা কেবল ভুক্তভোগীরা জানেন।

প্রথম প্রথম অনেকের মনে হয়েছিল এর উৎস বুঝি যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শব্দবন্ধটির সঙ্গে নেপালের সুদূরতম সম্পর্কও নেই। বরং সম্পর্ক রয়েছে মধ্যযুগে উদ্ভূত এক জনপ্রিয় শব্দ Nepotism-এর সঙ্গে। ল্যাটিন nepos কথার অর্থ নাতি। মধ্যযুগের পোপেরা যখন প্রভাবপ্রতিপত্তি খাটিয়ে রাজতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিজের আত্মীয়পরিজনকে (nephew বলা হত) জায়গা করে দিতেন, তখন সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির অন্যায়কে ব্যঙ্গ করতেই নেপোটিজম শব্দটির উৎপত্তি।

আধুনিক যুগে ২০২২-এ ‘নিউ ইয়র্ক ম্যাগাজিন’ একটি কভার স্টোরি প্রকাশ করে, যার শিরোনাম, ‘দ্য ইয়ার অফ দ্য নেপো-বেবি।’ যেখানে দেখানো হয়েছে, দক্ষতা কম থাকা সত্ত্বেও কীভাবে হলিউডের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাঁদের আত্মীয়পরিজনকে অন্যায়ভাবে বড় বড় কাজ পাইয়ে দিচ্ছেন। এরপর থেকেই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির সন্তান ও পরিজনকে ব্যঙ্গ করতে ‘নেপো-বেবি’ বিশেষণ নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হতে শুরু করে।

অতএব নেপালের জেন জেড-এর ব্যবহৃত ‘নেপো-কিডস’ আসলে ‘নেপো-বেবি’ শব্দবন্ধের এক নতুন রূপ বা সংস্করণ, যার শিকড় সেই মধ্যযুগের নেপোটিজম। সংস্করণ নতুন হলেও এর আক্ষরিক অর্থ স্বজনপোষণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় দীর্ঘদিনের। একাধারে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত অযোগ্য সন্তান ও আত্মীয়দের বিলাসবহুল জীবনযাপন, সহজেই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা, সামাজিক প্রতিপত্তি, অন্যদিকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের চরম বেকারত্ব, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, এমনকি চাকরি হারানো ইত্যাদি তো আমাদের অত্যন্ত চেনা দৃশ্যপট।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারতন্ত্র যদি মুদ্রার এক পিঠ হয়, অপর পিঠ অবশ্যই স্বজনপোষণ। পরিবারতন্ত্রের হাত ধরেই একশ্রেণির মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম পার্লামেন্ট থেকে পঞ্চায়েত পর্যন্ত ক্ষমতা ভোগ করে আসছে। একবার ক্ষমতাসীন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হতে পারলেই কেল্লা ফতে। সংসদীয় গণতন্ত্রে উচ্চপদ, রাজনৈতিক দলের একমেবাদ্বিতীয়ম নেতৃত্ব, এমনকি যাবতীয় সামাজিক প্রতিপত্তি হাতের মুঠোয়। তাই তো পরিবারতন্ত্র এবং স্বজনপোষণ পাশাপাশি হাত ধরে হেঁটে চলে।

এর বিরুদ্ধে আমাদের কি সত্যিই কিছুই করার নেই? আমাদের শরীরে কি রাজ অনুগ্রহের রক্ত বইতে দেব নাকি লড়াই জারি রাখব- তা আমাদেরই ঠিক করতে হবে। এই সামাজিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং আত্মমর্যাদাবোধ। সঠিক শিক্ষাই কেবলমাত্র জাগ্রত করতে পারে আমাদের অধিকারবোধ। আর যদি সেটা না পারি, তবে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘এক যে ছিল রাজা’ শিরোনামের সেই ব্যঙ্গাত্মক কবিতাটি সত্য হয়ে ওঠে। যেখানে তিনি লিখেছিলেন, ‘সিংহাসনে চোখ পড়তেই/ ওঠে সবাই আঁতকে/ রাজা না থাক, কিন্তু রাজার/ গোঁফ যে আছে আট কে।’

(লেখক দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৩

পাশাপাশি : ১। প্রায় অর্ধেক ৩। শরীরের সূক্ষ্মতা ৫। কৌতুক বা হাসিঠাট্টা ৭। নারীর কেশবিন্যাস ৯। আপন বলে ভাবা ১১। ধার্মিকতার ভানধারী ১৪। সমুদ্রমন্থনকালে ব্যবহৃত পর্বত ১৫। অবস্থা অনুযায়ী বিচারের ক্ষমতা।

উপর-নীচ : ১। নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে ২। অবজ্ঞা বিরক্তি প্রভৃতির প্রকাশ ৩। সরু, নরম ও ফাঁপা বাঁশবিশেষ ৪। সরাজাতীয় মাটির বড় ও গভীর পাত্রবিশেষ ৬। বোধ, উপলব্ধি ৮। বাঙালি হিন্দুর পদবিশেষ ১০। তাড়িত, আহত, ঢাক ঢোল ইত্যাদি বাদিত হচ্ছে এমন ১১। বাঁকা, ঈষৎ বাঁকা, কুটিল ১২। ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতের তালবিশেষ, উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগিণীবিশেষ ১৩। কোরক, কুঁড়ি, কলি।

সমাধান ■ ৪২৪২

পাশাপাশি : ১। ধমক ৩। দুম ৫। দুরি ৬। মরাই ৮। জম্বির ১০। কলাদ ১২। তুফান ১৪। দাস ১৫। কদ্রু ১৬। মন্ত্রক।

উপর-নীচ : ১। ধড়িবাজ ২। কদুত্তর ৪। মন্দিরা ৭। ইন্দু ৯। ইতু ১০। কমসম ১১। দণ্ডকাক ১৩। ফাটক।

বিন্দুবিসর্গ

আমার শহর

ছোট্ট তারা

বীরপাড়ার কৃদয় ছেত্রী একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া। পড়াশোনার পাশাপাশি ফুটবলে দক্ষ সে।

কোথাও স্বস্তি, কোথাও ক্ষোভ

বেহাল রাস্তায় তাপ্পি দিতে বিছানো হয়েছে পাথর। ফালাকাটায়।

রাস্তা সংস্কার শুরু পুরসভার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১২ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটার মূল শহরের গলির রাস্তাগুলি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। সামনেই পুজো, তার আগে রাস্তার হাল নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল সাধারণ নাগরিক থেকে দুর্গোৎসব কমিটিগুলির মধ্যে। তবে এবার পুজোর আগেই ভাঙা রাস্তার সংস্কার বা তাপ্পি দেওয়া শুরু করল পুরসভা। এজন্য টেন্ডার শেষ হওয়ার পর, বুধবার থেকে কাজও শুরু করে দিয়েছেন বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার। পুজোর আগে অন্তত তাপ্পি দেওয়া রাস্তা নিয়েই খুশি থাকতে হবে স্থানীয়দের।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'আমরা সব রাস্তাই নতুনভাবে তৈরি করব। কিন্তু সামনে যেহেতু পুজো তাই আপৎকালীন অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ৮টি রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে। এর জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।'

পুরসভা জানিয়েছে, এই ৮টি রাস্তার মধ্যে অন্তত গুরুত্বপূর্ণ পার্ক রোড, এগারো হাত কালীবাড়ি থেকে দশমী ঘাট রোড, রামকৃষ্ণ সরণি রয়েছে। পাশাপাশি ডাকবাংলো রোডটিও সংস্কার করা হচ্ছে। ৮টি রাস্তার মধ্যে ২-৩টি রাস্তার কাজও শুরু হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ৮টি রাস্তাই চলাচলের যোগ্য করা হবে। শহরের একটি পুজো কমিটির সদস্য রাহুল সাহার কথায়, 'পুরসভা হওয়ার আগে থেকেই রাস্তাগুলি খারাপ ছিল। এই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে কী করে প্রতিমা আনা-নেওয়া করা হবে, তা নিয়ে আমরা চিন্তায় পড়েছিলাম। এমনকি প্যান্ডেলে দর্শনার্থীও আসবে না বলে আশঙ্কা করছিলাম। তবে পুজোর আগে দেখছি পুরসভা রাস্তাগুলি সংস্কার করছে। আমরা খুশি।'

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, যে রাস্তাগুলি সংস্কার করা হচ্ছে সেগুলি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। রাস্তার এই হাল নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল বাসিন্দাদের মধ্যে। ক্ষোভের আঁচ পেয়েই অবশেষে পুরসভা সংস্কারের কাজ শুরু করল বলে নাগরিকরা মনে করছেন। ফালাকাটা নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক বাপন গোপের বক্তব্য, 'রাস্তায় তাপ্পি দিয়ে কি স্থায়ী সমাধান হবে? রাস্তা নতুন করে তৈরি করতে হবে।'

প্রধানের মহল্লায় প্রতিমা আনা নিয়ে চিন্তায় ক্লাব

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়ার শরৎ চ্যাটার্জি কলোনির বেহাল রাস্তা।

বীরপাড়া, ১২ সেপ্টেম্বর : শরৎ চ্যাটার্জি কলোনিতে ৩টি পুজো হচ্ছে। তার মধ্যে যুব সম্প্রদায় ক্লাবের প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার রাস্তা বলতে এলাকার বেহাল রাস্তাটি। তবে ওই এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে প্রতিমা কীভাবে আসবে তা নিয়ে চিন্তায় পুজো উদ্যোক্তারা। কয়েকবছর আগে মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতি রাস্তাটির একাংশ কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করে। তবে শ-দুয়েক মিটার রাস্তা এখনও কাঁচা এবং গর্তে ভরা। আবার ঢালাই করার পরও শ-খানেক মিটার রাস্তা ফের বেহাল হয়ে পড়েছে। এই নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি চিন্তায় যুব সম্প্রদায় ক্লাবের পুজো কমিটির সদস্যরা। রাস্তাটি দিয়ে প্রতিমা নিয়ে আসার ব্যাপারে উদ্বেগে তাঁরা। শুক্রবার স্থানীয় বাসিন্দা এবং যুব সম্প্রদায় পুজো কমিটির কর্তারা রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। ওই ক্লাবের সভাপতি উৎপলকুমার রায় বলেন, 'আমাদের পুজোমণ্ডপে প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচ হাজার দর্শনার্থীর সমাগম হয়। অথচ বছরের পর বছর ধরে আবেদন করা সত্ত্বেও জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনের কর্তারা রাস্তা মেরামতে পদক্ষেপ করছেন না।' এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে আনার সময় প্রতিমা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন কমিটির সভাপতি প্রদ্যুৎ সরকার।

ওই মহল্লাটি বীরপাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুচিত্রা মল্লিকের নির্বাচনি এলাকা। প্রধান এবং উপপ্রধান বিজেপির। আবার উপসমিতির সঞ্চালকরা তৃণমূলের। রাজনৈতিক কারণেই শরৎ চ্যাটার্জি কলোনির রাস্তা পুনর্নির্মাণের কাজ আটকে বলেও জল্পনা এলাকায়। তবে এই যুক্তি মানতে নারাজ স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দা দেবাশিস বক্সীর কথায়, 'কে কোন রাজনৈতিক দলের, তা ভাবছি না। জনপ্রতিনিধিদের কাছে অনুরোধ, রাস্তা সংস্কারে পদক্ষেপ করা হোক।'

এদিকে সুচিত্রার দাবি, রাস্তাটির বাকি অংশ পাকা করতে প্রয়োজনীয় টাকা খরচের ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ডের নেই। তিনি বলেন, 'এনিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা শিউলি চক্রবর্তী এবং জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রমেশ ওরাওঁকে পদক্ষেপের অনুরোধ করেছি।' শিউলির কথায়, 'পঞ্চায়েত প্রধান এনিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেননি। তবে রাস্তাটির বাকি অংশ পাকা করতে আমি বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোর দ্বারস্থ হয়েছি।'

ওই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল পড়ে। বীরপাড়ার দিনবাজারে যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হয়। প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করায় স্থানীয়রা বাড়ির ভাঙাচোরা কংক্রিটের টুকরো দিয়ে কয়েকটি গর্ত ভরাটের চেষ্টা করেছেন।

মহাত্মা গান্ধি রোডে যানজট হলে শরৎ চ্যাটার্জি কলোনির রাস্তাটি হয়ে চলাচল করে ছোট গাড়ি, টোটো এবং অ্যাম্বুল্যান্সগুলি। বাসিন্দা দেবাশিস রায়ের কথায়, 'বেহাল রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলেও সমস্যা হচ্ছে।' ওই রাস্তাটি দিয়ে সোজাসুজি বীরপাড়া চৌপথিতে পৌঁছানো যায়। গুরুত্বপূর্ণ ওই রাস্তাটি বছরের পর বছর বেহাল দশায় পড়ে থাকলেও হুঁশ নেই প্রশাসনের বলে অভিযোগ। যুব সম্প্রদায় ক্লাবের সম্পাদক সুব্রত কুণ্ডুর কথায়, 'আমার বয়স ৪৮ বছর। এত বছরে একবারও এক দফায় গোটা রাস্তাটি মেরামত করতে দেখিনি।'

শুধুই দুর্ভোগ

শরৎ চ্যাটার্জি কলোনিতে বেহাল রাস্তা নিয়ে চিন্তায় যুব সম্প্রদায় ক্লাব

এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে আনার সময় প্রতিমা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে

রাজনৈতিক কারণেই শরৎ চ্যাটার্জি কলোনির রাস্তা পুনর্নির্মাণের কাজ আটকে বলেও জল্পনা এলাকায়

হেনস্তার অভিযোগ

বীরপাড়া, ১২ সেপ্টেম্বর : বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের এক নিরাপত্তাকর্মীকে হেনস্তার অভিযোগ উঠল রোগীর পরিজনদের বিরুদ্ধে। নিগৃহীত নিরাপত্তাকর্মী জানান, বৃহস্পতিবার রাতে চিকিৎসাধীন এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার স্বামী ভিজিটিং আওয়ার পেরিয়ে যাওয়ার দীর্ঘক্ষণ পর মহিলা বিভাগে ঢোকার আবদার করেন। ওই নিরাপত্তাকর্মী বাধা দিলে ওই ব্যক্তি তাঁকে হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ। পরে অবশ্য মূল অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। বাকিদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। শুক্রবার বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলেন, 'একটি অভিযোগ মিলেছে। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।'

আলোর কাজ

ফালাকাটা, ১২ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটা টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামে শুরু হল ফ্লাডলাইট লাগানোর কাজ। শুক্রবার থেকে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামে লাইট লাগানোর কাজ শুরু করেছে। টাউন ক্লাবের সভাপতি শুভব্রত দে বলেন, 'প্রায় ৩ কোটি টাকা খরচে স্টেডিয়ামে আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মোট ৮টি টাওয়ার বসানো হচ্ছে। আগামী ৭ দিনের মধ্যেই এই কাজ শেষ হবে।'

অক্টোবরে রাত্রিকালীন ফুটবল গোল্ড কাপ খেলা শুরু হবে। কয়েক মাস আগেই জেলার একমাত্র স্টেডিয়ামটি টাউন ক্লাবে উদ্বোধন করা হয়েছিল। এখন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের টাকায় ফ্লাডলাইট লাগানোর কাজ শুরু হল।

গ্রেপ্তার এক

জয়গাঁ, ১২ সেপ্টেম্বর : ফের বিপুল পরিমাণ সিডেটিভ ট্যাবলেট সহ শুক্রবার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল জয়গাঁ থানার পুলিশ। ধৃত আমন লামা ছোট মেচিয়াবস্তি এলাকার বাসিন্দা। এদিন বিকেলে তাঁর বাড়ি থেকে ২২৪টি সিডেটিভ ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। শনিবার তাঁকে জেলা আদালতে তোলা হবে।

বিকেলে পরিষেবা স্বাভাবিক

লোডশেডিংয়ে ফের ভোগান্তি বাড়ল ফালাকাটায়

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১২ সেপ্টেম্বর : কেউ সিজিএল, ডব্লিউবিপি আবার কেউ অন্য কোনও পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে প্রতিদিন সুভাষ পাঠাগারে আসেন। তবে শুক্রবার সকাল থেকেই ফালাকাটা নেতাজি রোডে বিদ্যুৎ ছিল না। ফলে লাইব্রেরিতে এসে সমস্যায় পড়েন পাঠকরা। ওই লাইব্রেরির পাশেই বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিস। তাই প্রথমে পাঠকরা এক-দু'বার গিয়ে বিষয়টি জানিয়ে আসেন। কিন্তু তার পরেও কাজ না হওয়ায় বিকেলের দিকে পাঠকরা একসঙ্গে গিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এমনকি শনিবার থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও করার হুমকি দিয়েছেন পাঠকরা।

পাঠক ভীষ্মদেব বর্মনের কথায়, 'সামনেই আমার সিজিএল, ডব্লিউবিপি সহ আরও বেশ কয়েকটি পরীক্ষা আছে। তার প্রস্তুতিই পাঠাগারে বসে নিই। কিন্তু মাঝেমধ্যেই এখানে বিদ্যুৎ থাকে না। এদিন সকাল থেকেও বিদ্যুৎ ছিল না। তাই আমরা সবাই মিলে গিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরে ক্ষোভ জানিয়েছি।'

যদিও এদিন বিকাল ৪টা নাগাদ বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয় লাইব্রেরি সহ এলকায়। গোটা বিষয়টি নিয়ে অবশ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার সৌরভ সিংহ বলেন, 'মাঝেমধ্যেই কিছু এলাকায় মেরামতের কাজ করা হচ্ছে। ওই সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। উন্নত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি।'

এদিন পাঠকরা লাইব্রেরিতে এসেই দেখেন বিদ্যুৎ নেই। অন্তত ২ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরেও বিদ্যুৎ আসেনি। তাই একবার কয়েকজন পাঠক পাশে থাকা বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে গিয়ে বিষয়টি জানিয়ে আসেন। তাঁদের অভিযোগ, তারপর দুপুর ৩টা বেজে গেলেও বিদ্যুৎ আসেনি। পরে সবাই মিলে বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে যাওয়া হয়। এদিন সকাল থেকেই ছিল ভ্যাপসা গরম। তার ওপর বিদ্যুৎ না থাকায় সকলকে ভোগান্তি পোহাতে হয়। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, পুজোর মুখে শহরে বিভিন্ন সময় বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। সারাদিন বিভিন্ন এলাকায় অন্তত ১০ থেকে ১২ বার বিদ্যুৎ চলে যায়। ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগারও তার থেকে বাদ যাচ্ছে না। লাইব্রেরির আরেক পাঠক শিপ্রা খেড়িয়া বলেন, 'লাইব্রেরিতে মাঝেমধ্যেই বিদ্যুৎ থাকে না। ফলে এত দূর থেকে এসে পরীক্ষার প্রস্তুতিও ঠিকমতো নিতে পারি না। বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানিয়েও লাভ হচ্ছে না। এবার প্রয়োজনে দপ্তর ঘেরাও করে আন্দোলন করব।'

ফালাকাটা বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে লাইব্রেরির পাঠকরা।

দর্পণ নাট্য সংস্থার নাটক সমান্তরাল-এর একটি দৃশ্য।

আয়নায় সমাজদর্শন

ব্যর্থ প্রেমের বিয়োগান্ত পরিণতি থেকে এক অদ্ভুত সম্পর্কের সূত্রপাত। শিলিগুড়ির দর্পণ নাট্য সংস্থার ৩১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত নাট্য উৎসবে দর্শকরা এমন অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করলেন। সাক্ষী ছিলেন ছন্দা দে মাহাতো

শিলিগুড়ির দর্পণ নাট্য সংস্থা তাদের ৩১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে দু'দিনের নাট্য উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সুবীরকুমার চৌধুরী ও অনীতা সাহার স্মরণে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন গার্গী বসুর পরিচালনায় সুরঙ্গনা সংগীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার অভয়া বসু ও রানা দে সরকার।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে শহিদুল হক খোকনের কাহিনী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাটক ছিল 'সমান্তরাল'। বিষয় ব্যর্থ প্রেমের বিয়োগান্ত পরিণতি। জমিদার তাঁর মেয়ের সঙ্গে কলেজের সহপাঠী মাতৃ-পিতৃহীন এক ছেলের প্রেম মেনে নিতে পারেননি। তাই কৌশল করে এই প্রেম ভেঙে দেওয়া হয়। ২৫ বছর পর আবার দুজনের দেখা হয় এক স্টেশনে। ছেলেটি সেই স্টেশনের স্টেশনমাস্টার। কথা বলে তাঁরা দুজনেই বুঝতে পারেন এখনও দুজনে দুজনকে ভালোবাসেন। তাই কেউ বিয়ে করেননি। প্রেমিকা আবার একসঙ্গে চলার আহ্বান জানান। প্রেমিক আর সেই হাতছানিতে সাড়া দিতে পারেন না। ট্রেন আসে। প্রেমিকা মনে ব্যথা নিয়ে চলে যান নিজের গন্তব্যে।

কোনও গভীর ভাবনা বা তত্ত্বকথা নেই। সোজাসাপটা গল্প সরাসরি দর্শকের কাছে সফলভাবেই পৌঁছে দিয়েছেন দর্পণের শিল্পীরা। নাটকের রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন কমলেশ রায়। তিনি ছাড়াও এ নাটকে অন্য কুশীলবদের মধ্যে ছিলেন অলকা চক্রবর্তী, পৃথ্বীজিৎ রায়, মৌপ্রিয়া বড়ুয়া, উদয়শংকর ভট্টাচার্য, প্রণব বড়ুয়া, অরুণাংশু দেওয়ানজি, দেবী সরকার, শুভশ্রী বড়ুয়া, শম্পা ঘোষ ও শ্রেয়স ঘটক। এদিন মঞ্চে সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন অতনু চৌধুরী।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে ছিল দুটি নাটক এবং একটি শ্রুতিনাটক। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় বর্ণালি বিশ্বাসের উদ্বোধনী নৃত্য দিয়ে। তাঁর অন্তরঙ্গ পরিবেশনায় নজর কাড়েন বর্ণালি। এদিনের প্রথম নাটক ছিল 'ভদ্দর লোকের মা'। কাহিনী বনানী মুখোপাধ্যায়ের। সামগ্রিক পরিকল্পনা আর একক অভিনয়ে ছিলেন অলকা চক্রবর্তী। পরিচালনায় পৃথা সেন। এককথায় হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো অভিনয়। এই নাটকে মাঝবয়সি কাজের মাসি গোলাপি বালার চরিত্রকে মঞ্চে আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় দিয়ে পরতে পরতে মেলে ধরেছেন তিনি। গোলাপি বালা সন্তানের জন্ম দিতে পারেননি বলে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হন। ভাগ্য তাঁকে কাজের মাসি করে এনে তোলে কলকাতার এক বাবুর ফ্ল্যাটে। সেখানে থাকেন এক ভালো মনের দাদাবাবু। গোলাপি এই বাড়ি এবং

সমবেত উপস্থাপন।। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে 'ন হন্যতে'-র প্রযোজনা শ্রুতিনাটক 'খেলা ভাঙ্গার খেলা'।

দাদাবাবুকে নিজের মানুষ হিসেবেই দেখেন। দাদাবাবুও গোলাপির শাসন কখনো-কখনো হাসিমুখেই মেনে নেন। সেই দাদাবাবু দুর্ঘটনায় পড়ে নার্সিংহোমে গোলাপিকে মা বলে পরিচয় দেন। নতুন পরিচয়ে গোলাপি দাসী থেকে দেবী হয়ে ওঠেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি এখন ভদ্রলোকের মা।

পরের শ্রুতিনাটক ছিল 'ন হন্যতে'-র প্রযোজনা 'খেলা ভাঙ্গার খেলা'। নাটক চন্দন সেনের। শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে এই নাটকের অভিনয়ে ছিলেন অলকা চক্রবর্তী, সঞ্জীব ঘোষ, হৈমন্তী মজুমদার ও নন্দিতা সিনহা। এই নাটকের অন্তর্নিহিত বার্তাও শিল্পীরা দর্শকদের কাছে ভালোভাবেই আমাদের স্বরাভিনয়ের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে পেরেছেন।

এদিনের সবচেয়ে নজরকাড়া নাটক ছিল কিরণ মৈত্রের 'যা তারা পারেনি'। সহায়সম্বলহীন ফুটপাথের ভিখারির গায়ে চকচকে নতুন রঙিন কম্বল কেন? এই প্রশ্ন ভাবিয়ে তুলেছে চোর বিশ্বনাথকে। এমন আশ্চর্য কাণ্ডে সে অবাক। তারপর এই কম্বল হাতানোর নানা ফন্দি করে সে। সব চেষ্টাই বিফল হলে ভয় দেখায়। শেষে ঘটনা পরম্পরায় এক মানবিক বোধ তাকে অন্য এক মানুষে উন্নীত করে। কমলেশ রায় ও প্রণব বড়ুয়ার অসাধারণ অভিনয়ে এই নাটক অন্য মাত্রা পেয়েছে। কমলেশ এই নাটকেরও নির্দেশনায় ছিলেন।

দর্পণের সদস্যরা ছাড়াও দু'দিন ধরে অনুষ্ঠানের নেপথ্য সহযোগিতায় ছিলেন রূপসজ্জায় শক্তিপ্রসাদ আইচ ও আলোয় শংকর চক্রবর্তী। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন কাঞ্চন ঘোষ। সব মিলিয়ে দু'দিনের অনুষ্ঠানে দর্পণ নাট্য সংস্থা এবার সমাজের সামনে যেন আয়না তুলে ধরল।

সূর্য সেন পার্কে প্লাস্টিক বর্জনের ডাক দিয়ে সায়ন্তন পালের নাটকে শিল্পীরা।

চায়ের সঙ্গে চাই

পরিবেশ নিয়ে গভীর ভাবনা ভাবছেন নবীনরাও। তাই মজার ছলে পরিবেশ নিয়ে সময়োপযোগী বার্তা দিতে 'চায়ের সঙ্গে চাই' নামে একটি নাটক লিখেছেন উত্তালের নবীন প্রজন্মের নাট্যকর্মী সায়ন্তন পাল। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল থিম ছিল 'বিট প্লাস্টিক পলিউশন'। আর স্লোগান ছিল 'এন্ড প্লাস্টিক পলিউশন'। এই বিষয়কে উপজীব্য করেই প্লাস্টিক ব্যবহারের ভয়ংকর বিপদ সম্পর্কে শিলিগুড়ির মানুষকে সচেতন করতে উত্তালের নাটক 'চায়ের সঙ্গে চাই'। সম্প্রতি শহরের দুই প্রান্তে নাটকটি প্রযোজিত হয়েছে। শহরের উত্তর প্রান্তে প্রথম প্রযোজনাটি হয় মহানন্দার তীরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের 'চেতনায় নদী ও প্রকৃতি' উৎসবে। সূর্য সেন পার্কে তিনদিনের এই উৎসবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ ছিল এই নাটক। অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে মজাদার ও রসগ্রাহী করে চারটি চরিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রী এই নাটকের বার্তা দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। অভিনয়ে ছিলেন শ্রেয়া দত্ত, দুর্গাশ্রী মিত্র, শুভম চক্রবর্তী এবং শ্যাম ভট্টাচার্য। আবহ প্রক্ষেপণে ছিলেন সুরজিৎ দাস। পরে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে দেশবন্ধুপাড়ায় 'নৃত্যমঞ্জিল' ও 'আমরা অপরাজিতা'-র আয়োজনে মাসিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও নাটকটির প্রযোজনা হয় এবং সচেতন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

- ছন্দা দে মাহাতো

জমজমাট পঞ্চম

নৃত্যমঞ্জিল ও আমরা অপরাজিতার আয়োজনে 'কৃষ্টি কল্প' আঙিনায় পঞ্চম মাসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবাইকে মাতিয়ে দিল। সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আমরা অপরাজিতার শিল্পীদের দুটি অসাধারণ দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন জয়ন্ত বসাক। আগমনী গান পরিবেশন করেন শিল্পী সারদা গুহ দেব। নৃত্যশ্রী ডান্স অ্যাকাডেমি ও পাইওনিয়ার-এর শিশুশিল্পীরা নৃত্যের তালে তালে মাতিয়ে তোলে উপস্থিত দর্শকদের। পরিচালনায় ছিলেন অপর্ণা পাল ও চন্দ্রিমা ঘোষ। জুঁই ভট্টাচার্যর প্রশিক্ষণে অসাধারণ সমবেত আবৃত্তি সংগীত সহযোগে পরিবেশন করে ছন্দবাণীর শিল্পীরা। 'ন হন্যতে'-র শিল্পীরা শ্রুতিনাটক 'অন্য মায়ের গল্প' পরিবেশন করে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেন। তাতে ছিলেন নন্দিতা সিনহা ঘোষ, জুঁই ভট্টাচার্য এবং বর্ণালি বিশ্বাস। সবশেষে অণুনাটক 'গুরুদেব' মঞ্চস্থ করে নান্দনিক নাট্য সংস্থা। নির্দেশনায় ছিলেন সাত্যকি চক্রবর্তী।

পরপর অনুষ্ঠানের ডালি সাজিয়ে দেন শ্রাবণী চক্রবর্তী। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকে উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও গাছ দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। সঞ্চালনায় ছিলেন জুঁই ভট্টাচার্য।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

মূকাভিনয়ে মাত

জলপাইগুড়ি সৃষ্টি মাইম থিয়েটারের উদ্যোগে কিছুদিন আগে আয়োজিত হল 'জাতীয় মূকাভিনয় উৎসব'। এই উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ির রবীন্দ্র ভবনে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়েছিল। মূকাভিনয় ও মূকনাট্য পরিবেশনের পাশাপাশি ছিল মূকাভিনয় বিষয়ে চিত্রকলা প্রদর্শনী, কর্মশালা, আলোচনা সভা। অনুষ্ঠানের শুরুর দিন ছিল আলপনা প্রতিযোগিতা। মূকাভিনয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিল্পী নির্মল চন্দ। প্রদর্শনীতে শামিল হন উইঙ্গস আর্টিস্টস গ্রুপের ১৩ জন শিল্পী। দ্বিতীয় দিন জাতীয় মূকাভিনয় উৎসবের সূচনা করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মূকাভিনেতা, নাট্যশিক্ষক পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী ও অন্যরা। জলপাইগুড়ি সৃষ্টি মাইম থিয়েটারের 'আনন্দের পাঠশালা' বিভাগের খুদে শিল্পীরা পরিবেশন করে সুকুমার রায়ের কাহিনী অবলম্বনে মূকনাট্য 'পাগলা দাশু'। মূকাভিনয় পরিবেশন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মূকাভিনেতা শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়। মহারাষ্ট্র থেকে আগত মূকাভিনেতা

জলপাইগুড়ির রবীন্দ্র ভবনে জাতীয় মূকাভিনয় উৎসবের একটি মুহূর্ত।

কুণীল মটলিঙ মঞ্চ মাতান তাঁর মূকাভিনয়ে। এর পাশাপাশি ছিল যোগনৃত্য পরিবেশনও। মূকনাট্য 'ওলট পালট' পরিবেশন করে দর্শকদের মন জয় করে নেন অসমের মূকাভিনেতা প্রণবজ্যোতি হিরু।

উৎসবের শেষদিন 'সফদর হাসমি ও তাঁর থিয়েটার' বিষয়ে আলোচনা করেন দিল্লি জননাট্য মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রথীন দাস। পঙ্কজ রায়ের নির্দেশনায় মূকাভিনয় পরিবেশন করে জলপাইগুড়ির প্রয়াত মূকাভিনেতা রতন সরকার প্রতিষ্ঠিত জলপাইগুড়ি মূক মঞ্চ। পরে মূকাভিনয় পরিবেশন করেন মহারাষ্ট্রের মূকাভিনেতা সংকেত খেদকার। সাদাত হাসান মান্টো-র কাহিনী অবলম্বনে সব্যসাচী দত্তর নির্দেশনায় উদ্যোক্তা সংস্থার নবতম মূকনাট্য 'কালবেলা' পরিবেশিত হয়। প্রচুর প্রশংসা কুড়োয়। শেষে আলপনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদানের পাশাপাশি ও চিত্রশিল্পীদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

–অনসূয়া চৌধুরী

কবিপ্রণাম

জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীর আয়োজনে নাচে-গানে নাটকে কবিতায় পালিত হল কবিপ্রণাম। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সংস্থার সদস্য অর্পিতা চক্রবর্তী। মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীর শিশু-কিশোর বিভাগ ও অভিভাবকদের পরিবেশনায় ছিল- ঋতুরঙ্গ। শিশুদের নাট্যচর্চায় নিয়ে আসার ফাঁকে একদিন যে নিজেদেরও কোনওদিন মঞ্চে উঠতে হতে পারে তা কোনওদিন ভাবেননি তাপসী সরকার, টুম্পা মালাকার, কল্যাণী ধর, দীপা দত্তের মতো অভিভাবকরা। শ্রেয়া পাল, অনুষ্কা মালাকার, প্রিয়াংকা সাহা, পল্লবী দাস, রুপা খাতুনদের নাচের সঙ্গে ভাষ্যে ছিলেন তাদের অভিভাবকরা। আবৃত্তি কোলাজ পরিবেশন করেন সংস্থার সদস্য সুমন্ত রায়, গৌরব চক্রবর্তী, রুশিকা মণ্ডল, ইয়ান ধর, রীতিকা দত্ত, সস্মিত ঘোষ প্রমুখ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বদনাম নাটক অবলম্বনে 'সৌদামিনীর কথা' পরিবেশন করেন নির্দেশক তথা অভিনেত্রী রিনা ভারতী। সমবেত সংগীত পরিবেশন করে সৃজা সংগীত গোষ্ঠী। আবৃত্তি কোলাজে ছিল কথাঘর (বাচনিক সংস্থা)-এর শিল্পীদের পরিবেশনা। নৃত্য পরিবেশন করেন সৃজনী, নৃত্যমালঞ্চ ও নৃত্য দর্পণের শিল্পীরা। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মৌসুমি কুণ্ডু।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

৭ পুরস্কার

কলকাতার অনীক নাট্য সংস্থা হলদিবাড়ি কোলাজের সহযোগিতায় এবারে তাদের ২১তম আন্তঃবিদ্যালয় বাংলা নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল হলদিবাড়িতে। কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় কোচবিহারের দুটি বিদ্যালয় পেল অভাবনীয় সাফল্য। কোচবিহারের সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল অর্ণব মুখোপাধ্যায় রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'এই আদি এই অনন্ত' মঞ্চায়ন করে অধিকার করেছে সাতটি পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও নাট্যকারের পুরস্কার পেয়েছেন অর্ণব মুখোপাধ্যায়। এছাড়া প্রথম চারটি অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছে যথাক্রমে কুণাল রায়, অনীক দে, সাগর দাস এবং কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কোচবিহারের নীলকুঠি সিস্টার নিবেদিতা গার্লস হাইস্কুল দ্বিতীয় প্রযোজনার পুরস্কার পেয়েছে তাদের নাটক 'দ্রৌপদী' মঞ্চায়নের মাধ্যমে। তারা পেয়েছে আরও পাঁচটি পুরস্কার। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও নির্দেশকের পুরস্কার পেয়েছেন মাধুরী বরগাঁও। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার দখলে রেখেছে যথাক্রমে বিজয়েতা মহন্ত, পম্পি বর্মন ও দীপিকা পাল। সদর গভর্নমেন্টের নাটকে যেমন অস্পৃশ্যতাকে সামাজিক ব্যাধি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি সিস্টার নিবেদিতার নাটক সমাজের অবহেলিত শ্রেণির নিজস্ব অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার কথা শুনিয়েছে।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

পত্রিকা প্রকাশ

আলিপুরদুয়ার প্রবীণ নাগরিক সংস্থার উদ্যোগে সংস্থার বার্ষিক পত্রিকা 'সায়াহ্নে'-এর উন্মোচন হল মায়া টকিজ রোড এলাকায়। পত্রিকার এই সংখ্যায় সংস্থার সদস্যরাই লিখেছেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার চারজন বরিষ্ঠ সদস্যকে সংর্ধনা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, এসএফআইয়ের ফালাকাটা ৩ নম্বর লোকাল কমিটির উদ্যোগে সম্প্রতি সৃজনী পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হল। শিক্ষক রাধাগোবিন্দ মোদক এটি প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রকাশ ছাড়াও জটেশ্বর চৌপথি প্রাঙ্গণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। পত্রিকার এই সংখ্যা প্রকাশের দায়িত্বে ছিলেন এসএফআই ফালাকাটা ৩ নম্বর লোকাল কমিটির সভাপতি অনির্বাণ ভৌমিক ও সম্পাদক স্নেহাশিস বণিক।

–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী ও শান্ত বর্মন

শারদ সংখ্যা

সম্প্রতি বর্ণমালা পত্রিকার উদ্যোগে দিনহাটার ভেটাগুড়ির চৌপথি উচ্চবিদ্যালয়ে এক বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল 'শারদীয় বর্ণমালা'-র ১৪৩২ সংখ্যা। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লোকসাহিত্যিক রমণীমোহন বর্মা, কবি উত্তম চৌধুরী, কবি অজিতকুমার দত্ত, ছড়াকার উপেন রায়, বিশিষ্ট ক্রীড়াব্যক্তিত্ব ও নাট্যকার শ্যামলকৃষ্ণ বর্মন প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পত্রিকার সম্পাদক সমীর পাল। সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সাহিত্যিক সুনীল সাহাকে পুরস্কৃত করা হয়। কবিতার জগতে বিশেষ অবদানের জন্য কবি সঞ্জয় সোম ও মানিক সাহা পুরস্কৃত হন। স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন সঞ্জয় সোম, মানিক সাহা, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, বিদ্যুৎকুমার পাল, অমল দাস, তপন বসাক, শৈলেন দাস, শম্পা দত্ত দে, বৈদ্যনাথ দত্ত, রবীন্দ্র মণ্ডল, রাকেশ বর্মন প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অভিজিৎ দাশ।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

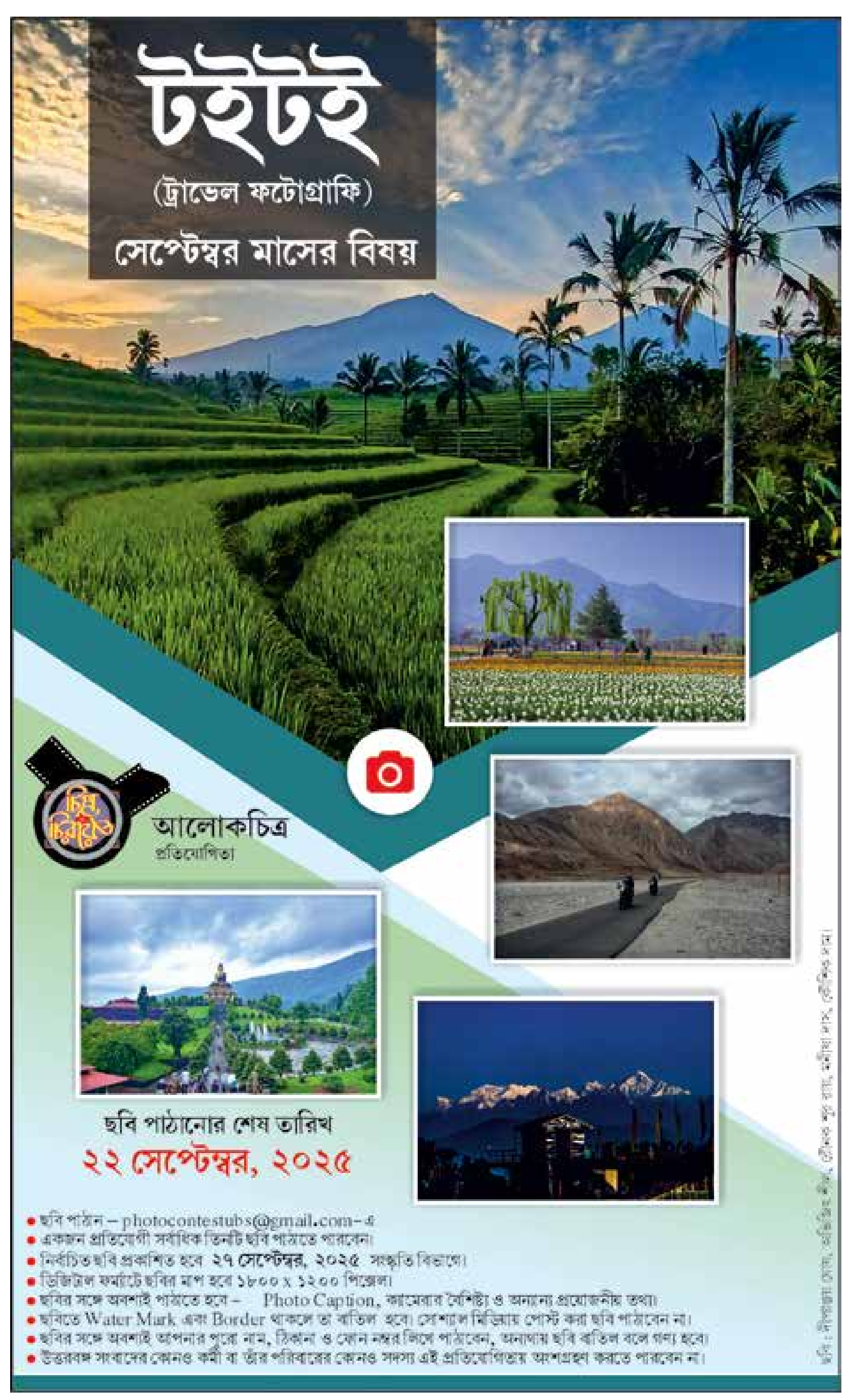

অণুনাটকে পুজোর আমেজ

অণুনাটকের আয়োজনে আলিপুরদুয়ারের পলাশবাড়িতে আগেভাগেই পুজোর আমেজ হাজির।

তমোজিৎ রায় রচিত ও নির্দেশিত কোচবিহার ব্রাত্যসেনা নাট্য সংস্থা পরিবেশন করে 'সঞ্জয় উবাচ'। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে দেশের প্রথম সাংবাদিক সঞ্জয়ের চরিত্র এখানে তুলে ধরা হয়। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কাছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিস্তারিত তথ্য বর্ণনা করেছিলেন সঞ্জয়। তাঁকেই ভারতের প্রথম সাংবাদিক বলা হয়। ৩০ মিনিটের নাটকে অতীত ও বর্তমানের সাংবাদিকের চরিত্র তুলে ধরা হয়। আয়োজক পলাশবাড়ি ভাবনা নাট্যম পরিবেশন করে

পলাশবাড়িতে আয়োজিত অণুনাটক উৎসবের একটি মুহূর্ত।

'লড়াই' নাটক। রতনকুমার চৌধুরী নির্দেশিত এই নাটকে তিনজন মহিলা ট্রেনযাত্রীকে তুলে ধরা হয়। ঘরে-বাইরে মেয়েরা আজ সুরক্ষিত নয়। কোথাও সংসারের অভাব দূর করতে স্ত্রীকে ব্যভিচারী বানানো হচ্ছে। আবার কোথাও পুরুষ বহু নারীর সঙ্গে সম্পর্ক করে নিজের স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছে। তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে নারীদের লড়াইয়ের কাহিনী ২২ মিনিটে ফুটিয়ে তোলা হয়।

আলিপুরদুয়ার সমকণ্ঠী নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত নাটক ছিল 'কাঁথা'। সিন্টু দত্ত নির্দেশিত ২৫ মিনিটের এই নাটকে মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের কথা তুলে ধরা হয়। কলকাতার দমদমের স্বপ্নিল নাট্য সংস্থা ৫৩ মিনিটের 'ভ্রূণ' নাটক পরিবেশন করে। উদয় রাও নির্দেশিত এই নাটকে ভ্রূণহত্যাকে কেন্দ্র করে। ভ্যানরিকশাচালকের স্ত্রী যাত্রাদলের অভিনেত্রী। স্বামী চায় সন্তান। কিন্তু যাত্রায় অভিনয়ের সূত্রে স্ত্রী তাতে রাজি নন। তবু একসময় অন্তঃসত্ত্বা হন স্ত্রী। তখন যাত্রায় প্রধান নায়িকার অভিনয়ের টানে গর্ভপাত করিয়ে নেন তিনি। এদিকে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই সন্তানটির সন্ধানে দিশেহারা পরিস্থিতি হয় রিকশাচালক স্বামীর। চার নাটকের মাধ্যমে অনেক কিছুই মিলেমিশে একাকার।

–সুভাষ বর্মন

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

সময় বাঁধল সুপ্রিম কোর্ট

পুর-নিয়োগ দুর্নীতিতে অয়নের জামিন খারিজ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি কোনও সাধারণ মামলা নয়, শুক্রবারের শুনানিতে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি পিএস নরসীমা বলেন, 'এটা কোনও সাধারণ মামলা নয়। এখানে ওএমআর শিট বিকৃত হয়েছে, প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়েছে। হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে, বহু যোগ্য প্রার্থী চাকরি পাননি। এখনও তদন্ত শেষ হয়নি, একাধিক পৌরসভার তদন্ত বাকি।'

শুক্রবার পৌর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় বিচারপতি পিএস নরসীমা ও বিচারপতি অতুল এল চান্দুরকরের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত জানায়, এই মুহূর্তে তাঁকে জামিন দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে আপাতত জেলেই থাকতে হচ্ছে হুগলির এই ব্যবসায়ী-প্রোমোটারকে।

এদিন অয়ন শীলের জামিনের আবেদন জানাতে গিয়ে তাঁর আইনজীবী মিশা রোহতোগির যুক্তি ছিল, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যেখানে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিন পেয়েছেন, সেখানে এই মামলায় আড়াই বছর তদন্ত সত্ত্বেও মাত্র একটি চার্জশিট জমা পড়েছে। তিনি আরও বলেন, ৩৭ জন সাক্ষীর বয়ান সংগ্রহ করা বাকি, ১৬টি পৌরসভার মধ্যে মাত্র ৫টির তদন্ত শেষ হয়েছে। তাই তিন মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হোক।

সিবিআই আদালতে দাবি করে, ইতিমধ্যে ১৫টি পৌরসভার তদন্ত শেষ। ওএমআর শিট বিকৃতির ঘটনায় আরও কিছু অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা বাকি। তদন্তে বহু নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যা এই মামলার গুরুত্ব বাড়িয়েছে। সিবিআই তাই তদন্ত শেষ করতে ছ'মাস সময় চায়। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর আদালত নির্দেশ দেয়, ছ'মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে। এরপর অয়ন শীল ফের জামিনের আবেদন করতে পারবেন।

> এটা কোনও সাধারণ মামলা নয়। এখানে ওএমআর শিট বিকৃত হয়েছে, প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়েছে। হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে, বহু যোগ্য প্রার্থী চাকরি পাননি।
>
> **পিএস নরসীমা**
> *সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি*

অয়ন শীলকে প্রথমে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছিল শিক্ষক-অশিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায়। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টও তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল।

ছ'সপ্তাহে কার্যকর করতে হবে রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় ফের কড়া অবস্থান নিল দেশের শীর্ষ আদালত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, ডিএলএড (ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন) প্রশিক্ষণরত টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে কোনও অবস্থায় কার্যকর করতে হবে। বিচারপতি পিএস নরসীমা এবং বিচারপতি অতুল এস চন্দুরকরের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, এই রায় কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকারকে সর্বোচ্চ ছ'সপ্তাহ সময় দেওয়া হচ্ছে।

২০২২-এর ২৯ সেপ্টেম্বর রাজ্যে ১১,৭৬৫টি প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। তাতে ২০১৪ এবং ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। মোট ৯,৫৩৩ জনকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এমন অনেক টেট উত্তীর্ণ ছিলেন যাঁরা ২০২০ সালে ডিএলএড প্রশিক্ষণ শুরু করলেও ২০২২ সালে নিয়োগের সময় প্রশিক্ষণ সমাপ্তির শংসাপত্র পাননি। যদিও নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে তাঁরা শংসাপত্র হাতে পেয়ে যান। এনসিটিই-র (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন) নিয়ম অনুযায়ী ডিএলএড প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ না থাকলে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ সম্ভব নয়। তাই তাঁদের নিয়োগে সমস্যা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তাঁদের নিয়োগের চেষ্টা করলে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তা মঞ্জুর করেছিলেন। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সেই নির্দেশ খারিজ করে দেয়। এরপরই ডিএলএড প্রশিক্ষণরত প্রার্থীরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন।

৪ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পিএস নরসীমা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশই বহাল রাখে। এর ফলে রাজ্যে ২,২০০-রও বেশি শূন্যপদে ডিএলএড প্রশিক্ষণরত টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের রাস্তা খুলে যায়। এখনও পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টে মামলাকারীরা।

বিচারপতি নরসীমা কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে বলেন, 'আপনারা বারবার নিজেদের অবস্থান বদলাবেন না। আমাদের নির্দেশ পালন করতেই হবে। এই রায় কার্যকর করতে হবে এবং তা করতে হবে ছ'সপ্তাহের মধ্যে।' বিচারপতির এই পর্যবেক্ষণের পর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত আদালতকে আশ্বস্ত করেন যে, রাজ্য সরকার অবশ্যই শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে পদক্ষেপ করবে। এদিকে এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত বিকাশ পাত্র আবেদন খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ জানিয়েছে, 'আপনি অযোগ্য। আমাদের কিছু করার নেই।'

তিন প্রাক্তনীর সঙ্গে নতুন উপরাষ্ট্রপতি। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ অনুষ্ঠানের পর খোশমেজাজে তাঁরা।

এআই ভিডিয়োয় চর্চায় হীরাবেন, শুরু তর্জা

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : তিনি ইহলোক ছেড়ে পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন বহু আগেই। কিন্তু তারপরও বিহারের আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে অন্যতম ইস্যু হয়ে উঠেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রয়াত মা হীরাবেন মোদি। সম্প্রতি বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেলে একটি এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) নির্ভর ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে।

৩৬ সেকেন্ডের ওই ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর ধাঁচে তৈরি একটি চরিত্র যাঁর নাম সাহেব। তিনি রাতে শুতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আপন মনে তিনি বলছেন, 'আজকের ভোট চুরি হয়ে গিয়েছে। এবার আমি শুতে যাই।' তাঁর পাশেই রাখা রয়েছে ভোটার তালিকা, ইভিএমের বাক্স। ঘুমোনোর সময় সাহেব তাঁর বৃদ্ধা মাকে স্বপ্নে দেখেন। প্রয়াত হীরাবেনের আদলে তৈরি ওই চরিত্রটি ছেলেকে তিরস্কার করে বলছেন, 'বাবা আমার, প্রথমে তুমি আমাকে নোটবন্দির লম্বা লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারপর আমার পা ধোয়ার রিল বানিয়েছিলে। আর এখন বিহারে আমার নামে রাজনীতি করছ। অপমানজনক ব্যানার পোস্টার ছাপালে। তুমি আবার বিহারে নাটক করার চেষ্টা করছ। রাজনীতির নামে আর কত নীচে নামবে?' এরপরই ঘুম ভেঙে যায় প্রধানমন্ত্রীর আদলে তৈরি চরিত্রটির।

স্বাভাবিকভাবেই এমন ভিডিও সামনে আসতেই রে রে করে উঠেছে বিজেপি। এর আগে রাহুল গান্ধির ভোটার অধিকার যাত্রার মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর মাকে অপমান করা হয়েছে বলে সুর চড়িয়েছিল বিজেপি। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এক্সে লেখেন, 'জনতার দ্বারা বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর কংগ্রেস মরিয়া হয়ে গিয়েছে। বিকৃত মানসিকতা নিয়ে প্রতিদিনই নীচে নামার নতুন রেকর্ড তৈরি করছে তারা।' আইটি সেলের নেতা অমিত মালব্যের অভিযোগ, রাহুল গান্ধির নির্দেশেই প্রধানমন্ত্রীর মাকে অপমান করা হয়েছে। যদিও বিজেপির অভিযোগ মানেনি কংগ্রেস। দলের নেতা পবন খেরার পালটা বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রীর মায়ের প্রতি অসম্মান দেখানো হয়েছে কোথায়? আমাকে একটা শব্দ, একটা আচরণ দেখান যেখানে অসম্মানজনক কিছু বলা হয়েছে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অভিভাবকদের কর্তব্য। উনি শুধু তাঁর সন্তানকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এবার যদি সেই সন্তান ওই শিক্ষাকে অসম্মানজনক বলে ভাবেন তাহলে সেটা তাঁর মাথাব্যথা। আমার বা আপনার নয়।' খেরার খোঁচা, 'প্রধানমন্ত্রী রাজনীতির জগতের মানুষ। বিরোধীদের হাসি-মজাও ওঁকে সহ্য করতে হবে। আর ওই ভিডিওতে মজার কিছু নেই। রয়েছে উপদেশ।'

রাধাকৃষ্ণানের শপথে হাজির ধনকর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার দেশের পঞ্চদশ উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন চন্দ্রপুরম পন্নুস্বামী রাধাকৃষ্ণান। রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবার হলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রমুখ হাজির থাকলেও শপথ-মঞ্চে সবার নজর কাড়েন সদ্য প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। ২১ জুলাই রাতে আচমকা ইস্তফা দেওয়ার পর থেকে তাঁকে আর জনসমক্ষে দেখা যায়নি। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি সরে গিয়েছিলেন। যদিও এদিন তাঁকে দেখে অসুস্থ বলে কারও মনে হয়নি। ধনকরের সঙ্গে হাজির ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনকরও। বিজেপির সঙ্গে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতির দূরত্ব নিয়েও জল্পনা চলছে। কিন্তু সেই জল্পনায় জল ঢেলে এদিন তিনি উত্তরসূরির শপথ অনুষ্ঠানের প্রথম সারিতেই বসেছিলেন। পরে রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে খোশমেজাজে গল্প করতেও দেখা যায় তাঁকে। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাধাকৃষ্ণানের আরও দুই পূর্বসূরি বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং হামিদ আনসারিও। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দও উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে শপথের অনুষ্ঠানে বিরোধী শিবিরের লোকসভা ও রাজ্যসভার দলনেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়নি। বিরোধীরা অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রীকে 'অতিরিক্ত সম্মান' দেখানো হয়েছে, যা রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রচলিত প্রথার পরিপন্থী। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন উপস্থিত থাকলেও তাঁদের প্রথম সারিতে বসানো হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন।

অন্যদিকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এদিনের অনুষ্ঠানে গরহাজির থাকায় বিতর্ক বাধে। বিজেপি প্রশ্ন তোলে, কেন তিনি দেশের উপরাষ্ট্রপতির শপথে উপস্থিত থাকলেন না? জবাবে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেন, 'প্রশ্নটা রাহুল গান্ধি ছিলেন কি না, সেটা নয়। প্রশ্নটা হল, ধনকর সেখানে ছিলেন কি না? আমাদের প্রশ্ন, তাঁকে কথা বলার অনুমতি কবে দেওয়া হবে?'

দুই হাইকোর্টে বোমাতঙ্ক

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার বোমাতঙ্কের জেরে নাস্তানাবুদ হল দিল্লি ও বম্বে হাইকোর্ট। এদিন দিল্লি হাইকোর্টের আধিকারিকদের ই-মেলে বিচারপতিদের ঘরে বোমা রাখা আছে বলে হুমকি বার্তায় লেখা ছিল, বেলা দু'টোর আগে যেন কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ করেন। খবরকে কেন্দ্র করে হইচই পড়ে যায়। আদালত চত্বর ফাঁকা করা হয়। একই দিনে বম্বে হাইকোর্টেও বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকিবার্তা আসে আধিকারিকদের সরকারি ই-মেলে। বিচারক, আইনজীবী, কর্মী ও উপস্থিত ব্যক্তিদের সরানো হয়। দুটি হাইকোর্টে তল্লাশি চালিয়েও সন্দেহজনক কিছু পায়নি পুলিশ।

কাল যাত্রা শুরু

শ্রীনগর, ১২ সেপ্টেম্বর : রবিবার থেকে ফের শুরু হচ্ছে বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। শ্রীমাতা বৈষ্ণোদেবী শ্রাইন বোর্ড শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে যে, আবহাওয়া অনুকূল থাকলে পুণ্যার্থীরা ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে যাত্রা শুরু করতে পারবেন। প্রতিকূল আবহাওয়া ও মন্দিরে যাওয়ার রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য সাময়িকভাবে বৈষ্ণোদেবী যাত্রা স্থগিত করা হয়েছিল। ২৬ অগাস্ট থেকে বন্ধ হয়ে যায় বৈষ্ণোদেবী যাত্রা।

হত মাওবাদী

রায়পুর, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল দুই মাওবাদীর। ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর অস্ত্র ও বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম মিলেছে।

পুলিশের গুলিতে নিহত ছেলের দেহের সামনে কান্না মায়ের। শুক্রবার কাঠমাণ্ডুতে।

থারুরের নিশানায় ট্রাম্প

সিঙ্গাপুর ও নাগপুর, ১২ সেপ্টেম্বর : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের খামখেয়ালির খেসারত দিতে হচ্ছে ভারতকে। এদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ট্রাম্প সরকার যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে তার ফলে ভারতে লক্ষাধিক মানুষ কাজ হারিয়েছেন। একথা জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

সিঙ্গাপুরে এক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'ট্রাম্প একজন অস্বাভাবিক মানুষ। আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রেসিডেন্টকে আশ্চর্যজনকভাবে বেশি ক্ষমতা দিয়েছে। রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে জরিমানা এবং বাড়তি শুল্ক বাবদ যে পরিমাণ বোঝা চাপানো হয়েছে, তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। মানুষ চাকরি হারাচ্ছে। সুরাটে রত্ন ও অলংকার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অন্তত ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। কূটনীতি সম্পর্কে চিরাচরিত ধ্যানধারণা ট্রাম্প বদলে দিয়েছে বলে থারুর জানান।

কংগ্রেস নেতা বলেন, 'তাঁর (ট্রাম্প) আগে আমেরিকায় ৪৪-৪৫ জন প্রেসিডেন্ট এসেছেন। কিন্তু হোয়াইট হাউসের তরফে এ ধরনের পদক্ষেপ কখনও দেখা যায়নি।' রাশিয়া থেকে তেল আমদানি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'এটি আসলে নিষেধাজ্ঞা এবং রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য এটি আমাদের বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অন্যায্য। কারণ, চিন রাশিয়া থেকে অনেক বেশি তেল এবং গ্যাস আমদানি করছে।'

সরব সংঘও

ভারতের ওপর আমেরিকার চড়া শুল্কের কড়া সমালোচনা করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস)। সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতের মতে, ভারতের উন্নয়নের গতিকে ভয় পেয়ে শুল্কের বোঝা চাপিয়েছে আমেরিকা।

শুক্রবার নাগপুরে ব্রহ্মকুমারী বিশ্ব শান্তি সরোবরের ৭ম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বিশ্বে অনেকে ভয় পাচ্ছে যে, ভারত যদি উন্নতি করে, তবে তাদের প্রভাব ক্ষেত্র হ্রাস পাবে। তাই তারা শুল্ক আরোপ করছে। আমরা কিছুই করিনি, কিন্তু যারা এটি করেছে তারা ঠিক করছে না। এইভাবে ভারতকে চাপে ফেলা যাবে না।'

১৫ সেপ্টেম্বর দেশ থেকে বর্ষা-বিদায়

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : বর্ষা বিদায় আসন্ন। দেশ থেকে এবছরের মতো পাততাড়ি গোটাতে চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ১৫ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বর্ষা বিদায় নেওয়া শুরু করবে। সাধারণত প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৫ অক্টোবরের মধ্যে সারা দেশ থেকে বর্ষা বিদায় নেয়। তবে এবছর নির্ধারিত সময়ের আগেই বর্ষার আসে। ১ জুনের পরিবর্তে ২৪ মে কেরলে বর্ষা প্রবেশ করে, যা ২০০৯ সালের পর দ্রুততম আগমন। এবার পুরো দেশে ৯ দিন আগে অর্থাৎ ৮ জুলাইয়ের আগেই বর্ষা এসেছিল। এই বছর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দেশে ৮৩৬.২ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ বেশি। গত মে মাসে আবহাওয়া দপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছিল, জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে ১০৬ শতাংশ বৃষ্টিপাত হতে পারে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এই অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত কৃষিক্ষেত্রে বেশ উপকারী বলে মনে করা হচ্ছে।

কেবল দিল্লিতে কেন বাজি নিষিদ্ধ?

সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : দীপাবলির আগে বাজি নিষিদ্ধের বিষয়ে কড়া পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই প্রশ্ন তুলেছেন, কেন বাজি নিষিদ্ধ করার নীতি কেবল দিল্লির 'অভিজাত' নাগরিকদের জন্য হবে, দেশের অন্য অঞ্চলের মানুষের জন্য নয়? তিনি বলেন, যদি দূষণমুক্ত বাতাস উপভোগ করা দিল্লির মানুষের অধিকার হয়, তবে তা দেশের প্রতিটি মানুষের অধিকার। প্রধান বিচারপতির মতে, দূষণের সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা এবং এর সমাধানও সারা দেশজুড়ে হওয়া উচিত।

বিচারপতি গাভাই আরও বলেন, গত শীতকালে তিনি অমৃতসরে ছিলেন এবং সেখানে দূষণের মাত্রা দিল্লির চেয়েও খারাপ ছিল। বাজির ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি হলে, তা সারা দেশে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। এর ফলে বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত দরিদ্র শ্রমিকদের জীবিকাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাই তাদের কথাও ভাবতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট বর্তমানে বাজির ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে একটি সর্বভারতীয় নীতি তৈরির জন্য কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট-এর কাছে একটি রিপোর্ট চেয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি দুই সপ্তাহ পরে হবে।

নোবেল কমিটির বার্তা

ওয়াশিংটন, ১২ সেপ্টেম্বর : অক্টোবরের ১০ তারিখে নোবেল পুরস্কারের নাম ঘোষিত হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দাবি করছেন, তিনি নোবেল পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। যদিও নরওয়ের নোবেল কমিটি জানিয়েছে, ট্রাম্পের কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। কমিটির সচিব ক্রিস্টিয়ান বার্গ হার্পভিকেন বলেছেন, 'মনোনীত প্রার্থীকে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়।'

কঙ্গোয় নৌকাডুবি

কিনশাসা, ১২ সেপ্টেম্বর : ভয়াবহ নৌকাডুবিতে মৃত্যু হল অন্তত পক্ষে ৮৬ জনের। বুধবার কঙ্গোর উত্তর পশ্চিমের ইকুয়েটার প্রদেশে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই পড়ুয়া। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তদন্ত শুরু হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, অতিরিক্ত যাত্রীর ভারেই নৌকাটি টাল সামলাতে না পেরে ডুবে যায়।

ভারতীয় বংশোদ্ভূতর শিরশ্ছেদ, ধৃত সহকর্মী

অস্টিন, ১২ সেপ্টেম্বর : অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সহকর্মীর হাতে খুন হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মোটেল ম্যানেজার চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইয়া। সহকর্মী তাঁর মাথা কেটে দিয়েছে। বুধবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ডালাসে নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে ম্যানেজারের স্ত্রী ও পুত্রের সামনে। অভিযুক্ত ইয়োরডোনিস কোবোস মার্টিনেজকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনেছে। বর্তমানে মার্টিনেজ ডালাস কাউন্টি জেলে বন্দি। একটি খারাপ ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার না করার নির্দেশ। এই নির্দেশ সরাসরি না দিয়ে মোটেলের এক কর্মীর মাধ্যমে মার্টিনেজকে জানিয়েছিলেন ম্যানেজার। তাতে রেগে আগুন হয়ে মার্টিনেজ মোটেল থেকে নিয়ে আসে ধারালো অস্ত্র। বছর ৫০-এর মোটেল ম্যানেজার চন্দ্রমৌলির জন্ম কর্ণাটকে।

ধৃত হত্যাকারী

ওয়াশিংটন, ১২ সেপ্টেম্বর : 'বন্ধু' চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে 'কালো দিন' আখ্যা দিয়ে হত্যাকারীকে ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষিপ্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এফবিআই আততায়ী সম্পর্কে তথ্য দিলে একলক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আততায়ীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নাম টাইলার রবিনসন। ২২ বছরের ওই ব্যক্তি উটার বাসিন্দা। এই তথ্য দিয়েছেন পাঁচ ঊর্ধ্বতন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা। ট্রাম্প বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে মনে করছি, আমরা ঠিক লোককেই ধরেছি।' ধৃতের পরিবারের এক সদস্য আততায়ীকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

প্রয়াত এডিআর প্রতিষ্ঠাতা

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার কাকভোরে প্রয়াত হলেন অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর প্রতিষ্ঠাতা-ট্রাস্টি জগদীপ ছোকার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বুদ্ধিজীবী মহলে। রেলের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ছোকার। পরে আহমেদাবাদ আইআইএমের ডিরেক্টর হয়েছিলেন। ভারতের নির্বাচনি রাজনীতির সংস্কারের জন্য লড়াই এবং এডিআর প্রতিষ্ঠা ছোকারের জীবনের অন্যতম মাইলফলক। সহকর্মী ত্রিলোচন শাস্ত্রী ১৯৯৯ লোকসভা ভোটে আহমেদাবাদ কেন্দ্রের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র খতিয়ে দেখার সময় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছিলেন। ত্রিলোচন শাস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করেন এডিআর। ২০০০-এর নভেম্বরে তাঁদের তরফে দায়ের করা একটি মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়, সম্পত্তির খতিয়ান, অপরাধে জড়িত থাকার মামলা সহ হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

বিস্মিত ট্রাম্প

ব্রাসিলিয়া, ১২ সেপ্টেম্বর : ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইল বলসোনারোকে ২৭ বছর ৩ মাসের কারাদণ্ড দিল সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট। তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগের সবকটিতেই দোষী সাব্যস্ত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বলসোনারোর শাস্তিতে ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন বলসোনারো। আমি সত্যিই বিস্মিত।'

কংগ্রেস শীর্ষে, সর্বনিম্ন সিপিএম

ভারতের রাজনীতিতে বংশানুক্রমিক প্রভাবের নতুন চিত্র

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : দেশের রাজনীতিতে বংশ পরম্পরায় রাজনীতির ধারা নতুন নয়। কিন্তু এর ব্যাপ্তি ঠিক কতটা? সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সমীক্ষার রিপোর্ট সেই চিত্রই তুলে ধরেছে।

অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) এবং ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ (নিউ)-এর একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের মোট ৫,২০৪ জন সাংসদ, বিধায়ক এবং বিধান পরিষদের সদস্যের মধ্যে ২১ শতাংশেরই রাজনৈতিক পারিবারিক পরিচয় রয়েছে। এই ধারা সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে লোকসভায়, যেখানে ৩১ শতাংশ সাংসদই কোনও না কোনও রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য।

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এই পারিবারিক শাসনের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে কংগ্রেসে। দলের মোট নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৩২ শতাংশই 'ডাইন্যাস্ট'। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি, যেখানে এই হার ১৮ শতাংশ। অন্যদিকে, বামপন্থী দলগুলির মধ্যে এই প্রবণতা সবচেয়ে কম। সিপিএম-এর ক্ষেত্রে মাত্র ৮ শতাংশ সদস্যই রাজনৈতিক পরিবারের উত্তরাধিকারী। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, ভারতের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলিতে পারিবারিক প্রভাব কতটা গভীর।

রাজ্যভিত্তিক চিত্র এবং প্রবণতা

রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশ এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। সেখানে ১৪১ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি বংশানুক্রমিক রাজনৈতিক পটভূমি থেকে এসেছেন। এরপরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র (১২৯), বিহার (৯৬) এবং কর্ণাটক (৯৪)। যদিও শতাংশের নিরিখে চিত্রটা কিছুটা ভিন্ন। অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৪ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে ৩২ শতাংশ এবং কর্ণাটকে ২৯ শতাংশ নির্বাচিত সদস্য রাজনৈতিক পরিবার থেকে এসেছেন।

তবে শুধু বড় দল বা রাজ্য নয়, আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যেও এই প্রবণতা প্রবল। শরদ পাওয়ারের এনসিপি এবং জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সে এই হার ৪২ শতাংশ। তৃণমূল কংগ্রেস (১০ শতাংশ) এবং এআইএডিএমকে (৪ শতাংশ) এই ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম পারিবারিক প্রভাবের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে।

নারীদের প্রতিনিধিত্ব এবং পারিবারিক উত্তরাধিকার

এই রিপোর্টে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। যেখানে পুরুষ প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৮ শতাংশ রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য, সেখানে নারী প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে এই হার ৪৭ শতাংশ। এর থেকে বোঝা যায়, রাজনৈতিক পরিবারের নারীদের জন্য রাজনীতিতে প্রবেশ অনেক সহজ হয়েছে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বিহারের মতো রাজ্যগুলিতে নারী রাজনীতিবিদদের মধ্যে পারিবারিক উত্তরাধিকারের হার অনেক বেশি। এটি একদিকে যেমন নারীদের জন্য রাজনৈতিক দরজা খুলেছে, তেমনি প্রথম প্রজন্মের নারীদের জন্য স্থান সীমিত করেছে।

কারণ ও সমাধান

কেন এই পরিবারতন্ত্র? এডিআর-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এর মূল কারণ হল 'জিততে পারার ক্ষমতা' (winnability)। রাজনৈতিক দলগুলি প্রায়শই এমন প্রার্থীদের পছন্দ করে, যাদের পূর্বপুরুষদের কারণে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অর্থ, ক্ষমতা এবং প্রভাব রয়েছে। এতে নির্বাচনের খরচও কমে আসে।

এই প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট, ভারতীয় রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র একটি কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব এবং নির্বাচনের উচ্চ ব্যয় এই প্রবণতাকে আরও শক্তিশালী করেছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতে যেখানে দলগুলি ক্যাডার-ভিত্তিক এবং আদর্শগত, সেখানে পারিবারিক প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে, সিপিএম এবং আম আদমি পার্টি-র মতো দলগুলি তাদের আদর্শের কারণে পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

প্লেনের খাবার কেন স্বাদহীন

৩০০০০ ফুট উচ্চতায় বিমানে উড়তে উড়তে খাবার মুখে তুললেই মনটা খারাপ হয়ে যায়, তাই না? কিন্তু জানেন কি, এর কারণ বিমান সংস্থার স্বাদহীন খাবার নয়, বরং আপনার শরীর! বিমানের ভেতরে থাকা শুকনো বাতাস এবং কম চাপের কারণে আমাদের স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি কমে যায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মিষ্টি আর নোনতা স্বাদের প্রতি আমাদের সংবেদনশীলতা প্রায় ৩০ শতাংশ কমে যায়। তাই বিমানে খাবারকে সুস্বাদু করতে বেশি মশলা ব্যবহার করা হয়। পরের বার যখন বিমানে বিরিয়ানি খাবেন, তখন আর অভিযোগ করবেন না!

জাপানে ক্লাস পরিষ্কার করে ছাত্ররা

জাপানের স্কুলগুলোতে কোনও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নেই! সেখানে ছাত্রছাত্রীরাই প্রতিদিন নিজেদের শ্রেণিকক্ষ, শৌচাগার এবং স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে। এই পদ্ধতিকে তারা বলে 'সোওজি'। এটি জাপানের শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববোধ, দলগত কাজ এবং পরিবেশের প্রতি সম্মান শেখানো হয়। এটি তাদের শৃঙ্খলা শেখায় এবং স্কুলের প্রতি তাদের ভালোবাসা বাড়াতেও সাহায্য করে।

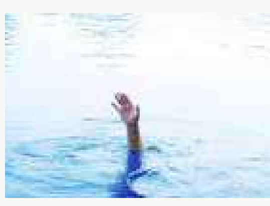

আত্মহত্যার সেতুতে এক দেবদূত!

চিনের নানজিং ইয়াংজি নদীর সেতুকে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক সেতু হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু এখানে এক দেবদূত আছেন! তাঁর নাম চেন সি। ২০০৩ সাল থেকে তিনি প্রতি সপ্তাহে এই সেতুতে এসে তাঁদের খোঁজেন, যাঁরা নিজেদের জীবন শেষ করতে চায়। নিজের পকেট থেকে খরচ করে তিনি শত শত জীবন বাঁচিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত তিনি প্রায় ৪৬৯ জনেরও বেশি জীবন বাঁচিয়েছেন। তাঁর এই আত্মত্যাগ তাঁকে শুধু স্থানীয় নায়ক নয়, বরং মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনের এক প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছে।

হাজার বছরের পুরোনো ওষুধ

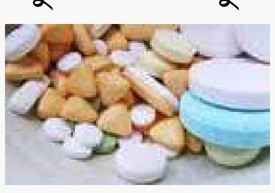

১১০০ শতাব্দীর একটি পুরোনো অ্যাংলো-স্যাক্সন চিকিৎসা পদ্ধতি, যা 'বাল্ডস আইসালভ' নামে পরিচিত, এখন আধুনিক চিকিৎসার জন্য নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। এটি ছিল রসুন, পেঁয়াজ, ওয়াইন এবং গোরুর পিত্তর এক মিশ্রণ, যা চোখের সংক্রমণ নিরাময়ে ব্যবহার করা হত। বিজ্ঞানীরা যখন এই মিশ্রণটি তৈরি করে আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়া MRSA-র বিরুদ্ধে পরীক্ষা করেন, তখন তাঁরা অবাক হয়ে যান। এই মিশ্রণটি প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যাকটিরিয়া মেরে ফেলে! এই আবিষ্কার আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিকের বিকল্প অনুসন্ধানে একটি নতুন দিক খুলে দিয়েছে।

'ইকো ওয়ারিয়র' পারভিন

মাদারিহাট, ১২ সেপ্টেম্বর : এ বছর বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের জন্য 'ইকো ওয়ারিয়র অ্যাওয়ার্ড' পেলেন জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন ভারতের মানবাধিকার কমিশনের মহাসচিব, ভারতের প্রধান বনপাল, ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্সের ডিরেক্টর জেনারেল। বৃহস্পতিবার ছিল বন শহিদ দিবস। দেশের বিভিন্ন বিভাগ থেকে মনোনীত ৮০ জনের বেশি আইএফএস অফিসারের মধ্যে পারভিনকে বেছে নেন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত বিচারকমণ্ডলী। আইএফএস (কেন্দ্রীয়) অ্যাসোসিয়েশন ও ইন্ডিয়ান মিডিয়া হাউসের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে পারভিনকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

পারভিন বক্সা টাইগার রিজার্ভে থাকার সময় দুটি গ্রামকে সফলভাবে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রথমবার বাঘের উপস্থিতি নথিভুক্ত হয়। একাধিক শিকারিচক্রকে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে সাজা নিশ্চিত করা হয়েছে। পারভিন প্রথম জীবনে এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। এরপর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স বেঙ্গালুরু থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। আইএফএস ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি জেএনইউ থেকে এমফিল করেছিলেন। 'ইকো ওয়ারিয়র অ্যাওয়ার্ড' পাওয়ার পর পারভিন জানান, আরও দায়িত্ব বেড়ে গেল। তবে তিনি সমস্ত বনকর্মীর কাছে কৃতজ্ঞ। সকলের প্রচেষ্টার জন্যই এই সাফল্য বলে জানান তিনি।

মহিলার হাড়

তিনের পাতার পর

কথা বলে জানা গেল, রাকেশকে নাকি এলাকায় খুব একটা দেখা যেত না। বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরেই থাকতেন। কখনও ভুটান, কখনও বিহার, আবার কখনও উত্তরপ্রদেশে থাকতেন। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ায় প্রতিবেশীরা মনে করছেন, হয়তো এই হাড় পাচারের কাজেই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। প্রতিবেশীদের মতে, হয়তো রাকেশ নিজেই তন্ত্রসাধনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। যদিও এলাকায় তাঁর আচার-আচরণে তন্ত্রসাধনার কোনও প্রভাব কেউ দেখেননি। কৃষ্ণ কুমার নামে রাকেশের এক প্রতিবেশীর মন্তব্য, 'ও তো মাসের ৩০ দিনের মধ্যে মাত্র দিন দশেক বাড়ি থাকত। ওদের বাড়ির সকলে একটু কুসংস্কারপ্রবণ। তবে রাকেশ যে হাড় পাচার করতে পারে, এটা শুনে অবাক হচ্ছি।'

এনবিইউতে তৃণমূলের আন্দোলনে প্রশ্ন

বন্ধ করে দেওয়া হল উপাচার্যের দপ্তর

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন থেকেই নেই উপাচার্য, স্থায়ী রেজিস্ট্রার। ফলে আটকে রয়েছে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কার্যত কোমায় চলে যাওয়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরতে রসায়নের অধ্যাপক ভাস্কর বিশ্বাসকে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেয় শিক্ষা দপ্তর। উত্তরের সবথেকে পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটাতে রাজ্য সরকার যখন পদক্ষেপ করেছে তখন রাজ্যের শাসকদলের কর্মী সংগঠনের আন্দোলনে শুক্রবার ফের স্তব্ধ হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম। বেতন বৃদ্ধির দাবি পূরণ না হওয়ায় উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রারের দপ্তর বন্ধ করে দিনভর বিক্ষোভ দেখালেন সারাবাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা-কর্মীরা। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের মূল গেট বন্ধ করে দিয়ে আন্দোলন শুরু করেন তাঁরা। টানা আন্দোলনের জেরে এদিন কার্যত কোনও প্রশাসনিক কাজই হয়নি। রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের শাসকদলের সংগঠনের দুই ভূমিকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন মহলে।

এনবিইউতে তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ। শুক্রবার।

একদিনের বিক্ষোভেই যে তাঁদের আন্দোলন বন্ধ হবে না সেকথা এদিন স্পষ্ট করেছেন শিক্ষাবন্ধু সমিতির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রণজিৎ রায়। একধাপ এগিয়ে দাবি না মিটলে সোমবার থেকে প্রশাসনিক ভবন পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তিনি। এদিন আন্দোলনকারীরা দফায় দফায় ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। উপাচার্যের ব্যক্তিগত সচিব, দপ্তরের কর্মী এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের প্রধান সচিব নূপুর দাস সহ বিভাগের কর্মীদের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। পরীক্ষা নিয়ামক দপ্তরে গিয়েও কর্মীদের কাজ না করার অনুরোধ করেন তাঁরা। যদিও অর্থ বিভাগের কাজকর্মে কোনওরকম বাধা প্রদান করেননি আন্দোলনকারীরা।

অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি সহ আরও কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এদিন কর্মসমিতির সদস্য এবং কয়েকজন আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। সেই বৈঠকের জন্য শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন মেলেনি। বৃহস্পতিবারই চিঠি দিয়ে বৈঠকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কর্মসমিতির সদস্য বিভিন্ন কলেজের ছয়জন অধ্যক্ষ। তাঁরা বৈঠকে যোগ দেবেন না বলেও জানিয়ে দেন। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই শুক্রবার সকালে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বৈঠক পিছিয়ে দেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। এদিন সকাল থেকেই প্রশাসনিক ভবনের সামনে জমায়েত হয়েছিলেন অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষকরা। বৈঠক না হওয়ার খবর জানতেই বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা।

ভাস্কর এদিন বারবার আন্দোলনকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। তাঁর বক্তব্য, 'কর্মসমিতির সদস্য ছয় কলেজের অধ্যক্ষ আমাকে ২২ সেপ্টেম্বর উপাচার্য নিয়োগের পরবর্তী সুপ্রিম কোর্টের শুনানির জন্য অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেন। উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। তাই আপাতত বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য আন্দোলনকারীদেরও অনুরোধ করা হয়েছে।' যদিও আর অনুরোধে ভরসা রাখতে নারাজ আন্দোলনকারীরা। রণজিতের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত সরকারি কর্মীদের জন্য ডিএ ঘোষণা করেছেন। অথচ নানা অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের একাংশ চক্রান্ত করে তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করছেন। সেটা মেনে নেওয়া হবে না। যদি উপাচার্য যোগ না দেওয়া পর্যন্ত কোনও কাজ না হয় তাহলে উপাচার্যের দপ্তর খোলা রাখারও কোনও মানে হয় না।'

স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের ভর্তি চলছে। পিএইচডি সহ শিক্ষা সংক্রান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মও আটকে রয়েছে। পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগে এসে দূরদূরান্তের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকরা খাতা দেখছেন। পাশাপাশি পুজোর মাস হওয়ায় বেতন, বোনাস সংক্রান্ত কাজকর্মও এবার আগেই সেরে ফেলতে হবে অর্থ বিভাগকে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার থেকে প্রশাসনিক ভবন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় সমস্যা তৈরির আশঙ্কা করছেন পড়ুয়া থেকে শিক্ষক সকলেই।

নগেনের প্রাসাদ গুঁড়িয়ে দিতে ডাক

কোচবিহার, ১২ সেপ্টেম্বর : গ্রেটার নেতা নগেন রায়ের রাজবাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার ডাক দিলেন দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের কনভেনার ভবেশ বর্মন। শুক্রবার কোচবিহার শহরের সুকান্ত মঞ্চে সংগঠনের ভরা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এমনই মন্তব্য করেন। নগেনকে ছাপার অযোগ্য ভাষায় গালমন্দ করেন তিনি। তবে শুধু নগেনই নন, গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনেরও কড়া সমালোচনা করেছেন ভবেশ। কোচবিহারের তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহ এবং অভিজিৎ দে ভৌমিক এবং বিজেপির বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে এবং সুকুমার রায়ের কড়া সমালোচনার পাশাপাশি তাঁদের দালাল বলে অভিহিত করেন।

শুক্রবার কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তি চুক্তি দিবস উপলক্ষ্যে কোচবিহার শহরের সুকান্ত মঞ্চে সভা করেন ভবেশপন্থী দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। সভায় সংগঠনের কয়েকশো কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সেই ভরা সভায় ভবেশ বলেন, '২০০৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর খাগড়াবাড়িতে গ্রেটারের আন্দোলনে আমাদের দুজন কর্মী পুলিশের গুলি খেয়ে মারা যায়। আর তখন এই নগেন রায় ধুতি পরে ওখান থেকে পালিয়ে যায়। তারপর কোচবিহারের মানুষের টাকা শোষণ করে রাজবাড়ি বানিয়েছে। সবাই সংঘবদ্ধ হও। ওর রাজবাড়ি আমরা ধূলিসাৎ করে দেব।' বক্তব্যের শুরুতেই তিনি নগেন সম্পর্কে অশালীন মন্তব্যও করেন।

নগেনের সমালোচনাই ছিল এদিন ভবেশের বক্তব্যের মূল সুর। বিষয়টি নিয়ে নগেন রায়কে ফোন করা হলে তিনি 'আমি কিছু বলব না' জানিয়ে ফোন কেটে দেন। এরপর একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি আর ফোন ধরেননি। কোচবিহার আলাদা রাজ্য না হওয়া পর্যন্ত কর্মীদের তিনি বিদ্যুতের বিল না দেওয়ার কথা বলেছেন ভবেশ। এই নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তর তাঁদের লোকজনকে হেনস্তা করলে কোচবিহারে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির অফিস পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তিনি।

নেপালে সংকটে উত্তরের শ্রমিকরা

তিনের পাতার পর

কিন্তু এসএসবি'র জওয়ানরা মেচি সেতুতেই অধিকাংশকে আটকে দিয়েছেন। ছাড় পেয়েছেন কারা? যাঁদের মোবাইলে ভোটার কার্ড বা আধার কার্ডের ছবি রয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা এক্রামূল হক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের মাসিক ৫ হাজার টাকা দেবে সরকার। তাই যেখানে কাজ করি, সেখানকার একটি প্রমাণপত্র লাগবে। সেই প্রমাণপত্র বানানোর জন্য কারখানার কর্তৃপক্ষকে ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড দিয়েছি। পরিচয়পত্রগুলি নেপালের শ্রম দপ্তরের অফিসে জমা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তারপর আর কোনও নথি হাতে পাইনি।'

এসএসবি'র এক আধিকারিক জানালেন, অনেক টানাপোড়েনের পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মোবাইলে যাঁদের আসল ভোটার ও আধার কার্ডের ছবি ছিল, তাঁদের পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। এদিন শেষপর্যন্ত ১৯ জন পরিযায়ী শ্রমিক ভারতে ঢুকতে পেরেছেন।

আবার আলিপুরদুয়ার জেলারই কুমারগ্রাম ব্লকের জনা সাতেক পরিযায়ী শ্রমিক নেপালে আটকে রয়েছেন। নেপালের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা বাড়ি ফিরতে চাইলেও গাড়ি পাচ্ছেন না বলে আটকে পড়েছেন। তাঁদেরই একজন বিক্রম রায়ের মা বিলাসী রায় বললেন, 'আমার ছেলে সেখানে আটকে রয়েছে। অবিলম্বে প্রশাসনের তরফে তাদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হোক।' শ্রম দপ্তরের আলিপুরদুয়ার জেলার যুগ্ম আধিকারিক গোপাল বিশ্বাস আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়ে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার কাজ চলছে। সমস্ত রিপোর্ট পেলে পুলিশকে জানাব। তাঁদের বাড়িতে ফেরার ব্যবস্থা শ্রম দপ্তর করবে।'

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের জনা পঁচিশেক শ্রমিকও সেখানে আটকে রয়েছেন। তাঁরা নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। কারখানা লাগোয়া আবাসনেই থাকেন তাঁরা। এখন সেখানে নেই পর্যাপ্ত খাবার। সেইসঙ্গে অভিযোগ, আবাসনে ঢুকে পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধর করছেন স্থানীয়রা।

তাঁদের বাড়ি ফিরতে যত দেরি হচ্ছে, ততই উদ্বেগ বাড়ছে পরিজনদের। হাপালমারার বাসিন্দা মিনতি দাসের বড় ছেলে জ্ঞানেন্দ্র দাস রয়েছেন নেপালে। চিন্তাগ্রস্ত মিনতি বলছিলেন, 'বৃহস্পতিবার সকালে ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছিল। বলছিল, সেখানে বাজারঘাট, দোকান সব বন্ধ। পর্যাপ্ত খাবার ও জল নেই তাদের কাছে। যা টাকা ছিল তাও প্রায় শেষ। আমাদেরও আতঙ্কে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ।' হরেকৃষ্ণ দাসের ছেলে কমল দাসও নেপালে আটকে রয়েছেন। কমলই বৃহস্পতিবার বাড়িতে ফোন করে জানিয়েছেন মারধরের কথা। চিন্তায় তাই ঘুম উড়েছে হরেকৃষ্ণের বাড়ির লোকজনের।

আলিপুরদুয়ারের জেলা প্রশাসনের মতোই তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসক বাপ্পা গোস্বামীও আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে শ্রম দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি। শ্রমিকদের ফেরাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

ধর্ষণের হাত

তিনের পাতার পর

যাওয়ার জন্য সীমান্তে বেরুবাড়িতে পৌঁছায়। কিশোরীর অভিযোগ, দালাল পরিচয় দিয়ে স্থানীয় দুই তরুণ পরিবারের অন্য সদস্যদের টোটোতে চাপিয়ে খোলা সীমান্তের দিকে পাঠায়। টোটোয় জায়গা না থাকায় তাকে নিজেদের বাইকে তুলে নেয়। এরপর লালবাজারপাড়া এলাকায় নির্জন একটি জায়গায় নতুন সেতু সংলগ্ন চা বাগানের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে বাইক থামিয়ে তার মুখ চেপে ধরে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। তাদের হাত থেকে নিজেকে কোনওমতে বাঁচিয়ে সে দৌড়াতে থাকে। একসময় সামনে একটি বাড়ি দেখে সেখানে ঢুকে আশ্রয় চায়।

এদিকে, দুই স্থানীয় দালাল তাকে ধাওয়া করলেও পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বাইক রেখে পালিয়ে যায়। ওই বাড়ির মালিক সুবোধ রায় বলেন, ''বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ একটি মেয়ে 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার করতে করতে আমার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তার কাছে সব শোনার পর তৎক্ষণাৎ বিএসএফ এবং পুলিশকে খবর দিই।'' স্থানীয়দের অভিযোগ, বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির পর বিএসএফের তরফে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। কিন্তু এই ঘটনায় পরিষ্কার যে তারপরেও অনুপ্রবেশ চলছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় কিছু লোক অর্থের বিনিময়ে সীমান্ত পারাপার করিয়ে দিচ্ছে। ঘটনায় খবর পেয়ে রাতেই লালবাজারপাড়ায় চলে আসেন বিএসএফের ১৩০ নম্বর ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট মনোজ কুমার, মানিকগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ওসি জিবা প্রধান। পুলিশ কিশোরী এবং দালালদের বাইক দুটি উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের ওসি জিবা প্রধান জানান, ওই কিশোরীকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। তাকে কোচবিহারের হোমে পাঠানো হয়েছে। তার পরিবারের বাকিদের খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও। অভিযুক্ত দালালদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। সকলের খোঁজ চালানো হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অশান্ত মণিপুরে আজ মোদি

প্রথম পাতার পর

সেটা ইতিমধ্যে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যেই বৃহস্পতিবার রাতে চূড়াচাঁদপুরে মোদির কাটআউটে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। এর জেরে গোটা জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে মণিপুর প্রশাসন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কেইশাম মেঘাছন্দ্রা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরকে প্রতীকী বলে আখ্যা দিয়েছেন।

শুক্রবার মণিপুরের মুখ্যসচিব পুনীতকুমার গোয়েল জানিয়েছেন, শনিবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ মিজোরামের আইজল থেকে চূড়াচাঁদপুরে পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী। রক্তক্ষয়ী কুকি-মেইতেই সংঘর্ষে যাঁরা ভিটেচ্যুত হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি মণিপুরের জন্য ৭৩০০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাসও করবেন তিনি। পরে পিস গ্রাউন্ডে একটি জনসভা করবেন তিনি। তাঁর আশা, প্রধানমন্ত্রীর সফর মণিপুরে শান্তি, স্বাভাবিক অবস্থা এবং বিকাশের রাস্তা খুলে দেবে। চূড়াচাঁদপুরের পাশাপাশি ইম্ফলের কাংলাতেও যাবেন মোদি। ১৪ তারিখ সেখান থেকে অসমে যাওয়ার কথা তাঁর।

দীর্ঘদিন মণিপুর অশান্ত থাকলেও একটিবারের জন্যও মণিপুরে যাওয়ার কথা ভাবেননি প্রধানমন্ত্রী। বরং সেই সময়কালে একাধিক বিদেশ সফর সেরেছেন। যা নিয়ে বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। যদিও মোদি তাতে কোনও গা করেননি। এতদিন বাদে তিনি মণিপুর যাচ্ছেন শুনে স্বাগত জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শুক্রবার গুজরাটের জুনাগড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস নেতা বলেন, 'মণিপুরের বিষয়টি তো চলছে অনেকদিন ধরে। উনি যে এখন যাচ্ছেন সেটা তো ভালো কথা। তবে দেশের প্রধান ইস্যু হল ভোট চুরি। কর্ণাটকে আমরা ভোট চুরি ধরে ফেলেছি। কিন্তু মহারাষ্ট্র, হরিয়ানাতেও ভোট চুরি করা হয়েছিল।' এর আগে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ অভিযোগ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী মেরেকেটে তিন ঘণ্টা থাকবেন মণিপুরে। তাঁর এই স্বল্প সময়ের সফর আদতে মণিপুরের লোকজনকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

চূড়াচাঁদপুরকে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে তাঁর সফরের জন্য বেছে নিয়েছেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হিংসায় সবথেকে ক্ষতি হয়েছিল এই জেলারই। কুকিরা এই জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপরদিকে, ইম্ফলে মেইতেইরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতেই তিনি চূড়াচাঁদপুর ও ইম্ফলকে বেছে নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

লোডিং বৃদ্ধি

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে পণ্য লোডিং ক্রমশ বাড়ছে। সবচেয়ে বেশি লোডিং বেড়েছে সিমেন্টের ক্ষেত্রে। গত বছর অগাস্ট মাসের তুলনায় চলতি বছরের অগাস্ট মাসে সিমেন্ট ২৫৮.৮ শতাংশ, কয়লা ১২০ শতাংশ, সার ৬৮.৮ শতাংশ, স্টোন চিপস ১৬৮.৪ শতাংশ এবং ডলোমাইট ৫ শতাংশ লোডিং বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানালেন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল গত বছরের অগাস্টের তুলনায় এবছর অগাস্টে ০.৯১৬ মিলিয়ন টন পণ্য লোড বৃদ্ধি করেছে। মানুষের প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে দিতেই পণ্য লোডিংয়ের হার এমন বৃদ্ধি হয়েছে।

'শান্তিদূত' সুশীলা

প্রথম পাতার পর

দেশের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা সুশীলাকে নিয়ে কিছুটা সংশয় তৈরি হয়েছিল জেন জেড-এর একাংশ তাঁকে মেনে নিতে না চাওয়ায়। বৃহস্পতিবার রাতের বৈঠকে অবশ্য সব পক্ষই শেষপর্যন্ত সুশীলার হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সহমত হয়।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সুশীলার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, অরাজক পরিস্থিতি শেষ করে গণতান্ত্রিক পথে দেশকে ফিরিয়ে আনা। এখনও দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে অশান্তি, বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডুর পশুপতিনাথ মন্দির থেকে ফেরার পথে ভারতীয় পর্যটকদের একটি বাসে হামলা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসা পর্যটকদের ওই বাসে পাথর ছুড়ে জানলার কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। তারপর বাসে উঠে লুটপাট চালায় দুষ্কৃতীরা। যাত্রীদের ব্যাগ, টাকা এবং মোবাইল ফোন লুট করেছে হামলাকারীরা। ঘটনায় ৮ ভারতীয় নাগরিক আহত হয়েছেন। সেনা ও পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়েছে এদিনও। মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫১।

নেপালে জেন জেড বিক্ষোভের আঁচে প্রাণ গিয়েছে এক ভারতীয় পর্যটকের। অশান্ত নেপালে হিংসার বলি হয়েছেন গাজিয়াবাদের ওই মহিলা। তাঁর নাম রাজেশ গোলা। তাঁর স্বামী রামবীর সিং গোলাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাজিয়াবাদের বাসিন্দা রাজেশ (৫১) ও রামবীর (৫৮) নেপালে পশুপতিনাথ মন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলেন। গত মঙ্গলবার গোলা দম্পতির থাকার পাঁচতারা হোটেলে আগুন লাগিয়ে দেয় আন্দোলনকারীরা। নীচের তলাগুলি যখন জ্বলছিল হোটেলের চারতলায় থাকা গোলা দম্পতি পর্দাকে দড়ির মতো ব্যবহার করে ঘরের জানলা দিয়ে নীচে নামার চেষ্টা করেন। তখনই হাত ফসকে পড়ে যান রাজেশ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। রামবীরের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল।

রাজেশ গোলার বড় ছেলে বিশাল বলেন, 'জনতা হোটেলে হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সিঁড়ি ধোঁয়ায় ভরে যাওয়ায় আমার বাবা জানালার কাচ ভেঙে ফেলেন, চাদর বেঁধে একটি গদিতে লাফিয়ে পড়েন। আমার মা নামার চেষ্টা করার সময় পিছলে পড়ে যান।' দুর্ঘটনার দু'দিন পর তাঁরা বাবা-মায়ের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন বলে বিশাল জানিয়েছেন। কাঠমান্ডুর ভারতীয় দূতাবাসের তরফে তাঁরা প্রয়োজনীয় সাহায্য পাননি বলে অভিযোগ বিশালের।

শুক্রবারও নেপালের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর ভারতীয় পর্যটক আটকে রয়েছেন। মুজফফরনগর থেকে পশুপতিনাথ মন্দির দর্শনে যাওয়া ১০ জনের একটি দল হোটেলে কার্যত বন্দি হয়ে রয়েছে বলে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতা সুনীলকুমার তাওয়াল জানিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুরের চারটি পরিবারের ১৪ জন সদস্য আটকে পড়েছেন নেপালে। ২২ তেলুগু পর্যটককে ইন্ডিগোর বিমানে করে দেশে ফিরিয়ে আনার কথা জানিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রী নারা লোকেশ।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাদে ভারত থেকে নেপালে পণ্য এবং যাত্রী পরিষেবা এখনও বন্ধ রয়েছে। শুক্রবার এদেশ থেকে ১৯টি পেট্রোলিয়াম ট্যাংকার সহ ৩৬টি ট্রাক দার্জিলিংয়ের পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে নেপালে পৌঁছেছে।

মৃত্যু শিশুর

তিনের পাতার পর

যখন শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, ততক্ষণে সব শেষ।'

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সুপার পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'মৃত অবস্থাতেই শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। অনেকটা সময় জলে পড়ে ছিল বলে মনে করা হচ্ছে।'

রাজ ওরাওঁয়ের বিয়ের তিন বছর পর মিথের জন্ম হয়। কাজ শেষে মিথকে নিয়েই পরিবারের সদস্যদের সময় কাটত। মিথের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মায়া টকিজ

তিনের পাতার পর

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর জানালেন, খুব শিগগিরই জায়গাটা পুরো পরিষ্কার করে ফেলা হবে। এবছর পুজো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুইমিং পুল তৈরির সরঞ্জাম এনে কাজ শুরু করা হবে। এলাকাবাসী উন্নয়নের বিরোধিতা করছেন না। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য, এই ঐতিহ্যবাহী পুজোটিকে যেন সমমর্যাদায় স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁরা জানালেন, উন্নয়ন হোক, কিন্তু সেইসঙ্গে মায়া টকিজ হল্টের পুজোর নাম যেন চিরকাল বেঁচে থাকে।

নৈরাজ্যে বিপ্লব হয় না, শুধু ক্ষোভেও নয়

প্রথম পাতার পর

কাঠমান্ডুর রাস্তায় শুধু বচসা নয়, ভারত বা বাংলা ছাড়ুন, সেই কবের প্রত্যাশা কি পূরণ হল নেপালেও। কার হাতে যাবে স্বপ্ন-শাসনের জাদুকাঠি? হাতাহাতি-মারামারিতে যুক্ত তাঁরা। নতুন দেশ গঠনের ডাক দিয়ে পুরোনো শাসকদের রক্তাক্ত করেছিল যে জেন জেড, প্রধানমন্ত্রী বাছাই নিয়ে তাঁদের মধ্যে যা চলছে, তাতে বাংলায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মনোনয়ন ঘিরে খণ্ডযুদ্ধ মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ক'দিন আগে বিজেপির কর্মকর্তা মনোনয়নের প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে দলের কর্মীদের রোষ আছড়ে পড়েছিল জেলা দপ্তরে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেলা সম্পাদক নির্বাচন করতে না পেরে সিপিএমের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলন অসমাপ্ত রাখতে হয়েছিল। নেপালে যেন তারই রেপ্লিকা। নতুন সংবিধান তৈরি করে স্বপ্নের দেশ প্রতিষ্ঠার নামে সদ্য বিদ্রোহের পর পাহাড়ি রাষ্ট্রটা এখন নৈরাজ্য দেখছে। যেমন নৈরাজ্য দেখেছে ভারতের আরেক প্রতিবেশী বাংলাদেশ।

মারদাঙ্গা, খুন, ধর্ষণে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত পদ্মা-যমুনার পাড়। বাস্তবে বাংলাদেশ বলুন আর নেপাল বলুন, বিদ্রোহের নামে যা ঘটেছে, তাকে নৈরাজ্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না! হ্যাঁ, নৈরাজ্যই! শেখ হাসিনার বাসভবনে লুটপাটের পর মহিলাদের অন্তর্বাস হাতে ঝুলিয়ে উল্লাসকে কি বিপ্লব বলা যায়! নেপালে লুটপাট, জেল ভাঙা, প্রাক্তন মন্ত্রীদের রাস্তায় ফেলে মার, মহিলা মন্ত্রীকে পর্যন্ত রেহাই না দেওয়া, রাজনৈতিক দল, দেশের প্রশাসনিক ভবনগুলিতে ভাঙচুর, আগুন তো চরম নৈরাজ্যেরই উদাহরণ।

নেপালের জেন জেড নেতৃত্ব সাফাই দিচ্ছে, বিদ্রোহে বহিরাগতরা ঢুকে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। এখানেই আসে কিশোরকুমারের গানের সেই পুতুল নাচের কথা। বিদ্রোহ পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী বাছাইয়েও সুযোগসন্ধানীদের হাত। দূর থেকে কেউ পুতুল নাচালে স্বপ্নদ্রষ্টা ও ধান্দাবাজদের দ্বন্দ্ব তো নৈরাজ্যের চেহারা নেবেই। বাংলাদেশ, নেপালে পুতুল নাচের সুতো কার বা কাদের হাতে, যত দিন যাবে ক্রমশ স্পষ্ট হবে।

সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে হাসিনার একনায়কতন্ত্র কিংবা নেপালে কেপি শর্মা ওলির দুর্নীতিরাজকে উচ্ছেদের লক্ষ্য ছিল নবযৌবনের। অনেক স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নকে ব্যবহার করেছে পুতুল নাচিয়ের দল। যত দিন যাবে, তত উপলব্ধি হবে কিশোরকুমারের গানের ভাষায়, 'যখন ছিঁড়বে সুতো/ বুঝবি রে তুই/ আগুন নেভা ছাই... বন্ধ মনের অন্ধ হয়ে/ করলি কারে বরণ...।' সুনির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে বিদ্রোহ না হলে, বিদ্রোহের পেছনে সুসংহত নেতৃত্ব না থাকলে এবং পুতুল নাচের জাদুকরদের সুতো নাচানো থাকলে এই পরিণতিই হয়।

অন্যায়, কুশাসন, বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব, জীবিকা ও খাদ্যের সংকট, দুর্নীতিতে উজাড় হলে যে কোনও দেশে নবীন প্রজন্মের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ, অসন্তোষ জমতে থাকা স্বাভাবিক। যা বিদ্রোহের চেহারায় ফেটে পড়তেই পারে। কিন্তু তাতে ইন্ধনের সুতো সুযোগসন্ধানী, বহিরাগত শক্তির হাতে থাকলে সেই বিদ্রোহ ক্রমে নৈরাজ্যে পরিণত হয়। বাংলাদেশ ও নেপাল সেই শিক্ষাই দিল।

অনেকের স্বপ্ন জাগছে, এবার তাহলে ভারতের, বাংলার পালা! সমাজমাধ্যমের পাতা, বিভিন্ন ব্লগ ভর্তি হয়ে যাচ্ছে সেই প্রত্যাশায়। পোস্টে পোস্টে বিদ্রোহের আগমনী সুর এই শরতেই। বিদ্রোহে অবশ্য সবসময় বসন্ত আসে না। ভারতে বা বাংলায় প্রত্যাশার আগে ভাবতে হবে চরিত্রগতভাবে বাংলাদেশ ও নেপালের সঙ্গে আমাদের কত ফারাক। এদেশেও জনকল্যাণের নামে ব্যক্তির, দলের কল্যাণের উদাহরণ আছে। আকাশছোঁয়া দুর্নীতি ও পক্ষপাত, রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মিশিয়ে ভোটব্যাংক তৈরির মরিয়া চেষ্টা ইত্যাদি আছে বৈকি।

জনপরিসরে অসন্তোষ, রাগ, ঘৃণা ইত্যাদিও কম নয়। কিন্তু দেশের সংবিধান পালটে দেওয়ার কথা এখানে কেউ বলে না। সংবিধানকে আঁকড়ে এগোনোর কথাই বরং বলে সবাই। এমনকি, ও একসময় 'এ আজাদি হ্যায় ঝুটা হ্যায়' স্লোগান দেনেওয়ালারা বিপ্লবের ঝান্ডা ফেলে সংবিধান মেনে ভোটের পথে ক্ষমতা দখলে মরিয়া। যত ত্রুটি বা স্বৈরশাসনের ঝোঁক থাকুক না কেন, ভারতে গণতন্ত্রের শিকড় মানুষের মনের অনেক গভীরে।

ভারত বলুন কিংবা বাংলা অথবা অন্য কোনও রাজ্য, ভোট দিয়ে বদলে বিশ্বাসী বৃহৎ সংখ্যক মানুষ। কিছু মানুষ নিশ্চয়ই আছেন, যাঁরা মনে করেন ভোট দিয়ে আখেরে কোনও বদল ঘটবে না। তাঁরা হয় বন্দুক হাতে তথাকথিত মাওবাদী কিংবা কেরিয়ার সর্বস্ব মানসিকতায় নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। মাওবাদীরা জনবিচ্ছিন্ন। আগের মতো সহানুভূতি, সমর্থন তাঁদের প্রতি নেই। কেরিয়ার সর্বস্বরা দেশের কথা ভাবেনই না।

বাকি রইল কিছু মৌলবাদী বা জঙ্গি। যারা সক্রিয় সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রীয় নজরদারি ব্যবস্থাটাকে এড়িয়ে বড় অঘটন ঘটিয়ে ফেলা কঠিন। পুতুল নাচানেওয়ালারা ভারতকে ব্যবহার করতে চায় বৈকি। তবে ভূরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক পথে। বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে বিদ্রোহ তৈরি করার মতো পরিস্থিতি এখনও তাদের নাগালে ততটা নেই। তাছাড়া দমনপীড়ন, কোণঠাসা করা ইত্যাদি চেষ্টা এদেশে শাসকের থাকলেও বিরোধী স্বর বাংলাদেশের মতো অত দুর্বল নয়।

ফলে জন অসন্তোষ কিছুটা জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ পায় বিরোধী স্বরে। যাতে ক্ষোভের তীব্রতা কমে। বিদ্রোহের সম্ভাবনা ফিকে হয়।

শচীনের স্কিল, কোহলির খিদে অনুপ্রেরণা শুভমানের

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : শেষ কয়েক মাসে তাঁর জীবনটাই বদলে গিয়েছে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের টেস্ট থেকে অবসরের পর তাঁকে জাতীয় দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

প্রথমে বেশ চাপে ছিলেন শুভমান গিল। পড়ে গিয়েছিলেন টেনশনে। পরবর্তী সময়ে সেই টেনশন থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। বাকিটা এখন ইতিহাস। বিলেত সফরে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে দলকে সামনে থেকে দুর্দান্ত নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে ব্যাট হাতে শুভমান সফল। নেতৃত্ব যে তাঁর ব্যাটিংয়ে প্রভাব ফেলেনি, ইতিমধ্যেই প্রমাণিত।

শুভমান আপাতত দুবাইয়ে। ভারতীয় দলের এশিয়া কাপ অভিযানে রয়েছেন তিনি। এখানেও দলের সহ অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মর্যাদার ম্যাচ। তার আগে আজ দুবাই থেকেই এক পডকাস্টে হাজির হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক। সেখানেই তিনি শুনিয়েছেন তাঁর সাফল্যের গুরুমন্ত্র। যার নেপথ্যে শচীন তেন্ডুলকার ও বিরাট কোহলি। প্রথমজনের ক্রিকেটীয় স্কিল খুব কাছ থেকে দেখেছেন। নানা সময়ে পেয়েছেন মূল্যবান পরামর্শ। অপরজন কোহলি। যাঁর সঙ্গে খেলেছেন শুভমান। শুধু তাই নয়, কোহলির সাফল্যের খিদে শুভমানের জন্য বিরাট অনুপ্রেরণা। এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়কের কথায়, 'আমার আদর্শ দুইজন। প্রথমজন শচীন স্যর। অপরজন বিরাটভাই। আমার বাবা শচীন স্যরের ভক্ত। তাঁকে দেখেই আমার ক্রিকেট জীবন শুরু। শচীন স্যররের ক্রিকেটীয় স্কিল থেকে সবসময় শেখার চেষ্টা করেছি। তিনি ২০১৩ সালে যখন অবসর নেন, তারপরও তাঁর থেকে শেখার চেষ্টা করেছি। ২০১১-'১৩ সালের মধ্যে যখন প্রথম ভালোভাবে ক্রিকেট বুঝতে শুরু করি, শুধু শচীন স্যরের কথাই ভাবতাম।'

> আমার আদর্শ দুইজন। প্রথমজন শচীন স্যর। অপরজন বিরাটভাই। আমার বাবা শচীন স্যরের ভক্ত। তাঁকে দেখেই আমার ক্রিকেট জীবন শুরু। শচীন স্যররের ক্রিকেটীয় স্কিল থেকে সবসময় শেখার চেষ্টা করেছি। তিনি ২০১৩ সালে যখন অবসর নেন, তারপরও তাঁর থেকে শেখার চেষ্টা করেছি। ২০১১-'১৩ সালের মধ্যে যখন প্রথম ভালোভাবে ক্রিকেট বুঝতে শুরু করি, শুধু শচীন স্যরের কথাই ভাবতাম।
>
> -শুভমান গিল

পরবর্তী সময়ে তালিকায় কোহলির নামও যোগ করেছেন শুভমান। তাঁর কথায়, 'বিরাটভাইয়ের ব্যাটিং দেখতে খুব ভালো লাগত আমার। ক্রিকেটের প্রতি ওর প্যাশন, দায়বদ্ধতা, সাফল্যের খিদে আমার অনুপ্রেরণা। বিরাটভাইয়ের থেকে শিখেছি, কীভাবে খেলার আগে নিজেকে তৈরি করতে হয়।' শচীন-কোহলিরা তাঁর অনুপ্রেরণা হলেও মাস খানেক আগে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের আগে যখন তাঁকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়, বেশ টেনশন অনুভব করেছিলেন শুভমান। তাঁর কথায়, 'দলের একজন সদস্য হিসেবে খেলা, আর দলের অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামা এক নয়। আমি শুরুতে টেনশনে পড়লেও পরবর্তী সময়ে এই চ্যালেঞ্জ উপভোগ করেছি। এখনও করছি।' বিলেত সফরের ফল হয়েছিল ২-২। সিরিজ জিততেও পারত ভারত। বাস্তবে সেটা হয়নি। কিন্তু অধিনায়ক ও ব্যাটার শুভমানকে তৃপ্তি দিয়ে গিয়েছে, বার্মিংহাম টেস্ট জয়। সেই টেস্টে দ্বিশতরান করেছিলেন শুভমান। তাঁর কথায়, 'দারুণ উপভোগ্য একটা সিরিজ হয়েছে। ফল হয়েছে ২-২। আমরা জিততেও পারতাম। কিন্তু সেটা হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে আমার চিরকাল মনে থেকে যাবে বার্মিংহাম টেস্ট জয়। অতীতে কখনও সেখানে জিততে পারিনি আমরা। তাছাড়া ওই টেস্টে দ্বিশতরানও করেছিলাম।'

ইংল্যান্ড সিরিজ শেষে শুভমান এখন তৃপ্ত। আপাতত তিনি এশিয়া কাপের চ্যালেঞ্জে ডুবে রয়েছেন। তার আগে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও আজ মুখ খুলেছেন শুভমান। জানিয়েছেন, পাঞ্জাবি ছাড়াও ভাষা না জানলেও ফরাসি গান তিনি পছন্দ করেন। পাঁচ টেস্টের সিরিজের সময় ইংল্যান্ডের বহু জায়গায় গিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে কার্ডিফ তাঁর খুব ভালো লেগেছে। ছোট থেকে তাঁর ক্রিকেটার হয়ে ওঠার পিছনে বাবার অবদানের কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন শুভমান।

ব্রঙ্কো পরীক্ষায় সূর্য-হার্দিকরা

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : মরুদেশে মহারণের দামামা বেজে গেল।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে হেলায় হারিয়ে একদিন বিশ্রাম নিয়ে আজ রবিবারের পাকিস্তান ম্যাচের মহড়া শুরু করে দিল টিম ইন্ডিয়া। আর চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরুর মঞ্চেই একসঙ্গে দুইটি ঘটনা ঘটল। এক, ভারতীয় ক্রিকেটারদের আজ ব্রঙ্কো পরীক্ষা হল। জানা গিয়েছে, আগামীদিনেও এমন পরীক্ষা নিয়মিতভাবে চলবে। দুই, রবিবারের ভারত-পাক মহারণে দুই প্রতিবেশীর খারাপ কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রভাব বাইশ গজে পড়বে না, সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ঘোষণা করে দিলেন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক।

সময়ের সঙ্গে বাড়ছে উত্তেজনা। চড়ছে ভারত-পাক মহারণের পারদ। তার মধ্যেই রবিবারের মহারণের সব টিকিট এখনও বিক্রি হয়নি বলে তথ্যও আজ সামনে এসেছে। শেষ পর্যন্ত রবিবারের মহারণের আসর হাউসফুল হবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে সীমান্তের দুই পারে রবিবারের ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। ক্রিকেটের সব বিভাগে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে উড়িয়ে দিয়ে অভিযান শুরু করেছে ভারত। ওমানের বিরুদ্ধে আজ পাক ব্যাটাররা রান করে দলকে স্বস্তি দিয়েছেন। এমন অবস্থায় রবিবারের ভারত-পাক মহারণের আগে আজ ভারতীয় ক্রিকেটারদের আচমকাই ব্রঙ্কো পরীক্ষা হয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে একটি ভিডিও আজ প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, শুভমান গিল, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়ারা দলের স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ অ্যাড্রিয়ান লা রু-র নজরদারিতে ব্রঙ্কো পরীক্ষা দিয়েছেন। কেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য ব্রঙ্কো পরীক্ষা? স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ লা রু তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বিসিসিআইয়ের ওয়েবসাইটে তিনি বলেছেন, 'আজ ভারতীয় ক্রিকেটারদের ব্রঙ্কো পরীক্ষা হয়েছে। আগামীদিনেও এই পরীক্ষা চলবে। এটা নতুন কোনও পদ্ধতি নয়। অনেক খেলার আসরেই ব্রঙ্কো পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর ফলে ক্রিকেটারদের ফিটনেস ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে, সহজে বোঝা যাবে। ক্রিকেটাররাও সেটা বুঝতে পারবেন অনায়াসে।' ব্রঙ্কো পরীক্ষা ভারতীয় ক্রিকেট দলকে কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। লা রু-র কথায়, 'এই পরীক্ষা মাঠে দিতে হয়। দুনিয়ার যে কোনও মাঠে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে। ক্রিকেট দলগত খেলা ঠিকই। কিন্তু তার মধ্যে স্কিল ও দক্ষতার বিষয়টি রয়েছে। তাই ব্রঙ্কো পরীক্ষার মাধ্যমে একজন ক্রিকেটার অনায়াসে নিজের অবস্থান বুঝতে পারবেন।' রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মর্যাদার ম্যাচ। তার আগে আজ দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন ব্যাটিং কোচ সিতাংশু। দুইটি বিষয় তিনি স্পষ্ট করেছেন আজ। এক, দুই প্রতিবেশীর কূটনৈতিক সম্পর্ক যেমনই হোক না কেন, রবিবারের বাইশ গজে তার প্রভাব পড়বে না। সেরা খেলাটা খেলে টিম ইন্ডিয়া ম্যাচ জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। দুই, আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথম একাদশে ছিলেন সঞ্জু স্যামসন। যদিও টিম ইন্ডিয়ার অনায়াস জয়ে তাঁকে ব্যাট হাতে নামতে হয়নি। সিতাংশু জানিয়েছেন, অতীতে টি২০ ক্রিকেটে কখনও ৫ বা ৬ নম্বরে ব্যাটিং না করলেও এশিয়া কাপে দলের ভারসাম্যের কারণে সেই চ্যালেঞ্জ নিতে রাজি সঞ্জু। ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচের কথায়, 'সঞ্জু অতীতে পাঁচ বা ছয় নম্বরে ব্যাটিং করেনি ঠিকই। কিন্তু বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে নয়া চ্যালেঞ্জ নিতে ও তৈরি।'

শুরু পাক ম্যাচের মহড়া

পহলগাম কাণ্ড ও ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথমবার মাঠে পরস্পরের বিরুদ্ধে নামছে ভারত-পাকিস্তান। তাই স্বাভাবিকভাবেই রবিবার দুবাইয়ের বাইশ গজে উত্তেজনা থাকবে, ধরেই নিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়া। এমন ভাবনার সঙ্গে একমত নন ব্যাটিং কোচ সিতাংশু। তাঁর কথায়, 'ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় দুই দলের ক্রিকেটারদের ফোকাস থাকবে খেলার দিকেই। মাঠের বাইরের নানা ঘটনার প্রভাব খেলার মাঠে পড়বে বলে মনে হয় না।'

ভারতের রোটেশন পদ্ধতির প্রশংসায় গুল

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : দামামা বাজতে শুরু করেছে। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই রবিবার সন্ধ্যায় দুবাইয়ে শুরু হয়ে যাবে ভারত-পাকিস্তান মহারণ। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে সূর্যকুমার যাদবের ভারত বনাম সলমন আলি আঘার পাকিস্তানের ম্যাচকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই মরুদেশে বাড়ছে উত্তাপ। পহলগাম কাণ্ড, ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পর ফের দুই প্রতিবেশীর বাইশ গজে পরস্পরের বিরুদ্ধে নামার আগে তাল ঠুকছে দুই পক্ষই।

তার মধ্যেই আজ প্রাক্তন পাকিস্তান পেসার উমর গুল ভারতীয় দলের রোটেশন পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন। জানিয়েছেন, জসপ্রীত বুমরাহর মতো তারকা ও ম্যাচ উইনারকে যেভাবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বিশ্রাম দিয়ে ব্যবহার করছে, তার প্রশংসা করেছেন গুল। তিনি জানিয়েছেন, পাকিস্তানের ক্রিকেটে এমন ঘটনা দেখা যায় না। পাক সংবাদমাধ্যমে উমর আজ বলেছেন, 'পাকিস্তানে সচরাচর এমনটা হয় না। কেরিয়ার দীর্ঘ করার পাশে চোট থেকে বুমরাহকে বাঁচানোর জন্য ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও বোর্ড যেভাবে সক্রিয় হয়ে রয়েছে, এমন ঘটনা পাকিস্তান ক্রিকেটে দেখাই যায় না।' আর কয়েক ঘণ্টা পরই দুবাইয়ে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ। তার আগে গুল আজ বলেছেন, 'একজন ক্রিকেটার মাঠে সবসময় নামতে চায়। খেলতে চায় ম্যাচ। কিন্তু এটাও বুঝতে হবে, পুরো ফিট হয়ে মাঠে না নামলে সমস্যা বাড়তে পারে। পাকিস্তান ক্রিকেটে প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটে।' পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে গুলের হতাশার মাঝে আজ আরও এক প্রাক্তন ক্রিকেটার তনভীর আহমেদ মুখ খুলেছেন ভারত-পাক মহারণ নিয়ে। ম্যাচের ফল কী হবে, তা নিয়ে কিছু না জানালেও পাক ব্যাটার সাইম আয়ুব টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসার বুমরাহকে ছয় ছক্কা হাঁকাবেন বলে জানিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন তিনি।

'রবিবারের মহারণে ভারত ফেভারিট'

পাকিস্তানের জিতলে হবে অঘটন : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : ভারত বনাম পাকিস্তান মানেই অন্যরকমের আবহ। ভারত বনাম পকিস্তান মানেই বাড়তি স্নায়ুর চাপ। ভারত বনাম পাকিস্তান মানেই সীমান্তের দুই পারেই বাড়তি আবেগ ও উন্মাদনা।

রবিবারের দুবাইয়েও তার কোনও ব্যতিক্রম নেই। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে শুরু হয়ে যাবে দুই প্রতিবেশীর মহারণ। ম্যাচের ফল কী হতে পারে? কোন দল ফেভারিট? কারা জিতবে? আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে হাজির হয়ে সেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রবিবারের মহারণে সূর্যকুমার যাদবের ভারতকে ফেভারিট তকমা দিয়েছেন তিনি। সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, সলমন আলি আঘার পাকিস্তান ভারতকে হারিয়ে দিলে সেটা হবে অঘটন। সৌরভের কথায়, 'এশিয়া কাপে ভারত ফেভারিট। আমি অন্তত এমন কোনও দলকে দেখতে পাচ্ছি না, যারা টিম ইন্ডিয়াকে চাপে ফেলতে পারে। স্পষ্ট বলছি, রবিবার যদি পাকিস্তান ভারতকে হারিয়েও দেয়, তাহলে সেটা হবে অঘটন।'

কেন এমন মনে হচ্ছে মহারাজের? নিজের দীর্ঘ বর্ণময় কেরিয়ারে বহু ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ খেলেছেন তিনি। দেশকে উপহার দিয়েছেন স্মরণীয় জয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকে সৌরভ আজ বলেছেন, 'সূর্যকুমার যাদবের দলের ভারসাম্য দুর্দান্ত। সব বিভাগে সঠিক পরিবর্ত রয়েছে ভারতের। তুলনায় দল হিসেবে পাকিস্তান অনেকটাই পিছিয়ে।' দিন কয়েক আগেই দুবাইয়ে ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান। বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানদের ছাড়াই দল হিসেবে আফগানিস্তানকে উড়িয়ে দিয়েছেন সলমনরা। কিন্তু তারপরও সৌরভ বলছেন, 'দুবাইয়ে আফগানিস্তানকে হারিয়ে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, ভালো কথা। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের চাপ, আবহ এক নয়। আমি আবারও বলছি, ভারত ফেভারিট।'

ওমানের বিরুদ্ধে প্রথম বলেই আউট হলেন পাকিস্তানের সাইম আয়ুব।

> রবিবারের ম্যাচের জন্য ভারতীয় দলকে আগাম শুভেচ্ছা। কেন্দ্রীয় সরকার ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আগেই অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলছি না।
>
> সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

এদিকে, দুবাইয়ে আগামী রবিবার ভারত-পাক মহারণের আগে সূর্যকুমারদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান অরুণ ধুমল। গত এপ্রিলে পহলগাম কাণ্ডের পর ভারতীয় সেনা মে মাসের শুরুতে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে জবাব দিয়েছিল পাকিস্তানকে। অপারেশন সিঁদুর শুরুর ঠিক আগে ধরমশালায় চলছিল আইপিএলের ম্যাচ। আচমকাই সেই ম্যাচ স্থগিত হয়ে যায়। মাঠে নেমে সেইদিন দর্শকদের মাঠ ছাড়তে অনুরোধ করেছিলেন ধুমল। পরে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে তিনি জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনওরকম ম্যাচ খেলাই উচিত নয়। সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি ও ভাবনা বদলেছে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধানেরও। আজ তিনি রবিবারের ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'রবিবারের ম্যাচের জন্য ভারতীয় দলকে আগাম শুভেচ্ছা। কেন্দ্রীয় সরকার ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আগেই অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলছি না।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নথিভুক্ত রোনাল্ডো

রিয়াধ, ১২ সেপ্টেম্বর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র জন্য ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে নথিভুক্ত করল আল নাসের।

১৭ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে এসিএল টু-তে অভিযান শুরু করবে নাসের। ২২ অক্টোবর এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে এএফসির ম্যাচ খেলতে ভারতে আসবে সৌদি আরবের ক্লাবটি। রোনাল্ডোকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রেজিস্ট্রেশন করানোয় নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে, তবে কি ভারতের মাটিতে খেলতে দেখা যাবে পর্তুগিজ মহাতারকাকে?

সিআর সেভেনের সঙ্গে আল নাসেরের যে চুক্তি তাতে করে অন্তত এই কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। নতুন চুক্তি অনুযায়ী চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোনও অ্যাওয়ে ম্যাচেই খেলতে বাধ্য নন তিনি। তবে স্বইচ্ছায় দলের সঙ্গে যেতেই পারেন। অর্থাৎ তিনি নিজে যদি এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে ভারতে আসতে চান, তবেই রোনাল্ডো-দর্শনের সুযোগ পেতে পারেন ভারতের ফুটবলপ্রেমীরা।

রোনাল্ডো ছাড়াও সাদিও মানে, কিংসলে কোমান, জোয়াও ফেলিক্সদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র জন্য নথিভুক্ত করেছে আল নাসের। এদিকে সৌদির ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করে পুরোনো ক্লাব অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ে ফিরে গেলেন এমেরিক লাপোর্তে।

সামাজিক মাধ্যমে নতুন ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে স্ত্রী প্রীতির সঙ্গে রোমান্টিক ছবি পোস্ট করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

শ্বশুর সুনীল শেট্টির সঙ্গে মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে লোকেশ রাহুল।

আয়ুষকে হারিয়ে শেষ চারে লক্ষ্য

হংকং, ১২ সেপ্টেম্বর : হংকং ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলসের শেষ চারে উঠলেন ভারতের তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি হারালেন ভারতেরই আয়ুষ শেট্টিকে। ম্যাচের ফলাফল ২১-১৬, ১৭-২১, ২১-১৩। প্রথম গেমে লক্ষ্যর কাছে হারলেও দ্বিতীয় গেম জিতে ম্যাচে ফিরে এসেছিলেন আয়ুষ। কিন্তু তৃতীয় গেমে লক্ষ্যর সামনে সেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি।

সেমিফাইনালে সাত্ত্বিক-চিরাগ

এদিকে, পুরুষদের ডাবলসের শেষ চারে উঠেছেন ভারতের সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁরা ২১-১৪, ২০-২২, ২১-১৬ পয়েন্টে হারিয়েছেন মালয়েশিয়ার মহম্মদ আরিফ-রয় কিংকে। সেমিফাইনালে সাত্ত্বিকরা মুখোমুখি হবেন চাইনিজ তাইপেইয়ের চেন চ্যাং কুন-লিন বিং ওয়েইয়ের।

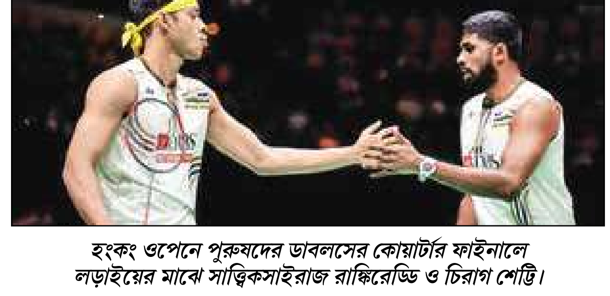

হংকং ওপেনে পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে লড়াইয়ের মাঝে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি।

এশিয়া কাপে আজ

বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা

সময় : রাত ৮টা, **স্থান :** আবু ধাবি
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

দলীপে শতরান রজত-যশের

বেঙ্গালুরু, ১২ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির ফাইনালে দ্বিতীয় দিনের শেষে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে সুবিধাজনক জায়গায় মধ্যাঞ্চল। সৌজন্যে রজত পাতিদার ও যশ রাঠোরের জোড়া সেঞ্চুরি।

বৃহস্পতিবার প্রথম দিনে সারাংশ জৈনদের স্পিনের জাদুতে মাত্র ১৪৯ রানে ইনিংস শেষ হয়েছিল দক্ষিণাঞ্চলের। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে রজত পাতিদাররা বিনা উইকেটে ৫০ রান সংগ্রহ করেছিল। শুক্রবার সারাদিন ব্যাট করে মধ্যাঞ্চল ৫ উইকেটে ৩৮৪ রান সংগ্রহ করেছে। অধিনায়ক রজত ১১৫ বলে ১০১ রান করে আউট হন। যশ ১৮৮ বলে ১৩৭ রানে অপরাজিত রয়েছেন। চতুর্থ উইকেটে রজত-যশ ১৬৭ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। আপাতত ২৩৫ রানের লিড নিয়ে ম্যাচে চালকের আসনে মধ্যাঞ্চল।

ম্যাচে ফিরতে গেলে শনিবার দ্রুত মধ্যাঞ্চলকে অল আউট করে দ্বিতীয় ইনিংসে বড় স্কোর খাড়া করতে হবে দক্ষিণাঞ্চলকে। সেই লক্ষ্য নিয়ে তৃতীয়দিনে খেলতে নামবেন মহম্মদ আজহারউদ্দিনরা।

শতরানের পর মধ্যাঞ্চলের যশ রাঠোর। বেঙ্গালুরুতে শুক্রবার।

আজ মহমেডানের সামনে রেলওয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : শনিবার রেলওয়ে এফসি ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট পেলেই অবনমনের ভ্রূকুটি থেকে কার্যত মুক্ত হয়ে যাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। অবনমন পর্বে সাদার্ন সমিতি প্রথম ম্যাচ না খেলায় নিয়ম অনুযায়ী ওই ম্যাচের ৩ পয়েন্ট পাবে সাদা-কালো বাহিনী। এদিকে লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এমনিতেই প্রথম ডিভিশনে নেমে যাবে আর্মি রেড। আর এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে অবনমন পর্বে বাকি ম্যাচ খেললেও সর্বাধিক ১২ পয়েন্টে পৌঁছাতে পারে সাদার্ন। যদিও শনিবারও কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধে তারা দল নামাচ্ছে না বলেই খবর। সেখানে সাদার্ন ম্যাচের পুরো পয়েন্ট পেলে এবং রেলওয়ে এফসি-র সঙ্গে ম্যাচ ড্র করলেই মহমেডান পৌঁছে যাবে ১৫ পয়েন্টে।

সুপার কাপ নিয়ে প্রশ্ন ইস্টবেঙ্গল সহ একাধিক ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : সুপার কাপে খেলার বিষয়ে খোঁজ নেওয়া শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল সহ একাধিক ক্লাব।

আগামী ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু সুপার কাপ। যে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার বিষয়ে ইতিমধ্যেই সম্মতি দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি-র মতো ক্লাবগুলি। কিন্তু দুই মরশুম আগের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল একটি চিঠি দিলেও সেটাকে সম্মতি বলা যায় না। কারণ একাধিক বিষয়ে প্রশ্ন তুলে টুর্নামেন্টের সবকিছু পরিষ্কারভাবে জানতে চেয়েছেন লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। সুপার কাপ চ্যাম্পিয়নদের জন্য আদৌ এএফসি-র স্লট থাকছে কিনা, ব্রডকাস্টিংয়ের দায়িত্বে কারা থাকছে, কতজন বিদেশি খেলানো যাবে, প্রাইজমানি ও দলগুলির জন্য অ্যাপিয়ারেন্স ফি, সবকিছুই জানতে চেয়ে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। যার উত্তর এখনও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি এবং শুধু

সংশয় মুম্বই সিটি, ওড়িশা এফসি-কে নিয়ে

ইস্টবেঙ্গলই নয়, কেরালা ব্লাস্টার্স ও চেন্নাইয়ান এফসি-ও আর্থিক বিষয় ও ব্রডকাস্টিংয়ে স্বচ্ছতার শর্তসাপেক্ষে সম্মতি দিয়েছে বলে খবর। আগেই গত দুই মরশুমের কোচ ওয়েন কোয়েলকে বিদায় দিয়েছে চেন্নাইয়ান। এই মরশুমের কোচ হিসাবে তারা এবার ভারতীয় কোচের দিকেই ঝুঁকল। ক্লিফোর্ড মিরান্ডার সঙ্গে যাবতীয় শর্তাবলি নিয়ে আলোচনার পর দুই পক্ষই ঐকমত্যে পৌঁছেছে বলে খবর। ফলে আশা করা যায়, সুপার কাপে খেলার জন্যই ক্লিফোর্ডকে নিয়োগ করা হবে। ওড়িশা এফসি-ও ফুটবলারদের বেতন দেওয়া শুরু করেছে বলে খবর। যদিও সুপার কাপ খেলার বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি ওড়িশা। একই অবস্থা মুম্বই সিটি এফসিরও। তারা বেতন বন্ধ বা অপারেশনস বন্ধ না করলেও সুপার কাপ খেলবে কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। এদেশের ফুটবল-চিত্র যতক্ষণ না পরিষ্কার হচ্ছে ততদিন সিটি গ্রুপও হাত গুটিয়ে বসে আছে। এমনকি অনুশীলন কবে থেকে শুরু হবে সেই বিষয়েও কোনও খবর নেই মুম্বই সিটি এফসি-র তরফে। মুম্বইয়ের তরফে কোনও খবর না থাকলেও ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরু এফসি প্রস্তুতি শুরু করে দিচ্ছে। শুধু আইএসএল নয়, আই লিগের ক্লাবগুলির তরফেও এখনও কোনও সম্মতির খবর শোনা যায়নি।

ফলে ফেডারেশন সুপার কাপের তারিখ জানিয়ে দিলেও টুর্নামেন্ট আদৌ সফল হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই গেল। মনে করা হচ্ছে যতক্ষণ না ভারতীয় ফুটবলের বাণিজ্যিক স্বত্বাধিকারীর বিষয়টি কিছুটা হলেও পরিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ ক্লাবগুলোও বাড়তি আগ্রহ হয়তো দেখাবে না এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে।

গাছ ভাঙল মোহনবাগানে

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার সন্ধ্যায় মোহনবাগান লনে একটি গাছ ভেঙে পড়ে। মোহনবাগান ক্লাবের সেলফি জোনের ওপরেই গাছটি পড়েছে। সেই সময় ওখানে অবশ্য কোনও সমর্থক ছিলেন না। এদিকে শনিবার থেকে মোহনবাগান ক্লাবে আহল এফকে ম্যাচের অফলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হবে।

অশান্ত নেপাল, উদ্বিগ্ন বাইচুং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : পুড়ছে সংসদ ভবন, জনরোষের মুখে নেতা-মন্ত্রীরা। অশান্ত নেপাল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এমন উত্তাল পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া।

সম্প্রতি কলকাতায় 'টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫-কে'-র এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাইচুং। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় নেপাল প্রসঙ্গ উঠতেই ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়কের চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। বলেছেন, 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আগে বাংলাদেশকেও একই পরিস্থিতিতে দেখেছি, এখন নেপাল। আমি সিকিমের বাসিন্দা, শিলিগুড়িতে অনেকটা সময় কাটাই। তাই নেপাল-বাংলাদেশের অবস্থা আমাদের ওপরও প্রভাব ফেলে।'

শুধু তাই নয়, নেপালে তাঁর অনেক বন্ধু, আত্মীয়-পরিজনও রয়েছেন। বাইচুং জানালেন, নিয়মিত তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছেন। বলেছেন, 'সিকিমের অনেক পরিবারের সঙ্গেই নেপালের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। আমারও আত্মীয় আছেন ওখানে। খোঁজখবর রাখছি। সৌভাগ্যবশত এখনও তাঁরা নিরাপদেই আছেন।' পরিস্থিতির উন্নতির জন্য নতুনদের নেতৃত্বে চাইছেন তিনি। বাইচুংয়ের মতে, 'আমি চাই নেপাল নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব পাক। এটা প্রমাণিত, তাদের পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রয়েছে। আশা করছি ওদের হাত ধরে আশার আলো দেখবে দেশটা। সঠিক পথেই এগোবে নেপাল।'

এদিকে 'টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫-কে কলকাতা'-র এবার দশ বছর। প্রতিযোগিতার আসর বসবে ২১ ডিসেম্বর। বৃহস্পতিবার বাইচুংয়ের উপস্থিতিতেই টাটা গোষ্ঠী আয়োজিত কলকাতা ম্যারাথনের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। শুক্রবার প্রতিযোগীদের রেজিস্ট্রেশন শুরু হল।

টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫-কে-র অনুষ্ঠানে বাইচুং ভুটিয়া।

নেপাল থেকে উদ্ধার ভারতের ভলিবল দল

কাঠমান্ডু, ১২ সেপ্টেম্বর : অগ্নিগর্ভ নেপাল। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেই পোখরায় আটকে পড়েছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ভলিবল লিগ সম্প্রচারকারী সংস্থার সঞ্চালিকা উপাসনা গিল ও ভারতের একটি দল।

ভারতীয় দূতাবাসের কাছে সাহায্য চেয়ে সমাজমাধ্যমে ভিডিও পোস্ট করেছিলেন ওই উপস্থাপিকা। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'একটি ভলিবল লিগ আয়োজনের জন্য নেপালে এসেছিলাম। পোখরায় আটকে রয়েছি আমি। ভারতীয় দূতাবাসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।' এমনকি যে হোটেলে উপাসনা ছিলেন সেখানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় প্রাণ বাঁচাতে পালাতে হয় তাঁকে। সমাজমাধ্যমে উপাসনার কাতর আর্তি ছড়িয়ে পড়তেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়। নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় ওই উপস্থাপিকা ও ভারতের ভলিবল দলটিকে। ইতিমধ্যে সঞ্চালিকা উপাসনা ও দলটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। দলের অধিকাংশ সদস্যকে ইতিমধ্যেই দেশে ফেরানোও হয়েছে। বাকিদেরও দ্রুত ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

হারের হ্যাটট্রিক গুকেশের

সমরখন্দ, ১২ সেপ্টেম্বর : ফিডে গ্র্যান্ড সুইস প্রতিযোগিতায় হারের হ্যাটট্রিক করলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশ। জিতে প্রতিযোগিতায় শীর্ষে উঠে এলেন নিহাল সারিন।

শুক্রবার প্রতিযোগিতার সপ্তম রাউন্ডে তুরস্কের ১৬ বছরের দাবাড়ু এডিজ গুরেলের কাছে পরাজিত হন গুকেশ। এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিমন্যু মিশ্র ও গ্রিসের নিকোলাস থিওডোরৌয়ের কাছে হেরেছিলেন ভারতের এই দাবাড়ু। সপ্তম রাউন্ডের শেষে গুকেশের সংগ্রহ মাত্র ৩ পয়েন্ট। আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বাকি সব ম্যাচেই জিততে হবে গুকেশকে।

এদিকে, ইরানের গ্র্যান্ডমাস্টার পারহাম মাগসুদুলকে হারিয়েছেন ভারতের নিহাল। তিনি ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে ম্যাথিয়াস ব্লুবাউমের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রতিযোগিতার শীর্ষে রয়েছেন। ম্যাথিয়াস এদিন হারিয়েছেন ভারতের অর্জুন এরিগাইসিকে।

ফাইনালে সাজেরপাড়

ঘোকসাডাঙ্গা, ১২ সেপ্টেম্বর : বাবুরডাঙ্গা সবুজ সংঘের ব্রজেন দাস ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল খাকড়িবাড়ি সাজেরপাড় একাদশ। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৩-০ গোলে মাথাভাঙ্গা গাদোপোতা যুব সংঘকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন রহিত তিরকি। অন্যটি ম্যাচের সেরা জিসাই রাভার। সবুজ সংঘের সচিব অজিত বর্মন জানিয়েছেন, সোমবার ফাইনাল দুপুর ৩টায় শুরু হবে। অর্ধসমাপ্ত প্রথম সেমিফাইনাল খেলাটি দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে।

এক ফ্রেমে দুই কিংবদন্তি- ডেভিড বেকহ্যাম ও মারিয়া শারাপোভা। লস অ্যাঞ্জেলেসে।

ভারত ম্যাচের আগে অস্বস্তিতে পাক ব্যাটাররা

পাকিস্তান-১৬০/৭
ওমান-৪৯/৬ (১০ ওভার পর্যন্ত)

দুবাই, ১২ সেপ্টেম্বর : সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে হেলায় হারিয়ে চলতি এশিয়া কাপে অভিযান শুরু করেছে ভারত। শুক্রবার মাঠে নামল পাকিস্তান। তবে ভারত ও পাকিস্তান- দুই দলের চোখ রবিবারের মহারণে। ব্লকবাস্টার ম্যাচের আগে এদিন দুর্বল ওমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ব্যাটাররা খানিকটা হতাশই করলেন।

সাইম আয়ুব নাকি ভারত-পাক ম্যাচে জসপ্রীত বুমরাহকে ছয় ছক্কা মারবেন। এদিন এমনই আজগুবি দাবি করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার তনভীর আহমেদ। সেই সাইম এদিন খাতা খোলার আগেই ফিরলেন। এরপর অবশ্য অন্য ওপেনার সাহিবজাদা ফারহানকে (২৯) নিয়ে খেলা ধরেন উইকেটকিপার-ব্যাটার মহম্মদ হ্যারিস (৬৬)। ৮৫ রানের জুটিতে পাকিস্তানের ব্যাটিংকে ট্র্যাকে ফেরান ফারহান-হ্যারিস।

ফারহান ফেরার পর বেশিক্ষণ টেকেননি হ্যারিসও। সাইমের মতো দশা হয় পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘারও (০)। শুরুর দিকে লাগামছাড়া বোলিং করলেও শেষ ৭-৮ ওভারে আমির কালিম (৩১/৩), শা ফয়জলরা (৩৪/৩) চাপ বাড়িয়েছিলেন। কালিম তো ১৩তম ওভারের শেষ দুই বলে জোড়া উইকেট নিয়ে হ্যাটট্রিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। ফয়জলদের আটোসাঁটো বোলিংয়ের জন্যই পাকিস্তান ৭ উইকেটে ১৬০ রানের বেশি এগোতে পারেনি।

ওমান রানতাড়ায় নামার পর সাইম শুরুতেই দুই ওপেনার যতীন্দার সিং (১) ও কালিমকে (১৩) তুলে নেন। হামাদ মির্জা (২৭) বাদে তাদের কোনও ব্যাটারই সুফিয়ান মুকিম, মহম্মদ নওয়াজের স্পিনের সামনে প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তারা ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৪৯ রান তুলেছে।

অর্ধশতরানের পথে পাকিস্তানের মহম্মদ হ্যারিস। দুবাইয়ে।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে রোমান ভুজেল। -নীহাররঞ্জন ঘোষ

সেমিফাইনালে তরুণজুবারি

মাদারিহাট, ১২ সেপ্টেম্বর : হান্টাপাড়া মচু খেস মেমোরিয়াল স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেম ওরাওঁ ট্রফি ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি তরুণজুবারি এফসি। শুক্রবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে অসম দামড়াপাড়া এফসি-কে হারিয়েছে। তরুণজুবারির বিকি শৈব ও ম্যাচের সেরা রোমান ভুজেল গোল করেন। দামড়াপাড়ার গোলটি রজত টেটের। সোমবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে অসমের গ্লোবাল এফসি অসম ও বিএসকে বলরাম।

ম্যাচের সেরা হয়ে মহম্মদ কাইফ। ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন।

শেষ চারে ডিএমএসএফ

বীরপাড়া, ১২ সেপ্টেম্বর : জুবিলি ক্লাবের এমপি কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল ঝাড়খণ্ডের ডিএমএসএফ। শুক্রবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ৬-৫ গোলে মালদার গাজোলের আদিবাসী ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। জুবিলির মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। ম্যাচের সেরা ডিএমএসএফের মহম্মদ কাইফ। শনিবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে রেডবুল ফুটবল ক্লাব ও কার্সিয়াংয়ের ইউকেএফসি।

ফাইনালে নবীন

পলাশবাড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি নবোদয় ক্লাবের ফুটবলে ফাইনালে উঠল জলদাপাড়ার নবীন সংঘ। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৫-১ গোলে আয়োজকদের হারিয়েছে। মহাকালধামের মাঠে হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা মদন রায়। জোড়া গোল অমিত কার্জির। নবোদয়ের গোলস্কোরার দীপক বর্মন। রবিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে বাবুরহাট একাদশ ও মথুরা চা বাগানের নাওথোয়াটারি।

মাস পেরোলেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ। প্যাড পরে অনুশীলনের জন্য তৈরি হচ্ছেন রোহিত শর্মা। এই ছবি পোস্ট করে হিটম্যান লিখলেন, 'আমি আবার ফিরে এসেছি।'

যুব সংঘকে হারাল পাঠানপাড়া

হলদিবাড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায়বসুনিয়া ও বাণী রায়বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়ার ফুটবলে শুক্রবার উত্তর পাঠানপাড়া জুনিয়ার ৩-২ গোলে ভারতীয় যুব সংঘ জ্ঞানদাসকে হারিয়েছে। শুভম রায়, রনি অধিকারী ও কিষান দাস গোল করেন। যুব সংঘের গোলস্কোরার ফিরোজ হক ও গনি মহম্মদ। শনিবার খেলবে কচুয়া বোয়ালমারি সেভেন স্টার ও রাজমিস্ত্রি ইউনিয়ন ফতেমামুদ।

গিলদের গলফ খেলার পরামর্শ যুবরাজের

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : 'কেরিয়ারে আমি যে ভুল করেছি, তোমরা তার পুনরাবৃত্তি করো না,' প্রিয় দুই ছাত্র শুভমান গিল ও অভিষেক শর্মার উদ্দেশে এমনই পরামর্শ 'গুরু' যুবরাজ সিংয়ের। যুবির আক্ষেপ, ক্রিকেট কেরিয়ারে কখনও গলফ খেলেননি। খেললে, ব্যাট হাতে সাফল্যের খতিয়ান আরও সমৃদ্ধ হত। গলফ মানসিকভাবে ইন্ধন জোগায়। যে কোনও খেলায় সাফল্য পেতে যা কার্যকর।

শুভমান, অভিষেককে সেই ভুল না করার পরামর্শ দিচ্ছেন যুবরাজ। জানান, ব্যস্ত ক্রিকেট সূচির মধ্যেও গলফের জন্য সময় বের করে নিক দুজনে। তাহলে ওরাই উপকৃত হবে। আজ এক অনুষ্ঠানে যুবরাজ বলেছেন, 'ওদের বলেছি গলফ খেলতে। খেলার জন্য উৎসাহ দেব। জানি, সময় বের করা সহজ নয় ওদের পক্ষে। তবে আইপিএলের সময়ে ফাঁকফোকর বের করে গলফ স্টিক হাতে তুলে নিতেই পারে ওরা। তরুণ সমস্ত ক্রিকেটারকে বলব প্রথম থেকে গলফ খেলা অভ্যাস করো। আমি খেললে আমার ক্রিকেট পরিসংখ্যানে আরও ৩ হাজার রান বেশি হত।' যুবরাজ অবশ্য সিদ্ধান্তের ভার ছাড়ছেন প্রিয় ছাত্রদের ওপর। তাঁর মতে, গিল, অভিষেক দুজনেই বর্তমান ক্রিকেটের অন্যতম সুপারস্টার। কীসে ভালো হবে, তা ঠিক করবে ওরা নিজেরাই। তবে যুবরাজ শুধু ক্রিকেটারদের নয়, সমস্ত ক্রীড়াবিদকে গলফ খেলার পরামর্শ দিচ্ছেন। যুক্তি, গলফ ক্রীড়াবিদদের মানসিকভাবে তাজা রাখতে সাহায্য করে। এই কারণেই অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ প্রথম সারির ক্রিকেটার অল্প বয়স থেকে গলফ খেলেন।

গলফের হয়ে জোরালো সওয়াল করে যুবরাজের আরও যুক্তি, 'সফরের মাঝেও ক্রিকেটারদের অনেকে গলফ খেলেন। কারণ, ওরা জানে মানসিকভাবে তরতাজা থাকতে গলফ অত্যন্ত কার্যকর। তাই ক্রিকেটের সঙ্গে মাঝেমধ্যে গলফ স্টিক হাতে তুলে নেন। ক্রিকেটাররাই শুধু নয়, গলফ নিয়ে এই কথাটা প্রযোজ্য সমস্ত ক্রীড়াবিদের জন্যই।'

আইএফএ-র কোচিং অ্যাকাডেমির উদ্বোধনে প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ধমানে আইএফএ অ্যাকাডেমির উদ্বোধন

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং আইএফএ সহযোগিতায় তৈরি আইএফএ ফুটবল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স কোচিং অ্যাকাডেমি বর্ধমানের উদ্বোধন হয়ে গেল। এই অ্যাকাডেমির ট্রায়ালে এসেছিল ১২৫৫ জন। তারমধ্যে থেকে ১৫৫ জন নির্বাচিত করা হয়েছে। এদিন শিক্ষার্থীদের হাতে খেলার সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়।

কলকাতার হরিনাভিতে রাজ্য ব্যাডমিন্টনে ব্রোঞ্জ জয়ের পর আয়ুষী প্রসাদ ও স্নেহা ভুমালি (উপরে) শ্রেয়ান গাথরাজ ও এআর রহমান।

ব্রোঞ্জ শ্রেয়ান-রহমান, আয়ুষী-স্নেহার

আলিপুরদুয়ার, ১২ সেপ্টেম্বর : কলকাতার হরিনাভিতে রাজ্য ব্যাডমিন্টনে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১১ ডাবলসে আলিপুরদুয়ারের শ্রেয়ান গাথরাজ-এআর রহমান ব্রোঞ্জ পেয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে নেমে তারা সেমিফাইনালে ৩-২১, ১৩-২১ পয়েন্টে রামানজান বন্দ্যোপাধ্যায়-সৃজন ভৌমিকের কাছে হেরে যায়। মেয়েদের বিভাগে ডাবলসে জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে আয়ুষী প্রসাদ ও দক্ষিণ দিনাজপুরের হয়ে স্নেহা ভুমালি ব্রোঞ্জ জিতেছে। তারা সেমিফাইনালে ১১-২১, ৪-২১ পয়েন্টে হেরেছে অহনা শ্রীমানি-ঈশানী মণ্ডলের কাছে হেরেছে।